উৎসর্গ।

সোদরপ্রতিম বৰ্দ্ধমান জজকোর্টের উকীল

শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র হুই

বি, এ, বি, এল, সমীপে।

নিবারণ!

যৌবনের সেই প্রথম উন্মেষকালে যেদিন

শ্মশান-ক্ষেত্রে প্রজ্বলিত চিতাপার্শ্বে

দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলাম,

সে দিনের সেই দৃশ্যের তুমিই এখন একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ

এ সংসারে বিরাজমান;

আজ সেই

স্বর্গ-নির্ব্বাসিতাকে

স্মরণ ক'রে তোমার করে

"সতী মালাবতী"

অর্পণ করিলাম।

শৈশবসাথী—

গ্রন্থকার।

নিবেদন।

মালাবতীর পবিত্র উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডের অন্তর্গত। পুরাণকার এই গন্ধর্ব্ব-রাজরাণীকে সতী-শিরোমণি সাবিত্রীর সমস্থানীয়া করিয়া গিয়াছেন। আমি সেই পুরাণ-কর্ত্তারই প্রধান উপকরণ গ্রহণ করিয়া পুরাণের মালাবতীকে গীতি-নাট্যের মালাবতী রূপে চিত্রিত করিয়াছি। চিত্রকর অকৃতি হইলেও, পতিব্রতা হিন্দু-সমাজে চির আদরণীয়া—এই ধারণায় এই সতী-চিত্র পাঠক-সম্মুখে স্থাপন করিবার একমাত্র সাহস।

দাসত্বের পরিচর্য্যায় সময়ের সম্পূর্ণ অভাব হেতু ইহার ভাষা বা ভাবগত ভ্রম-সংশোধন, অথবা মুদ্রণ-কার্য্যের পরিদর্শন করিতে পারি নাই। সকল ভ্রম-সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন—উদার-হৃদয় পাঠক-গণের নিকট ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

খাঁড়গ্রাম, বর্দ্ধমান।
১৩০৯ সাল ১৫ই ভাদ্র।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

উপবর্হণ	...	...	গন্ধর্ব্বরাজ।
সত্যদাস	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
দিবোদাস	...	...	ঐ পুত্র।
দুর্জ্জয় সিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
রক্তদন্ত	...	...	ঐ কোষাধ্যক্ষ।

নগরপাল, প্রজা ও প্রহরীদ্বয়। ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য। নারদ, বশিষ্ঠ ও বশিষ্ঠ-শিষ্যত্রয়, ঋষিকুমারত্রয়। নন্দি ও তালবেতাল।

স্ত্রীগণ।

মালাবতী	...	...	গন্ধর্ব্বরাজ-পত্নী।
সত্যবতী	...	...	সত্যদাসের স্ত্রী।
সূর্য্যমুখী ও চন্দ্রমুখী	...	...	পরিচারিকাদ্বয়।

দুর্গা, লক্ষ্মী, শান্তি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি। অপ্সরা।

সতী মালাবতী।

প্রথম দৃশ্য।

কৈলাস-ধাম।

নন্দি।

নন্দি। (প্রবেশ পথ হইতে)
নীরব, নির্ব্বাক—সবে রও নীরবেতে;
নন্দি-মুখে শিব-আজ্ঞা হ'তেছে প্রচার,—
জলে, স্থলে, কিম্বা শূন্যে, যে যেখানে থাক,
থাক সবে নির্ব্বাক হইয়া;
যোগ-মঞ্চে মহাধ্যানে বসিবে ঈশান,
না হয় ব্যাঘাত যেন তাঁর সাধনায়।
ভুলে যাও অলিকুল! মধুর ঝঙ্কার,
কুহুরব না কর কোকিল।
ধীর বহ সুধীর সমীর।

শান্ত ভাবে থাক তরুলতা,
পত্র-সঞ্চালন-শব্দ নাহি যেন হয়।
মৃদু স্রোতে বহে যাও তুমি প্রবাহিনী!
সম্বরিয়া সুমধুর কুলু কুলু রব।
যাও মৃগ! মৃদুপদে সুদূর প্রান্তরে,
যথা ইচ্ছা সেখানেতে কর গিয়া খেলা;
অথবা নিশ্চল ভাবে থাক এইখানে।
শুন, শুন সাবধানে শিবের আদেশ—
নীরব, নির্ব্বাক—সবে রও নীরবেতে।

তাল ও বেতাল পরিবেষ্টিত মহাদেবের প্রবেশ।

তাল-বেতালের গান।

বব বম্ বম্—বব বম্ বম্—
সদা কপোল-নিনাদে কৈলাস কম্পিতম্।
মহাকাল, তাল-বেতাল-সেবিত, ত্রিকাল-জ্ঞান-ময় কাল পদানত;
বসন বাঘছাল, বরণ ধবল, বিভূতি বিভূতি রঞ্জিতম্।
বৃষাসনাসীন, আশীবিষাসন, গীর্ব্বাণ গীর্ব্বাণ-গৌরব-প্রধান;
জ্ঞান হরি-গান, শ্মশান স্বস্থান, স্বশীরে শশীরে ধারণম্॥

[তাল ও বেতালের প্রস্থান।

মহা। নন্দি, কৈলাসবাসীগণের মঙ্গল দর্শন ক'র্‌লেত?

নন্দি। যারা মঙ্গলময় শঙ্করের সদা আশ্রিত, তাদের আশ্রয়ে কি অমঙ্গলের অধিকার কখন হ'তে পারে! কৈলাসবাসী সকলেই নিত্যসুখে আনন্দিত। সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিত; শোকতাপের হাহাকার, অথবা দ্বেষ হিংসার হুহুঙ্কার কোথাও শ্রুতি-গোচর হয় না। বাল, বৃদ্ধ, বণিতা সকলেই সংসার চিন্তায় জলাঞ্জলী দিয়ে অহর্নিশি শিবদুর্গার চরণ-ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে

আছে; সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুগণ স্বভাবজাত হিংসা-ভাব বিস্তৃত হ'য়ে মৃগ, শশকের সঙ্গে একস্থানে বিচরণ ক'রছে। জলাশয় নির্ম্মল জলে পরিপূরিত, তরু-লতা ফল-পুষ্পে অবনত, ঋতুরাজ সমানভাবে বিরাজিত, তপস্বীগণ নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চরণে নিযুক্ত; শোক-দুঃখ, চিন্তা-জরা, দ্বেষ-হিংসার নাম মাত্রও শিব-রাজ্যের সীমানায় নাই।

দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। নন্দি, তোমরা এখানে রয়েছ?

নন্দি। একি মা, সহসা আজ আনন্দময়ীর মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা পড়েছে কেন?

দুর্গা। [illegible], সহসা মন বড় আকুল হ'য়ে উঠেছে।

নন্দি। কোন্ অভাবনীয় কারণে অন্তর্যামিনীর মন আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো মা!

দুর্গা। জানিনা [illegible], কারণ বুঝতে পারছি না; বিদেশবাসী পুত্র বিপদে পতিত হ'লে, গৃহে তার মায়ের প্রাণ যেমন কেঁদে কেঁদে উঠে, বলুব কি [illegible], আমার প্রাণও আজ সেইরূপ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। বল-বল শুভঙ্কর, অকারণে সহসা মনে এত যাতনা পাচ্ছি কেন?

মহা। অন্তর্যামিনী! অকারণে নয়, কারণ অবশ্যই আছে। যে একপুত্রের জননী, সেই পুত্রের অমঙ্গলে সে যখন মনে যাতনা পায়, তখন তুমি জগৎ-জননী হ'য়ে মনে যে সহসা এরূপ যাতনা পাবে, সেটা আর বিচিত্র কথা কি! এই ত্রিজগতের মধ্যে কোথায় কোন্ ভক্ত-পুত্র হয়ত বিপদে প'ড়েছে, তাতেই তোমার হৃদয়ের এই আকুল ভাব।

নারদের প্রবেশ।

নার। রত্নাকর—রত্নাকর, বিপন্ন, শরণাগত, আশ্রিত, নিতান্ত উপায়-বিহীন, মহেশ্বর! বিপন্নকে আজ রক্ষা কর।

মহা। স্থির হও নারদ। কিসের ব্যাকুলতা, কি হ'য়েছে বৎস?

নার। ব্রহ্মশাপ—প্রজ্বলিত হুতাশন, নারদ পতঙ্গ—আজ তার মাঝে নিপতিত, আশুতোষ! রক্ষা করবার আর কা'রও সাধ্য নাই।

দুর্গা। কিসের ব্রহ্মশাপ [illegible]?

নারদ। নিদারুণ পিতৃশাপ, [illegible]! তোমাদের দয়া ভিন্ন নারদের পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই মা!

দুর্গা। পিতৃশাপ!—সেকি নারদ?

নারদ। কি ব'ল্‌ব মা, যিনি নারদের পিতা, যিনি জগৎ-জীবের সৃজন-কর্ত্তা, সেই সত্ত্বগুণময় ব্রহ্মা আজ পুত্রহত্যা [illegible]সাধন ক'রেছেন! সে হৃদয়ে দয়া নাই, স্নেহ নাই, বাৎসল্যের লেশ পর্য্যন্ত বিলোপ পেয়ে গেছে! পিতার হৃদয় যে এত কঠিন হ'য়ে থাকে, স্নেহের সুধা-হ্রদে যে তীব্র গরল উচ্ছ্বলিত হ'তে পারে—তা কখন জানিনা [illegible]! মনের দুঃখ আর কাকে ব'ল্‌ব দুর্গে! আমার মা নাই, মায়ের মুখ কখন দেখি নাই; তুমি যে জগতের মা,—জগৎবাসী সকলের তুমি মায়ের অভাব দূর কর। [illegible] মা,—তাতেই কৃপাময়ীর চরণ-তলে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

দুর্গা। সুস্থির হও [illegible], ভয় নাই। [illegible], সত্ত্ব-গুণ-প্রধান, লোক-কর্ত্তা ব্রহ্মার হৃদয় সহসা এরূপ তমো-প্রভাবে বিকারগ্রস্থ হলো কিসের জন্য? তাঁর কাছে তুমি কি অপরাধ ক'রেছ [illegible]?

নারদ। অপরাধ কিছুই না মা! তিনি কামিনীকাঞ্চনরূপ মোহন-শৃঙ্খলে নারদকে সংসার-কারায় আবদ্ধ ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন; তাঁর আদেশ, পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে আমি পত্নীর সঙ্গে সংসারী হই; তা পারি নাই [illegible], তাঁর সে আদেশ পূর্ণ ক'র্‌তে পারি নাই; এই আমার অপরাধ। বনচর বিহঙ্গ কি কখন স্বর্ণ পিঞ্জর হ'লেও তা'র ভিতরে প্রবেশ ক'র্‌তে চায় মা!

দুর্গা। তার পর [illegible]?

নারদ। সেই জন্যই তাঁর ক্রোধ-হুতাশন প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠ্‌লো; তিনি কম্পিত কলেবরে বজ্র-কঠোর শব্দে ব'ল্‌লেন "রে অবাধ্য সন্তান, যেমন অনার্য্যের ন্যায় পিতৃ আদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'র্‌লি, সেইরূপ শূদ্রগর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্"—অশনি-সম্পাত-সমান সেই অভিসম্পাত বচন শ্রবণ ক'রে আমি তাঁর পদতলে পতিত হ'য়ে কতই রোদন ক'র্‌লেম। সে রোদনে তাঁর কঠোর হৃদয় কথঞ্চিৎ কোমল হলো, ব'ল্‌লেন, "শোন নারদ! আমার বাক্য অন্যথা হবার নয়; বিধি-নির্দ্দেশ কিছুতেই বিফল হবেনা। তবে

তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন ক'র্‌ছি, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে যদি কোন পরম যোগী সিদ্ধ পুরুষের নিকট হরিনাম মন্ত্র গ্রহণে সমর্থ হও, এবং সেই মন্ত্রে যদি কোন হরিভক্তকে দীক্ষা দিতে পার ; তা হ'লেই তুমি শূদ্রত্ব পরিহার ক'রে পুনর্ব্বার আমার পুত্ররূপে ব্রহ্মলোকে বিচরণ ক'র্‌বে। এখন কৈলাসে যাও, ঈশানীর শরণাগত হও ; তিনিই তোমার উপায় বিধান ক'র্‌বেন।" [illegible] [illegible] মা,—তাতেই এসে তোমার অভয় চরণে শরণ ল'য়েছি। কোথায় সে ভক্ত চূড়ামণি পাব, কে আমায় দুর্ল্লভ হরিনাম প্রদান ক'র্‌বে? [illegible] [illegible]—এ অধম সন্তানের দশা কি হ'বে জননি!

গান।

বল গো অচল-সুতে! বল কি হবে।
দুঃখ-হরা তারা তুমি মন-দুঃখ আর কে ঘুচাবে।
ব্রহ্মশাপ সুভীষণ, জ্বলে সম হুতাশন,
বিনা তোমার কৃপাবারি সে জ্বালা কিসে জুড়াবে।
কে জানিত পিতার প্রাণ এমন কঠিন,
নিতান্ত মমতাশূন্য বাৎসল্য বিহীন ;—
আতঙ্কেতে কাঁপিছে কায়, আশা মাত্র তোমার কৃপায়,
অভিশাপ পারাবারে কিকরে আর কে তারিবে।

দুর্গা। নির্ভয়—নির্ভয়—নির্ভয় নারদ!
কিবা চিন্তা বাপ্ আমার, আমি হব কর্ণধার,
অভিশাপ-সাগরে তোমার।
এ কৈলাস পরিহরি, সন্ন্যাসিনী বেশ ধরি,
থাকিব রে কানন-মাঝার ;
শুনাইব হরিনাম, অবিরাম, অবিশ্রাম,
করিবি রে তুই হরি-গান।
কিবা ভক্ত, কিবা লভ্য, সবে হরিনাম-কথা,
কহিবে রে মাতাইয়া প্রাণ।

হরিনাম হরিনাম, সুখ-শান্তি মোক্ষধাম,
আমি তোরে দিব দীক্ষা-দান ;
জয় কিরে বাপ্ আমার, মুছে ফেল অশ্রুধার,
প্রাণ দিয়ে করিব রে ত্রাণ।

মহা। জগজ্জননী, জগজ্জননীর মতই কথা ব'লেছ ; মা ভিন্ন পুত্রের দুঃখ আর কে দূর্ ক'র্‌তে পারে ! কিন্তু দুর্গে ! নারদের জন্য তোমাকে তত কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে হবে না। এই হরিদাস শঙ্করই নারদকে নিবিড় বনে হরিনাম-দীক্ষা প্রদান ক'র্‌বে ; এই চিরযোগীকে নূতন ক'রে আর যোগী সাজ্‌তে হ'বে না, এবং শ্মশানবাসীর পক্ষে কাননবাসী হওয়াটাও তত কষ্টকর নয়। যাও বৎস ! নিশ্চিন্ত মনে ব্রহ্মার বাক্য সফল কর ; যথাসময়ে আমি গিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।

নারদ। হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'লো। নারদের সন্তাপ-বিদগ্ধ মর্ম্মস্থল কৃপাসুধার সিঞ্চনে সুশীতল হ'য়ে গেল ! কিন্তু আশুতোষ ! কে সেই পরম ভক্ত, যা'কে হরিমন্ত্র প্রদান ক'রে নারদ মুক্তিলাভে সমর্থ হবে ?

মহা। পুষ্পকনগরীর অধীশ্বর গন্ধর্ব্বরাজ উপবর্হন পরম ধার্ম্মিক মহা-পুরুষ ; সেই গন্ধর্ব্বরাজ-মহিষী মালাবতী সতীত্বে সাবিত্রীর সমান,—তা'দেরই দিবোদাস নামে এক ভক্ত-চূড়ামণি পুত্র জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে। সেই দিবোদাসকে হরিমন্ত্র প্রদান ক'রে তুমি মুক্তিলাভে সমর্থ হ'বে ; দিবোদাসই তোমার ভবিষ্যৎ মন্ত্র-শিষ্য, অথবা বিধিবিহিত মুক্তিদাতা। যাও বৎস, নিরাতঙ্কে পিতৃ-নির্দ্দেশ পালন কর।

দুর্গা। যাও নারদ, আমিও অঙ্গীকার ক'র্‌ছি, তোমার অভিশাপ বিমুক্তির সময় এই গণেশজননী, জননীরূপে তোমার নিকট গিয়ে উপস্থিত হবে। যেখানেই থাক [illegible], তুমি আমাদের স্নেহের বহির্ভূত কখনই হবে না।

মহা। থাক্ নন্দি, যোগমঞ্চে নাহি যাব আর ;
হরিভক্তে হরিমন্ত্র করিব প্রদান,
জীবনের সুপ্রভাত, সফল সাধনা !
জন্মিবেরে হরিভক্ত আবার সংসারে,

হরিপ্রেম সুধা-স্রোতে ভাসিবে ত্রিলোক ;
মত্ত হবে জীবগণ হরিগুণ-গানে ;
আবার রে হরিনামে তরিবে জগৎ!
কোন্ সূত্রে কিবা খেলা খেলে লীলাময়,
কে পারে বলিতে [illegible], কে পারে ভাবিতে!
ভাবনায় কিবা কায, হরি হরি বল্।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পকনগরী—রাজসভা।

দুর্জ্জয়সিংহ ও রক্তদন্ত।

দুর্জ্জয়। প্রতিহিংসানল চিরজীবনই প্রজ্বলিত থাক্‌বে।

রক্তদন্ত। তা যদি না থাক্‌বে, তবে আর বীরের প্রতিজ্ঞা কি? অপমানের প্রতিশোধ নিতে যে অসমর্থ, সে নিতান্তই কাপুরুষ—শুধু কাপুরুষ কেন, অর্ব্বাচীন, অক্ষম, অধমের অধম, তা'র জীবনধারণই বা কিসের জন্য, অথবা তা'র মরণেই বা বাধা কি?

দুর্জ্জয়। শোন রক্তদন্ত, যতদিন না সেই রাজারূপী গর্ব্বিত উপবর্হণকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে কারা-কুটীরে নিক্ষেপ করি, ততদিন দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ের এই প্রজ্বলিত প্রতিহিংসা-বহ্নি কিছুতেই সুশীতল হবে না। যার বাহুবলে এই অতুল রাজ্যসম্পদ সম্ভোগ, যার একমাত্র প্রভাবে ত্রিলোকের মাঝে এইরূপ বিপুল গৌরব, তারই প্রতি এ ব্যবহার! কা'র দুর্ব্বার সামর্থ্যে আজ গন্ধর্ব্ব-জগতে একছত্রীত্ব লাভ; কা'র নামের ভয়ে দিগ্বিজয়ী শত্রুগণও অহরহ পদানত! ~~কেবল এই দুর্জ্জয়সিংহের~~, কেবল এই দুর্জ্জয়সিংহের বাহুবল, ~~কেবল এই দুর্জ্জয়সিংহের~~ অপ্রতিহত প্রভাব-মাহাত্ম্য; তা নইলে ক্ষীণবল উপবর্হণের কি সাধ্য যে, পুষ্পকনগরীর রাজাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে নির্ব্বিঘ্নে রাজদণ্ড পরিচালনা করে! হায় অদৃষ্ট! তারই আবার এত গর্ব্ব, তারই আবার এত অহঙ্কার, সেই আবার এত নিরাতঙ্ক, যে দুর্জ্জয়সিংহের

অপমান্ ক'র্‌তে কিছুমাত্র শঙ্কিত হলো না! রক্তদত্ত, সে অপমান বিনাদোষে ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

রক্তদত্ত। নিশ্চয়ই, তার আর কথা কি; একটা স্ত্রীলোককে ছুটো কথা বলা,—তা সে ভদ্র ঘরেরই হোক্, আর অভদ্র ঘরেরই হোক্, তার প্রতি কিছু বলপ্রকাশ করেন নাই, বরং তাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন;—সেটা আর আপনার মত মহাবীরের পক্ষে দোষের কথা কি? যিনি রাজ্যের সেনাপতি, তাঁ'র পক্ষে এটা একটা কি দোষের কার্য্য, যে তারই জন্ত আবার তিরস্কার, অথবা মর্ম্মান্তিক অপমান!

দুর্জ্জয়। যখনই সেই অবিবেকী উপবর্হণের মুখে তীব্র তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ ক'রেছিলেম, তখনই সেই মুহূর্ত্তে এ রাজ্য ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতেম; কিন্তু তা হ'লে প্রতিহিংসা গ্রহণ হয় কৈ? [illegible] ভেবেই সেই শত্রুর আজ্ঞা এখনও প্রতিপালন ক'র্‌ছি। কি ব'ল্‌বো [illegible], ভোজনে তৃপ্তি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, অনুক্ষণ মর্ম্ম-জ্বালায় বিদগ্ধ হ'চ্ছি! তবে এখন অনেকটা সান্ত্বনা পাবার উপায় হয়েছে; যখন তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি [illegible], তখন আর চিন্তা কিসের? অচিরাৎ এই পুষ্পকনগরীর রাজসিংহাসন রক্তদত্ত ও দুর্জ্জয়সিংহের করতলগত হবে!

রক্তদত্ত। শুভকার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই মঙ্গল; বিলম্বে সকলে বিঘ্ন সম্ভাবনা।

দুর্জ্জয়। স্বীকার করি; কিন্তু রক্তদত্ত, যদি একটা জলস্রোত মৃত্তিকার বন্ধন দিয়ে আবদ্ধ ক'রে রাখা যায়, আর সেই বন্ধন ভেদ ক'রে যদি সূক্ষ্মধারা নিঃসৃত হবার পথ পায়, তবে সেই ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন ক'রে সেই সূক্ষ্ম স্রোত কি সে বন্ধন ভঙ্গ ক'র্‌তে সমর্থ হয় না? আমরাও সেই রূপই ক্রমে ক্রমে পথ পরিষ্কার ক'র্‌বো। তুমি কোষাধ্যক্ষ, ধন-ভাণ্ডার তোমার হাতে; আমি সেনাপতি, সৈন্যগণ আমার অধীন; এখন কেবল চেষ্টা, তা হ'লেই কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চয়।

রক্তদত্ত। এই সঙ্গে আর একটা কাজ্ ক'র্‌লে হয় না?

দুর্জ্জয়। কি কাজ?

রক্তদত্ত। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

দুর্জ্জয়। ভাল ক'রে বল।

রক্তদন্ত। ঘর-ভেদী বিভীষণ—এটা চিরদিনের কথা; বিভীষণের সাহায্য ল'য়ে রাম সীতার উদ্ধার ক'রেছিলেন, আমরাও সেইরূপ এই পুষ্পকনগরীর রাজ-লক্ষ্মী হস্তগত ক'র্‌বার জন্ত বিভীষণের অনুসন্ধান করি আসুন; তাও সহজে সুসিদ্ধ হবে। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সত্যদাসেরই এ পিতৃ-রাজ্য, রাজ্য-ধনে কুমার এখন বঞ্চিত; তাকে রাজ-সিংহাসন-প্রদানের প্রলোভন দিয়ে অনায়াসে বিদ্রোহ উপস্থিত করা যেতে পারে; তাহ'লে সৈন্যগণ ও প্রজাসমূহ সকলেই আমাদের পক্ষাবলম্বী হবে। তখন কার্য্য-সিদ্ধির আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌বে না। উপবর্হণের সিংহাসন-চ্যুতি নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ, আশঙ্কা-মাত্র বিবর্জ্জিত। তার পর ক্রমে সত্যদাসেরও সেই দশা—(নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ যে, কুমার এইদিকেই আস্‌ছে।

সত্যদাসের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। আসুন কুমার, আপনার কথাই হ'চ্ছিল।

সত্যদাস। আমার কথা—কি সেনাপতি?

দুর্জ্জয়। সেদিন ইঙ্গিতে আপনাকে যে কথা ব'লেছিলেম।

সত্যদাস। কই আমার ত কিছুই স্মরণ নাই।

দুর্জ্জয়। এই রাজ্য সম্বন্ধে।

সত্যদাস। রাজ্যসম্বন্ধে আমার কথা!—বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

দুর্জ্জয়। এ রাজ্য আপনার পিতৃরাজ্য, বর্ত্তমানে আপনিই এর যথার্থ অধিকারী।

সত্যদাস। তার পর?

দুর্জ্জয়। আমার ইচ্ছা—আপনিই এখন সিংহাসন অধিকার করুন।

সত্যদাস। তার পর ব'লে যান্।

দুর্জ্জয়। তা'তে যদি কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তা'রও অভাব হবে না।

রক্তদন্ত। আমরা সকলেই তাতে সাহায্য ক'র্‌ব।

সত্যদাস। এ রাজ্যের এখন রাজা কে?

দুর্জ্জয়। আপনার পিতৃব্য—মহারাজ উপবর্হণ।

সত্যদাস। পিতৃব্য ও পিতায় প্রভেদ কতদূর?

দুর্জ্জয়। অনেক। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব যখন পত্নীশোকে কাতর হ'য়ে বনাশ্রমে গমন করেন, তখন এই রাজ্যভার আপনার পিতৃব্যের করে অর্পণ ক'রে যান্; অর্থাৎ আপনি তখন নিতান্ত বালক, সেইজন্য আপনার রাজ্যধন আপনার পিতৃব্যকে রক্ষা ক'র্‌তে দিয়ে যান্; কিন্তু [illegible] কুমার! আপনার সেই পিতৃরাজ্য মহারাজ আপনাকে প্রত্যর্পণ ক'র্‌লেন কই!

সত্যদাস। আপনি বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরের সেনাপতি, আপনি এমন কথা কেমন ক'রে ব'লছেন?

দুর্জ্জয়। আমি বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরের সেনাপতি নই, তবে পরলোকগত মহারাজ—আপনার পিতৃ-দেবের সেনাপতি বটে।

সত্যদাস। আপনার মুখে এরূপ কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হ'লেম।

দুর্জ্জয়। কেন কুমার?

সত্যদাস। বোধ হয়, আপনি আমাকে পরীক্ষা ক'র্‌ছেন?

দুর্জ্জয়। পরীক্ষা নয় [illegible], আমি আপনার অস্ত্র-শিক্ষাদাতা গুরু ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, সেই জন্যই এমন কথা ব'ল্‌ছি।

সত্যদাস। হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নয়, তবে অহিতাকাঙ্ক্ষী পাষণ্ড বটে! আপনি আমার অস্ত্রশিক্ষাদাতা গুরু, সেইজন্যই আজ্ এরূপ কথা ব'লে পরিত্রাণ পেলেন; অন্য কেউ হ'লে, এতক্ষণ সেই পাপিষ্ঠের জিহ্বা-মূল উৎপাটিত ক'রে কুকুরকে প্রদান ক'র্‌তেম। সাবধান, ভবিষ্যতে আর যেন এরূপ কথা আমি শুন্‌তে না পাই।

(উপবর্হণ ও বশিষ্ঠের প্রবেশ)

উপবর্হণ। রক্তদন্ত! এখনও এখানে বিলম্ব ক'র্‌ছ? প্রার্থীগণ সমাগত হ'য়েছে, শীঘ্র দানকার্য্য আরম্ভ কর গে।

রক্তদন্ত। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেম। (প্রস্থান)।

উপবর্হণ। সত্যদাস?

সত্যদাস। আর্য্য?

উপবর্হণ। গুরুদেব মহর্ষি বশিষ্ঠ উপস্থিত, সেনাপতি দুর্জ্জয়সিংহ বর্ত্তমান, এঁদের সাক্ষাতে তোমাকে কিছু বল্‌বার ইচ্ছা করি।

সত্যদাস। কি আদেশ হয়—বলুন।

উপবর্হণ। তোমার সহিত এই বিশাল রাজ্য-ধন আমাকে অর্পণ ক'রে দাদা বানপ্রস্থে গমন ক'রেছিলেন; আমিও এতদিন তোমার প্রতিপালন এবং তোমার রাজ্য-রক্ষা যথাসাধ্য ক'রে আস্‌ছি। এখন তুমি বয়োপ্রাপ্ত, সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ এবং রণবিদ্যাবিশারদ—রাজ্যভার গ্রহণে সম্পূর্ণ উপযুক্ত; সেই জন্ত ইচ্ছা করি, তোমার রাজ্য তুমি গ্রহণ ক'রে আমাকে এ বিষম দায়ীত্ব হ'তে পরিত্রাণ দাও।

সত্যদাস। সত্যদাস আপনার চরণে কোন্ অপরাধে অপরাধী হ'য়েছে আর্য্য?

উপবর্হণ। কেন বৎস?

সত্যদাস। সহসা আজ সত্যদাসকে এরূপ নিষ্ঠুর কথা ব'ল্‌ছেন্ যে! বলুন আর্য্য, আমি কি কোনদিন কথাপ্রসঙ্গেও আপনার প্রতি অভক্তি প্রকাশ ক'রেছি? স্বপ্নেও কি কোন দিন আপনাকে পিতা ভিন্ন অন্তভাবে ভেবেছি? তবে আমার কোন্ অপরাধে আজ আপনার মনে এরূপ বিকার উপস্থিত!

উপবর্হণ। না বৎস্! তুমি যে আমায় পিতার মত ভক্তি কর, গুরুর ন্তায় শ্রদ্ধা কর, তাতে আর সন্দেহ [illegible] নাই। কিন্তু সত্যদাস, ধর্ম্মতঃ, ন্যায়তঃ, লোকতঃ এ রাজ্য তোমারই; এবং তুমিও এখন রাজ্য-শাসনে সমর্থ।

সত্যদাস। তার পর আর্য্য?

উপবর্হণ। এখন যদি আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকি, তবে আমায় লোক-সমাজে নিন্দিত ও ধর্ম্ম-পথে পতিত হ'তে হবে; সেই জন্তই আজ্ তোমাকে এমন কথা ব'ল্‌তে বাধ্য হ'য়েছি!

সত্যদাস। কিন্তু আর্য্য, আপনি আমার কে! আমি কি আপনাকে পিতৃব্য ব'লে কখন মনে করি? আমি জানি, আপনি আমার পিতা; আমি আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তান, দিবোদাস কনিষ্ঠ। যখন স্বর্গীয় পিতৃদেব পুত্র-স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়ে, সংসারের মায়া-বন্ধন ছিন্ন ক'রে কাননবাসী হ'য়ে ছিলেন, তখন আপনিই আমার পিতার স্থান পূর্ণ ক'রেছেন; যেদিন জন্মগ্রহণ ক'রে-ছিলেম, সেইদিনই জননী আমায় পরিত্যাগ ক'রে শান্তিধামে চ'লে গেছেন;

কখনও মায়ের মুখ দেখ্‌তে পাই নাই, কিন্তু কখন—মায়ের স্নেহেরও অভাব হয় নাই। স্নেহ, বাৎসল্য, মমতা সকলই দেবী মালাবতীর কাছে পূর্ণভাবে পেয়েছি; তিনিই এ হতভাগ্য সত্যদাসের জননী রূপিনী; আমি যে অন্য মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, তা কখন অনুভব ক'র্‌তে পারি না এবং পারবও না। যে দিন সে ভাবের অন্যথা হবে—যেদিন আপনাদের প্রতি আমার এই অচলা ভক্তি কিছুমাত্র বিচল হ'বে, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তেই যেন সত্যদাসের নাম এ জগৎ হ'তে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়।

গান।

যবে সে ভাবের অভাব হবে ভ্রান্তভাবে,
সেদিন যেন না থাকি ভবে।
যে ভাবে ভাবি তোমারে ভাবের ভাবী বিনে কে বুঝিবে।
আমি পুত্র তুমি পিতা, অশন-বসন-জীবন-দাতা ;
এ ভাবের হ'লে অন্যথা নরকেও স্থান নাহি হবে।
তব স্নেহ তরু-ছায়া, সদা শীতল করে কায়া ;
কি ছার ঐশ্বর্য্য-মায়া স্বপ্নে মন তা'য় না ভুলিবে।

উপবর্হণ। [illegible], আমি কি তোমায় সেই কথা ব'লছি [illegible]! হৃদয় দেখাবার নয়, তা [illegible] এখনই দেখাতাম, যে তুমি আমাদের সেখানে কোন্ স্থান অধিকার ক'রে আছ! যখন দিবোদাস জন্মায় নাই, তখন আমরা পুত্রের অভাবও জানতে পারি নাই,—কেবল তোমাকে কোলে পেয়েছিলেম ব'লেই ত! কিন্তু প্রাণাধিক, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—উত্তর দাও [illegible]; পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে পরম সুখে সুখী হ'তে কোন্ পিতা মাতার বাসনা না হয়? তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র তুমি থাক্‌তে এ গুরুতর কার্য্যভার আর আমি কতকাল বহন ক'রব? তাতেই একান্ত ইচ্ছা, তোমাকে সকল ভার অর্পণ ক'রে আমি এ জীবনে সংসার-চিন্তা হ'তে নিশ্চিন্ত হই; তোমাকে সত্যবতী সনে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে নয়ন-মন চরিতার্থ করি।

(সত্যদাস নীরবভাবে অধোমুখে দণ্ডায়মান।)

বশিষ্ঠ। একি কুমার! সত্যবতীর নাম শুনে এরূপ নীরবভাবে অধোমুখে দণ্ডায়মান হ'লে যে?

উপবর্হণ। গুরুদেবের কথায় উত্তর দাও বৎস!

সত্যদাস। আমি এখন আসি।

বশিষ্ঠ। একটু অপেক্ষা কর—যেওনা। তোমার মনের কথা কি একটু ভাল ক'রে বল [illegible]? তোমার সেই কথা শোন্‌বার জন্যই আজ আমি এখানে এসেছি।

উপবর্হণ। তাতে লজ্জা নাই, অবাধে মনের কথা খুলে বল। সত্যবতী কোন্ অপরাধে তোমার কাছে অপরাধিনী হ'য়েছে?

সত্যদাস। সে——

বশিষ্ঠ। ব'লে যাও, সঙ্কোচ কি!

সত্যদাস। সে বেশ্যা কন্যা।

বশিষ্ঠ। সর্ব্বনাশ! ছি—ছি, একি ভয়ানক কথা! সত্যবতী বেশ্যা কন্যা এমন কথা তুমি কোন্ পাপিষ্ঠের মুখে শুনেছ কুমার?

সত্যদাস। সে দিন নিমন্ত্রণ-রক্ষায় দেবেন্দ্রের সভায় গিয়েছিলেম, দেব-বৃন্দে পরিবেষ্টিত হ'য়ে অপ্সরাগণের নৃত্যদর্শন ক'র্‌ছি, এমন সময় উপহাসছলে অশ্বিনীকুমার ব'ল্‌লে "কুমার! আমাদের এই মিশ্রকেশী তোমার শ্বশ্রু-ঠাকুরাণীর [illegible] সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে কি?" তখন তা'র সেই কথা শুনে [illegible] সভামাঝে ঘৃণা-লজ্জায় মৃতবৎ হয়ে গেলেম,—শীরে অশনি-সম্পাত হ'লেও, বোধ হয়, ততদূর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পেতাম না। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লেম, যে সত্যবতীর জন্য এই তেত্রিশকোটী দেবতার মাঝে আজ আমার এই মনস্তাপ, সেই সত্যবতীর সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখ্‌ব না।

বশিষ্ঠ। এই কথা,—এরই জন্য এত বিভ্রাট!

সত্যদাস। অশ্বিনীকুমার কি মিছে কথা ব'ল্‌ছে?

বশিষ্ঠ। না—অশ্বিনীকুমার মিছে কথা বলে নাই। মহর্ষি পিপলাদের ঔরসে, অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে সত্যবতীর জন্ম, তা'তে আর কিছুমাত্র মিথ্যা নাই, কিন্তু সেই সত্যবতী যে বেশ্যাকন্যা এ কথার অর্থ কি?

সত্যদাস। অপ্সরাগণ স্বর্গ-বেশ্যা।

বশিষ্ঠ। তাও স্বীকার করি; কিন্তু যাঁ'র নামানুসারে এই ভারতবর্ষের নাম হ'য়েছে, সেই মহানুভব ভরতের গর্ভধারিণী, সতী-শিরোমণি, দুষ্মন্ত-মহিষী শকুন্তলা কি ছিলেন? তাঁ'রও জন্ম ত রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে হ'য়েছিল? তাঁ'কে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হ'য়ে দুষ্মন্তের পিতৃকুল উজ্জ্বল বই কলঙ্কিত হয় নাই; তাঁ'র যশো-সৌরভে এখনও যে ত্রিজগৎ পরিপূর্ণ!

উপবর্হণ। সত্যদাস! রত্ন কুস্থান হ'তে পাওয়া গেলেও সেই রত্ন কি কারও অযত্নের ধন হয়? না, তার গৌরবের হীনতা হ'য়ে থাকে। অন্ধকারময় খনি-গর্ভেই মনির উদ্ভব, কিন্তু সেই মনি কত যত্নে, কত আদরের সহিত রাজ-রাজেশ্বর শিরোমুকুটে ধারণ ক'রে আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন! সাগর-তল-বাসিনী সামান্য শুক্তির গর্ভে মুক্তার জন্ম, কিন্তু সেই মুক্তা পেলে লোকে সমাদরে কণ্ঠে ধারণ করে; নিচ-গর্ভে জন্ম বলে কে তাকে ঘৃণায় পরিহার করে [illegible]? সত্যবতীও আমার সেইরূপ অমূল্য মণি; এখনও বালিকা, কিন্তু তার মত গুণবতী, জ্ঞানবতী, ভক্তিমতি এ সংসারে কজন দেখ্‌তে পাওয়া যায়? সে আমার মূর্ত্তিমতি রাজলক্ষ্মী; যেদিন হ'তে সে এই রাজান্তঃপুরে এসেছে, সেই হ'তে রাজ্যে অভাব নাই, অনাবৃষ্টি নাই, অশান্তি নাই। সে আমার শান্তির প্রতিমূর্ত্তি; তাকে যখন দেখি, তখনই মনে হয়, যেন কোন মহাদেবী, ছলনায় সত্যবতীরূপে আমার গৃহে বিরাজ ক'র্‌ছে। সে আমার স্নেহের পুত্তলী, গৃহের শোভা; বিনা দোষে সেই সরলা সোহাগময়ী স্বর্ণলতাকে পদ-দলিতা ক'রনা [illegible]!

বশিষ্ঠ। কুমার! আমি তোমাদের কুল-গুরু—চিরদিনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; তোমার পিতামহ, পিতা, পিতৃব্য এবং তুমি সকলেই আমার শিষ্য, সকলেরই আমি শিক্ষা ও দীক্ষা দাতা; আমি কি এমন কোন কাজ ক'র্‌তে পারি, যার দ্বারায় তোমাদিগকে [illegible]-সমাজে অবনত হ'তে হবে? সেরূপ আশঙ্কার কারণ থাক্‌লে কখনই আমি সত্যবতীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেম না।

সত্যদাস। আমাকে এখন যাবার অনুমতি দেন?

বশিষ্ঠ। আর একটু অপেক্ষা ক'রে যাও। দেখ সত্যদাস, যদিও আমি

সত্যবতীর জন্মদাতা নই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আমারই কন্যা ; সেই সদ্য-প্রসূতা বালিকাকে বনের মাঝে প্রাপ্ত হ'য়ে কন্যার মত প্রতিপালন ক'রেছি। সে সময় যপ তপ, পূজা আরাধনা অপেক্ষা তার ভরণ-পোষণের চিন্তাই আমার অধিকতর হ'য়েছিল। সেই স্নেহময়ীকে তোমার করে অর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। কি ব'লব সত্যদাস, এই সন্ন্যাস-ব্রতধারী, তপোবনচারী ব্রাহ্মণ সেই বালিকার স্নেহমমতায় নিতান্তই আবদ্ধ ; তার মুখ মলিন দর্শন ক'র্‌লে বশিষ্ঠ ইষ্ট নাম পর্য্যন্ত ভুলে যায়! সাবধান বৎস, কুমতির বশবর্ত্তী হ'য়ে যেন সতীর মনে কষ্ট দিতে সংকল্প ক'র্‌না।

গান।

কে দিলে হেন কুমতি সতী-প্রাণ বধিতে।
তা'র দুঃখে মন-দুঃখে সদা হবে দহিতে।
নারী-কুল-শিরোমণি, সদা সুষুমার খনি,
কিবা অপরাধিনী সাধ তাই ত্যজিতে।
সরল-বালিকা, কমল-কলিকা,
অনল-শিখায় তায় আহুতি দিও না ;—
তার পরশনে, সন্তাপ-দাহনে,
শীতল হ'বে প্রাণে মরুসম মহীতে।

উপবর্হণ। সত্যদাস, আমি সকল দিকেই সুখী ; তোমাদের মত জ্ঞানবান পুত্র, মালাবতীর ন্যায় সাধ্বীসতী পত্নী, আর এই মহানুভব ঋষি-শ্রেষ্ঠকে দীক্ষা গুরু প্রাপ্ত হ'য়ে এই অশান্তিময় সংসারে আমার শান্তি সুখের কিছুমাত্র অভাব নাই ; দেখ প্রাণাধিক, যেন সুধাময় সুখসমুদ্রে অশান্তি-বাড়বানল উদ্ভব না হয়,—এই আমার কামনা।

সত্যদাস। এখন আমি তবে আসি?

বশিষ্ঠ। যেতে পার, কিন্তু আর যেন কোন কথা ব'ল্‌তে না হয়।

[সত্যদাসের প্রস্থান।

উপবর্হণ। আমরাও অন্তঃপুরে যাই চলুন।

[সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

সত্যবতী ও সূর্য্যমুখী।

সূর্য্যমুখী। দিবারাত্রি যে অমন ক'রে মুখ নামিয়ে থাক, তাতে সকলেরই মনে দুঃখ হয়।

সত্যবতী। দুঃখ হ'য়ে আর কি ক'রবে সূর্য্যমুখি! বিধাতা যা'কে যেমন ক'রে পাঠিয়েছেন; চারিদিকে চেয়ে দেখনা ভাই, কা'রও মুখে হাসি মুখে ধরেনা, আবার কারও চক্ষের জল শুকায় না; এ সব বিধাতার খেলা, তা'তে অবহেলা কে ক'রতে পারে সখি!

সূর্য্যমুখী। যা'র যেমন কপাল।

সত্যবতী। তাতে আর ভুল নাই; কিন্তু সূর্য্যমুখী, সত্যবতীর কপালই বা মন্দ কিসে?

সূর্য্যমুখী। কেন, দিবা নিশি চখের জল ফেলাটাই বুঝি ভাল কপালের পরিচয়?

সত্যবতী।—জাননা সূর্য্যমুখী, কপালের দোষ দিও না ভাই! আমার মত এমন কপাল ক'জনে পেয়েছে বল? যা'র স্বামীর এতরূপ, এতগুণ, এত শৌর্য্য, এত ঐশ্বর্য্য, এত খ্যাতি, এত প্রতিপত্তি, তা'র আবার কপালের দোষ কি আছে সখি?

সূর্য্যমুখী। তাই যদি জান, তবে আর দুঃখ কর কিসের জন্ত?

সত্যবতী। দুঃখ করি এই জন্ত, যে তেমন স্বামীর স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর

সেবায় যে কি সুখ, তা কখনও জান্‌লেম না; দুঃখ করি এই জন্য, যে তেমন স্বামীর স্ত্রী হ'য়ে স্বামীকে দিনেকের তরেও স্বামী ব'লে ডাকতে পেলাম না; দুঃখ করি এইজন্য, যে তেমন সর্ব্বগুণ-নিধি পতি পেয়ে মুহূর্ত্তের তরেও পতি-সোহাগিনী হ'লেম না! এই ভাগ্যবতী সত্যবতীর অভাগ্যের কথা আর কি শুন্‌বে ভাই?

সূর্য্যমুখী। এ সব কি কপালের কাজ নয়?

সত্যবতী। ~~কপালের কাজ নারে সূর্য্যমুখী~~, এ সব কপালের কাজ নয়; তবে কর্ম্মফলের কাজ বটে। বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মে এই সত্যবতীর দ্বারায় কোন পতিব্রতা সাধ্বী সতী পতি ধনে বঞ্চিতা হ'য়েছিল; তাতেই ~~[illegible]~~,—সেই মহাপাপের ফলেই এ জন্মে আমার এই মনস্তাপ। আমি বড়ই দুঃখিনী ভাই! শৈশবে মা বাপের মুখ পর্য্যন্ত দেখি নাই; আজন্ম পরের আশ্রয়ে, পরের স্নেহে, পরের কৃপায় প্রতিপালিতা হ'য়ে আস্‌ছি। তার পর যৌবনে এই দুর্ব্বিপাক,—মনের মত পতি পেয়ে তাঁর মনের মত হ'তে পেলাম না! কি ব'ল্‌ব সখি, ~~কি আর জানাবো বল~~, আমার এ দুঃখের কাহিনী অনন্ত—বল্‌বার ভাষা নাই, শোন্‌বার সময় নাই! আমার মত জন্ম-দুঃখিনীর এ সংসারে আর দ্বিতীয় নাই!

সূর্য্যমুখী। তোমার কথা শুনে এই দুঃখের সময়েও হাসি আসে;—কর্ম্মফল আর কপালে কিছু প্রভেদ আছে না কি?

সত্যবতী। প্রভেদ আছে কি,না আছে, তা' আমি জানিনা, জান্‌বার প্রয়োজনও নাই; তবে, আমার কপাল ভাল, কর্ম্মফল মন্দ, এই মাত্র জেনে রেখেছি।

সূর্য্যমুখী। তাই জেনে রাখ, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু দিবা-নিশি এরূপ মন-কষ্টে থাকার ফল কি আছে। স্বামীর সোহাগই যেন না পেয়েছ, আরত কোন সোহাগেরই অভাব নাই। রাণী মা সত্যবতী ব'ল্‌তে অজ্ঞান; মহারাজ দিবোদাস বা যুবরাজ চেয়েও তোমাকে অধিক ভালবাসেন; তুমি রাজারাণীর আদরের ধন, তোমার এরূপ মন-কষ্টের কারণত কিছুই নাই ভাই?

সত্যবতী। তুমি পাগল তাতেই এমন কথা ব'ল্‌ছ!

সূর্য্যমুখী। পাগলের কথা আর কি দে'খলে?

সত্যবতী। সূর্য্যমুখী! সমুদ্রে অনেক জল আছে সত্য, কিন্তু তাতে চাতকিনীর কি বল দেখি? চাতকিনী মেঘের জলের পিপাসিনী; মেঘের উদয়েই তা'র সুখোদয়, এবং সেই বিন্দু বর্ষণেই তা'র পিপাসার উপশম হয়! এ সংসারে পতি-সতীর যে কি সম্বন্ধ, তা'ত জাননা ভাই? পিতা মাতার স্নেহ, ভাই ভগ্নির ভালবাসা, আত্মীয় স্বজনের সমাদর, [illegible] কখন পতিব্রতার পতি-সোহাগের স্থান পূর্ণ ক'র্‌তে সমর্থ হয় না। সতী পতি-প্রেম-সুধার পিপাসিনী, সেই পিপাসার উপশমেই তার সকল সুখ, সকল শান্তি, তা'র নারীজন্মের সার্থকতা। যে রমণী পতি-সোহাগিনী, সেই এ জগতে সৌভাগ্যবতী।

সূর্য্যমুখী। জানিনা ভাই পতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখিনা। নারী হ'য়ে জন্মেছি বটে, কিন্তু তোমার মত পরকে প্রাণ দিয়ে এমন কঠিন দায়ে কখন পড়ি নাই।

সত্যবতী। তোমরাই সুখী; [illegible], আমিও একদিন তোমাদের মতই সুখে ছিলেম। সরলা বালিকা,—তপোবনে ধুলা খেলায় দিন কাটাতেম; বনের পাখীতে গান ক'র্‌ত, একমনে উদাস প্রাণে ব'সে ব'সে কখনও তাই শুন্‌তেম; কখনও ফুলে ফুলে মালা গেঁথে হরিণ শিশুকে প'রিয়ে দিতেম, সে আনন্দে নেচে উঠ্‌ত, আমিও তা'র সঙ্গে করতালি দিতে দিতে তালে তালে নেচে বেড়াতেম, কখন বা তরুলতায় বিবাহ দিয়ে বাসর সজ্জা ক'রে রাখ্‌তেম; আবার কখন বা সৈকত পুলিনে উপবিষ্ট হ'য়ে নদীর সঙ্গে মনের কথা কইতে থা'ক্‌তেম। পিতা বশিষ্ঠদেব পূজা আহ্নিক সমাপন ক'রে সন্ধ্যা সমাগমে আশ্রমে উপনীত হ'লে, তাঁর কোলে ব'সে সীতা সাবিত্রী কত সতীর কথা, ধ্রুব প্রহ্লাদ কত ভক্তের কথা, কপিল বাল্মিকী কত মহাত্মার কথা শ্রবণ ক'রে অতুল আনন্দ লাভ ক'র্‌তেম। কেন রাজভবনে এসেছিলেম; সেই তপোবনে থা'ক্‌লে বোধ হয়, এমন ক'রে দিবানিশি চক্ষের জল ফেল্‌তে হ'ত না; সেখানে থাক্‌লে বোধ হয়, চিন্তামনি শ্রীহরির চিন্তায় এ জীবনের অন্ত ক'র্‌তে পা'র্‌তেম, এমন ক'রে মানুষের চিন্তায় নিদারুণ যন্ত্রনা পেতেম না। বনের ফুল, বনের মাঝেই ফুটেছিলেম, বনের কোণেই শুক্‌য়ে যেতেম; সুখের প্রলোভনে উদ্যানে এসে কীটের দারুণ দংশনে যে মরি সখি।

গান।

বড় সুখের সুখিনী ছিলাম গো,—কি আর বলিব এখন।
এই নয়নের জল, মনেরই অনল,
ছিল না সখিরে ছিল না তখন ॥
বন-পথে পথে করিতাম গো খেলা,
কভু বনের ফুলে গাঁথিতাম মালা,
ঋষি-বালক সনে, কভু বা পুলিনে,
হরি হরি ব'লে করিতাম ভ্রমণ ॥
সেথা নাচিত হরিণী, বন-বিহঙ্গিনী,
তুলিত মধুর তান ;
সে গান শুনিয়ে, পুলকে পূরিয়ে,
ভুলিয়া যাইত প্রাণ ;
(সখি সে সুখের দিন আর কি হবে)
কি সুখের আশা ভাঙ্গিল সে বাসা
এখন দারুণ নিরাশা করে নির্য্যাতন।

সূর্য্যমুখী। অধীর না হ'য়ে দুদিন সহ্য কর ; চিরদিন কিছুই থাকেনা। (নেপথ্যে চাহিয়া) রাণী বউ, আমি চ'ল্লেম, ঐ যুবারাজা আস্ছেন ; আজ তোমার সুপ্রভাত।

[প্রস্থান।

(সত্যদাসের প্রবেশ।)

সত্যদাস। সত্যবতী !

সত্যবতী। কেন নাথ !

সত্যদাস। আবার ওরূপ সম্বোধন ক'র্‌ছ !

সত্যবতী। কেন নাথ ! কি ব'লে সম্বোধন ক'র্‌ব ?

সত্যদাস। সেদিন ত ব'লেইছি, অন্ত আর যা' ব'ল্‌তে ভাল লাগে, তাই ব'লে আমায় ডেক।

সত্যবতী। অন্য আর কিছু ব'ল্‌তে ভাল যে লাগে না নাথ!

সত্যদাস। আমার কথা তবে তুমি গ্রাহ্য ক'র না?

সত্যবতী। [illegible] তা' নয়; যেদিন আপনি সেই নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান ক'রেছেন, সেই হ'তে মনে মনে করি, যে প্রাণ দিয়ে প্রাণপতির আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌বো,—আর আপনাকে "নাথ" ব'লে ডাক্‌ব না। কিন্তু অবোধ রসনা তা' বোঝে কই, আপনাকে দেখ্‌বা মাত্রই "নাথ" শব্দ যে বাহির হ'য়ে পড়ে! আমার দোষ নাই, আমি আপনার অবাধ্য নই।

সত্যদাস। আমি তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেছি।

সত্যবতী। বিদায়!

সত্যদাস। নিশ্চয়।

সত্যবতী। কিসের বিদায়?

সত্যদাস। দেশান্তরে যাবার।

সত্যবতী। দেশান্তরে!

সত্যদাস। সেইরূপই ত সংকল্প ক'রেছি!

সত্যবতী। কিসের জন্য দেশান্তরে যাবেন?

সত্যদাস। তোমারই জন্য।

সত্যবতী। আমারই জন্য! কেন নাথ, আমি আপনার কি ক'রেছি?

সত্যদাস। তুমি কিছুই কর নাই; সত্যদাস ও সত্যবতীর একস্থানে অধিষ্ঠান—বিধাতার তা' অভিপ্রায় নয়; সেই জন্যই এ বিদায়-গ্রহণ। তুমি গৃহে থাক, আমি দেশান্তরে চ'লে যাই।

সত্যবতী। আমি কে, যে আমার জন্য আপনি দেশান্তরে যাবেন! আপনার রাজ্য, আপনার ঐশ্বর্য্য, আপনার গৃহ, আপনার সব, আপনি একজন পিতামাতা বিরহিতা, আত্মীয়বন্ধু-বিবর্জ্জিতা, নিতান্ত করুণাশ্রিতা দাসীর জন্য এ সব পরিত্যাগ ক'রে দেশান্তরে যাবেন। সে কি! আমিই যাব [illegible]!

সত্যদাস। না—তুমি তা যাবে না; তোমার যদি যাবার ইচ্ছা থা'ক্‌ত, তা হ'লে যেদিন তোমায় ব'লেছিলাম, যে তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধই নাই, বোধ হয় তুমি সেই দিনই চ'লে যেতে।

সত্যবতী। প্রাণেশ্বর! রক্ষা করুণ; আমি সরলা বালিকা—আশ্রয়হীনা, বড় দুঃখিনী; আমার মুখ দেখে কি আপনার মনে দয়ার উদয় হয় না!

সত্যদাস। না—তা' হয় না; আমার দয়া নাই, স্নেহ নাই, আমার হৃদয় কঠিন, প্রাণ পাষাণ, সেখানে কোমলতার অধিকার মাত্রও নাই; এখন বল, তুমি যাবে, কি আমি যাব?

সত্যবতী। আমিই যাব। যেদিন আপনার মুখে বজ্রপাত সদৃশ সেই নিষ্ঠুর বাক্য শুনেছিলেম, সেইদিনই চ'লে যেতেম। কিন্তু তা তখন পারি নাই; ভেবেছিলেম, এখানে থেকে যদি দিনান্তেও আপনাকে একবার দেখ্‌তে পাই, তা' হ'লেও আমার সকল কষ্টের উপশম হবে—এই ভেবে তখন যেতে পারি নাই; ভেবেছিলেম, আপনার চরণে ত স্থান পেলেমই না, তবে দূরে হ'তে যদি কখনও ঐ চরণ দর্শন ক'র্‌তে পাই, তা' হ'লেই আমার ইহ-পরকাল সবই হবে—এই ভেবে তখন যেতে পারি নাই। কিন্তু তাতেও যদি আপনি অসুখী হন, আমার সেটুকু সুখেও যদি আপনার সুখে বিঘ্ন ঘটে, তবে এখনই আমি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। আমি আপনার সুখের পথে বিষম বাধা, সে বাধা অপসৃত হোক; আমি আপনার শান্তির সোপানে সুতীক্ষ্ণ কণ্টক, সে কণ্টক দূরীভূত হয়ে যা'ক! তবে একটা কথা—আজ আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; ~~আমার কেউ নাই—ন পিতা ন মাতা, ন বন্ধু ন ভ্রাতা,—~~এ ত্রিজগতে আর আমার "আমার" ব'ল্‌তে কেউ নাই; আপনিই আমার পরামর্শদাতা, আপনিই আমার রক্ষা-কর্ত্তা; আপনিই আজ আমাকে ব'লে দেন, এ আশ্রয়হীনা সত্যবতী কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে?

সত্যদাস। লোকসমাজে, বনের মাঝে অথবা পর্ব্বতগুহায় যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যেতে পার।

সত্যবতী। না—লোকসমাজে এ পোড়া মুখ আর দেখাব না; বনের মাঝে, অথবা পর্ব্বত গুহাতেই যাব। কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ব'লে দেন, এই সহায়হীনা সত্যবতী কি ক'র্‌বে?

সত্যদাস। হরির চরণে আশ্রয় নিও, তা'তে সুখশান্তি লাভ ক'র্‌বে; দুর্গানাম আরাধনা ক'র, তাঁ'র কাছে মায়ের মত স্নেহ পেতে পার্‌বে।

সত্যবতী। স্বামী-বাক্য সফল হোক, এ পতিবিরহিনী যেন সেই কমলা-পতির চরণে আশ্রয় লাভ করে; স্বামী-বাক্য সফল হোক, এই সহায়হীনা বালিকা যেন সেই জগজ্জনীর চরণতলে স্থান পায়।

সত্যদাস। শোন সত্যবতী, এখন হ'তে তুমি আমাকে ভুলে যাও; তোমার সঙ্গে আমার যে বিবাহ হ'য়েছিল—এ কথা আর মনেও ক'র না। যদি ভুল্‌তে না পার, তবে ভেব, যে তুমি বিধবা হ'য়েছ। [illegible]—আবার শোন, তুমি আমার স্ত্রী নও, আমি তোমার স্বামী নই—তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধই নাই; এই আমার শেষ কথা।

সত্যবতী। আপনিও শুনুন [illegible]! আমি আপনার চিরদাসী,—এ দাসীর হৃদয়-মন্দিরে আপনার ঐ মোহন মূর্ত্তি চিরদিনই বিরাজ ক'র্‌বে; সত্যবতী তা'র পতি-দেবতাকে কখনই ভুল্‌বে না! আরও শুনুন, আমি বিধবা নই—সিমন্তিনী সধবা; আমার সীমন্তের সিন্দুর যেন মরণ কাল পর্য্যন্ত এম্নি ভাবেই উজ্জ্বল [illegible] থাকে। [illegible] আবার শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার চিরদিনের সম্বন্ধ, এ জীবনের শেষ হ'বে, কিন্তু এ সম্বন্ধের শেষ নাই—ইহপরকালে সমানভাবেই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। শ্মশানে মশানে, কাননে পুলিনে এ দাসী যেখানেই থাকুক, হৃদয়-মন্দিরে আপনার ঐ চরণ-যুগল যত্নে স্থাপনা ক'রে ভক্তি-শতদলে অহর্নিশি তা'র পূজা ক'র্‌বে! আশীর্ব্বাদ করুন, সত্যবতীর পতিভক্তি যেন চিরদিন অচলা থাকে; [illegible], সত্যবতী যেন জন্মে জন্মে আপনাকেই পতীত্বে বরণ ক'র্‌তে পায়,—এই আমারও শেষ কথা।

গান।

করি এই কামনা।

জন্ম জন্মান্তরে, এ ভবসংসারে,
হ'য়ো তুমি কান্ত একান্ত প্রার্থনা॥
যতদিন দেহে রহিবে জীবন, অক্ষয় যেন হয় হাতের কঙ্কন,
তুমি প্রাণপতি, সতীর পরম গতি,
তুমি ভক্তি মুক্তি, তাকি হে জাননা।

শ্মশানে কাননে, অথবা পুলিনে,
যেথা থাকি তায় নাই দুঃখ মনে,
কিন্তু যেন হায়, শয়নে স্বপনে, ভুলিনে তোমারে নাথ ;—
ও প্রেম-মূরতি হৃদয়-মন্দিরে, রাখিব যতনে, ভাবিব অন্তরে,
ভক্তি-শতদলে চরণ-যুগলে,
পূজিব সর্ব্বদা অন্যথা হবে না।

সত্যদাস। আমি তবে চল্‌লেম।

সত্যবতী। আমিও যাই ; অনুমতি দেন, আপনার চরণধূলি গ্রহণ ক'রে জন্মের মত চ'লে যাই। (স্বামীর পদতলে অবনত)।

সত্যদাস। আমাকে স্পর্শ ক'র না।

(বেগে প্রস্থান।)

(সতবতী মূর্চ্ছিতা ও পতিতা।)

(মালাবতী ও দিবোদাসের প্রবেশ।)

মালাবতী। সতীবতী! (নিকটে যাইয়া) একি একি, কেন মা, এলো থেলো কেশে এমন ক'রে ধূলার উপর প'ড়ে র'য়েছ! কি হ'য়েছে মা, যে রাজোদ্যানের সোহাগময়ী স্বর্ণলতা অযত্নে ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে! সত্যবতী?

সত্যবতী। (ব্যস্তভাবে উত্থিত হইয়া) মা!—কেন?

মালাবতী। কেন সত্যবতী, এমন ক'রে ধূলায় প'ড়ে ছিলে যে?

সত্যবতী। বড় ঘুম এসেছিল, তাই শুয়েছিলেম।

মালাবতী। এত ঘুমের শোওয়া নয় মা! তোর চক্ষে জল কেন?

সত্যবতী। কই, না মা।

দিবো। ঐ যে জল রয়েছে ; তুমি কাঁদ্‌ছিলে কেন?

সত্যবতী। না দিবোদাস,—আমি কাঁদি নাই।

দিবো। নিশ্চয় তুমি কেঁদেছ ; কেন, দাদা কি কিছু বলেছেন?

সত্যবতী। না ভাই, তোমার দাদা কিছু বলেন নাই, আমিও কাঁদি নাই ; তবে যে চখে জলের কথা ব'লছ, সেটা আমার চখেরই দোষ—না কাঁদ্‌লেও আপনই তাতে জল পড়ে।

দিবোদাস। কই, আর কোন দিনত তা' পড়ে নাই।

সত্যবতী। অনেক দিন হ'তেই প'ড়্ছে [illegible]! তবে যখন তপোবনে ছিলেম, তখন পড়ে নাই বটে; রাজবাড়ীতে আসা হ'তেই এইরূপ হ'য়েছে!

মালাবতী। যথার্থই মা, আমরাই তোর দুঃখের কারণ। বড় সাধ ক'রেই সত্যদাসের সঙ্গে তোর বিবাহ দিয়েছিলেম; কিন্তু কে জান্ত, যে সেই সাধের তরুতে এমন বিষময় ফল ফল্বে! কি ব'ল্‌ব মা, তোর মলিন মুখ দে'খ্‌লে মালাবতীর যে আর কোন সুখই থাকে না!

সত্যবতী। আমার একটী কথা রাখনা মা!

মালাবতী। কি কথা মা?

সত্যবতী। তোমার ঐ হরিনামের মালাগাছটী আমাকে দাও না।

মালাবতী। মালা নিয়ে কি ক'র্‌বে বাছা?

সত্যবতী। তোমার মত হরিনাম জপ ক'র্‌ব।

মালাবতী। আজও তোর ছেলেমানুষী গেল না মা? এই দুঃখের সময়েতে এই কথা!

সত্যবতী। কেন মা! দুঃখে প'ড়্‌লেই ত লোকে হরিনাম ক'রে থাকে; সুখের সময়ে ক'জনে হরি ব'লে ডাকে বল দেখি? আমিও দুঃখে প'ড়েছি, তা'তেই হরিনাম ক'র্‌তে চাচ্ছি। হরি ভিন্ন দুঃখ দূর ক'র্‌তে আর কে পারে মা?

মালাবতী। সত্যবতী! সে কথা সত্য [illegible]; কিন্তু হরিনাম জপ ক'র্‌তে হ'লে আগে গুরুর কাছে দীক্ষার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে।

সত্যবতী। সে কি মা! যাঁর উপাসনায় ঐকান্তিক ইচ্ছাই একমাত্র গুরু, ভক্তিই একমাত্র দীক্ষা; তাঁর নাম জপ ক'র্‌তে আর গুরুর দীক্ষার অপেক্ষা কি? মন চেয়ে কি গুরুর উপদেশের বেশী আকর্ষণ,—না, ভক্তি চেয়ে দীক্ষা-মন্ত্রের বল বেশী মা?

মালাবতী। তাই যদি জান; তবে [illegible], এ তুলসী কাঠের মালাতেই বা তোমার প্রয়োজন কি; ভক্তিসূত্রে হরিনামের মালা গেঁথে তাই জপ কর না [illegible]; তা' হ'লেই মনস্তাপ দূর হবে!

সত্যবতী। মা, তুমিই আমার দীক্ষা-দায়িনী! আশীর্ব্বাদ, কর, এই সন্তাপিতা অবলা যেন তোমার এই শিক্ষা সম্বল ক'রে সেই অনাথনাথের কৃপা-আশ্রয়ে শান্তি-ছায়ায় সুশীতল হ'তে পায়। মা, তুমি আমার আশ্রয়দায়িনী, তুমি আমার জীবনের স্নেহবাৎসল্যের সুধাখনি, তোমাকে আমার লজ্জা, বা লুকাবার কথা কি আছে মা,—এখন হ'তে এই পতিবিরহিনী হরিপ্রেমের ভিখারিনী।

মালাবতী। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি,—যদি আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও হরি-ভক্তির বল থাকে—তবে তোমার মত ভক্তিমতী অচিরাৎ সেই কৃপাময় কমলারঞ্জনের কৃপালাভ ক'র্‌বে। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি—আমি যদি সতী হই, তবে তোমার মত পতিব্রতা অচিরাৎ পতি-সোহাগিনী হবে। কিন্তু দেখ যেন হরিনামের হাল্ কখন ছেড় না।

সত্যবতী। না মা, হরিনামের হাল ধরেই সত্যবতী তার জীবন-তরি অকূলে ভাসিয়ে দেবে।

দিবোদাস। জীবন-তরি অকূলেতে ভাসিয়ে দেবে—এ আবার কেমন কথা ব'ল্‌ছ বউ! তুমি যা'বে কোথায়?

সত্যবতী। যা'ব আর কোথা ভাই! দিবানিশি যে মনোদুঃখে আকুল, সে আর অকূল ছাড়া কখন্ বল?

মালাবতী। আজ আর তোমার এ ঘরে থেকে কাজ নাই; চল, আমার কাছে শোবে!

সত্যবতী। না মা, আমি এই ঘরেই থাকি; তোমরা শোওগে, অনেক রাত হ'য়েছে।

দিবোদাস। একা এখানে তোমায় থাক্‌তে হ'বে না; আমাদের কাছে চল।

সত্যবতী। একা কেন থা'ক্‌ব ভাই, হরি ত সকল স্থানেই আছেন।

দিবোদাস। তবে থাক।

মালাবতী। শোও মা; চিন্তা ক'র না; দুঃখের দিন কারও চিরদিন থাকে না। দুঃখহারি! বালিকার এরূপ কোমল হৃদয়ে দুঃখের এই কঠোর

তার কেন দিয়েছ দয়াময়! মধুসূদন! সত্যবতীকে আমার রক্ষা কর। একটু ঘুমোও মা।

(দিবোদাসের সহিত মালাবতীর প্রস্থান।)

সত্যবতী। (স্বগতঃ) আর ঘুমাব,—চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা না হ'লে সত্যবতী আর নিদ্রা যা'বে না! এইবার নিশ্চিন্ত, রাজপুরী নিরব—যা'বার প্রকৃত সময় উপস্থিত। স্বামীর চরণ-দর্শন হ'য়েছে, দেবী মালাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো, দিবোদাসকেও দেখ্‌তে পেলেম, এখন আর মনের সুখেই যেতে পারি! তবে একটা দুঃখ এই—যে রাজকুলবধূ হ'য়ে আজ ভিখারিণী সাজ্‌তে হ'লো! ধিক্ নারী-জন্ম! এক স্বামী বিনা সুখসম্পদ সবই বৃথা! ধিক্ সত্যবতীর জীবন! তেমন দেবতুল্য স্বামী পেয়ে সেই দেবতার সেবা একদিনও ক'র্‌তে পেলেম না! যাই তবে অনাথনাথ! কিন্তু এ বেশে কোথায় যা'ব! যে পথের ভিখারিণী, তা'র আবার রাজরাণীর বেশ কেন! যে বনবাসগামিনী, তা'কে বনবাসিনীর বেশই শোভা পায়। (গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) বেশভূষা! যা'র অঙ্গের শোভার জন্য তোরা হ'য়েছিলি, সে সত্যবতী ম'রেছে, তবে তোরা আর কেন! কিন্তু কঙ্কন! তুমি আমার চিরসঙ্গী হ'য়ে থাক; সত্যবতী জীবিতা থা'ক্‌তে তোমায় কখন ত্যাগ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। আমি এ বেশ বড় ভালবাসি; যখন তপোবন হ'তে এসেছিলেম, তখনও এই বেশেই, আবার যা'বার সময়ও সেই বেশ; যে সাজে এসেছিলেম, সেই সাজেই যাচ্ছি; যে বেশে আসা, সেই বেশেই যাওয়া। মানুষ যে বেশে আসে, সেই বেশেই যায়, এ বিধান আজ আমার পক্ষে নূতন নয়! (কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া) মধুসূদন! অনাথনাথ! তুমি অন্তর্য্যামী, মনের কথা সবই জান; এই সন্তাপিতা দাসী আজ তোমার প্রেম-নিকুঞ্জের সুশীতল শান্তিছায়ার ভিখারিণী। শৈশবে পিতামাতা ভুলেছে, যৌবনে স্বামী অনাথিনী সাজিয়েছে। আর কার কাছে দাঁড়াব হরি! তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, তুমিই পতি, তুমিই বন্ধু, যেন তোমার প্রেমবিন্দুর অভি-

সিঞ্চনে দাসীর প্রাণ শীতল হয় প্রভো। আর কি ব'লব, আর কি শুন্‌বে; তুমিই দেখো, তুমিই রেখো, এ দাসীর তুমিই গতি, তুমিই আশ্রয়, তুমিই উপায়।

গান।

দেখো দেখো হে শ্রীহরি।
অগতির গতি শ্রীপতি, ভরসা কেবল তোমারই।
প্রাণপতি আজ প্রতিকূল, ত্রিকূলে আর নাহিক কূল,
পা'ব ব'লে অকূলে কূল, যাই হে অকূল-কাণ্ডারী॥
সন্তাপিতা চাতকিনী, পতিপ্রেম-পিপাসিনী,
মনের কথা অন্তর্যামি সকলই জান;—
নবীন নীরদ-বেশে, দেখা দিয়ে হৃদ্-আকাশে,
করুণাবারি-বরষে শীতল ক'রো কাল-বারি।
শ্রীহরি—শ্রীহরি—, শ্রীদুর্গা—শ্রীহরি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সেনাপতি-ভবন।

দুর্জ্জয়সিংহ ও রক্তদন্ত।
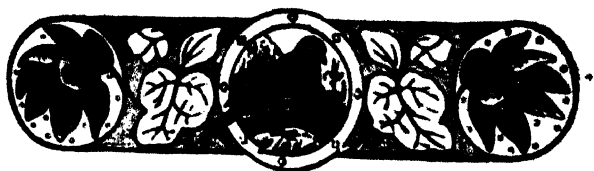
দুর্জ্জয়। দেখ্‌লে রক্তদন্ত! ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে কাজ করার কতগুণ; কোন কাজেই একবারে উতলা হ'তে নাই। এখন কার্য্যোদ্ধারের আশা হ'য়েছে ত?

রক্তদন্ত। ধৈর্য্য মহাপুরুষের লক্ষণ এবং অর্থে সবই সুসিদ্ধ হয়।

দুর্জ্জয়। সুনিশ্চয়! এবং ভাগ্যবশে তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলেম ব'লেই যে সহজে এরূপ একটা অসাধ্য কার্য্য সাধনের পথ সুগম হ'য়ে উঠেছে তাও সুনিশ্চয়। তুমি যদি কোষাধ্যক্ষ না হ'তে, বিপুল ধন-ভাণ্ডার যদি তোমার অধীনতায় না থাকৃত, তোমার নিকট হ'তে যদি এরূপ অর্থের সাহায্য না পেতেম, তা হ'লে [illegible] এ কার্য্য সম্পন্ন হবার কোন উপায়ই হ'তো না। কিন্তু তাই, তথাপি একটা কথা আছে,—অর্থেরও আবার প্রকৃত ব্যবহার চাই; যে সে লোকে অর্থ নিয়ে এত বড় একটা কাজ কখনই ক'রে তুল্‌তে পারেনা!

রক্তদন্ত। সত্যই; কিন্তু আগে অর্থ, তা'র পরেত তা'র ব্যবহার।

দুর্জ্জয়। দেখ রক্তদন্ত, একটা কথা আছে—সাবধান, ধন-ভাণ্ডার যেন শূন্য হ'য়ে না পড়ে; কারণ, রাজ্য-শাসনেও অর্থের প্রয়োজন। প্রথম-প্রথম আমাদিগে প্রজাগণের কর-ভার লাঘব কর্‌তে হবে; কোথাও বা ব্যক্তি বিশেষে কাউকে কিছু দিনের জন্য কর-দায় হ'তে একবারে মুক্তি দিতে হবে; প্রজাগণকে বশীভূত করবার এইটেই প্রধান ও প্রথম উপায়।

রক্তদন্ত। শূন্য হ'বার ভাণ্ডার নয়; আপনাকে এত অর্থ বাহির ক'রে দিয়েছি, কিন্তু তাতে যে তার কিছু মাত্র শূন্য হ'য়েছে তা' অনুমানই করা যায় না।

দুর্জ্জয়। অর্থের কি বিচিত্র শক্তি ভাই! অশ্বারোহী, পদাতিক, এমন কি প্রহরী পর্য্যন্ত সকলেই সমান ভাবে বশীভূত, সকলেই প্রাণ পণে আমাদের কার্য্য সমাধানে অঙ্গীকৃত; স্বর্ণ-মুদ্রার দুর্ব্বার শক্তির প্রভাবে রাজ-ভক্তি কোথায় লুক্কায়িত হয়ে প'ড়েছে!

রক্তদন্ত। কার্য্য সিদ্ধির আর একটা সুলক্ষণ দেখুন,—মহারাজকে আমরা তৃণ তুল্যই জ্ঞান ক'রে থাকি; ভয় কেবল যুবরাজ সত্যদাসকে, কিন্তু আমাদের সুসময়ের অনুকূলতায় তা'রও এখন মন-বিকার উপস্থিত।

দুর্জ্জয়। কিরূপ?

রক্তদন্ত। আজ্ আমাকে যে ভাবে দুই একটা কথা ব'ল্লে, তাতে বোধ হয়, শীঘ্রই সে রাজপুরী ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে?

দুর্জ্জয়। কারণ?

রক্তদন্ত। কারণ সত্যবতী।

দুর্জ্জয়। সত্যবতী! কেন, কি হয়েছে?

রক্তদন্ত। গৃহত্যাগিনী হ'য়ে কোন্ দিকে চ'লে গেছে।

দুর্জ্জয়। সত্য না কি?

রক্তদন্ত। আপনি কি আজও সে সংবাদ জানেন না!

দুর্জ্জয়। দেখ রক্তদন্ত, দুর্জ্জয়সিংহের মন, প্রাণ, হৃদয় এখন একমাত্র রাজ্যলাভের চিন্তায় অধিকৃত; সেখানেতে অন্য চিন্তা, অন্য কার্য্য বা অন্য সংবাদ কিছুই স্থান পায় না। প্রতিহিংসাগ্রহণ দুর্জ্জয় সিংহের একমাত্র সাধনা, রাজ-সিংহাসন-লাভ সেই সাধনার অভীপ্সিত সিদ্ধি; আর কিছুই জানি না, আর কিছুই ভাবিনা, আর কিছুরই আশা করিনা।

রক্তদন্ত। একাগ্রতাই কার্য্যসিদ্ধির প্রথম সোপান, এবং মনের এইরূপ দৃঢ় ভাবই মহাপুরুষের প্রধান লক্ষণ।

দুর্জ্জয়। আচ্ছা, সত্যবতীর গৃহত্যাগের কারণ কি?

রক্তদন্ত। সত্যদাসের নিষ্ঠুর ব্যবহার।

দুর্জ্জয়। তারই বা কারণ কি?

রক্তদন্ত। বড় ঘরে যা সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে। মহৎ বংশের কুলদেবী-গণ প্রায়ই করুণাময়ী; এবং তাঁদের করুণাবর্ষণটা সেবক অনুসেবকগণের উপরে অতি সহজেই হ'য়ে থাকে—কারণ এ চেয়ে আর নূতন কিছুই নাই।

দুর্জ্জয়। সত্যবতী কোথায়?

রক্তদন্ত। উদ্দেশ নাই।

দুর্জ্জয়। সত্যদাস?

রক্তদন্ত। লজ্জা, ঘৃণা, দুঃখের দুর্ব্বার পীড়নে মর্ম্মাহত ও আত্ম-হৃত! ক্ষণে ক্ষণে তা'র মনের ভাব পরিবর্ত্তিত; কখন নির্জ্জনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন কখন বা অশ্রু-ধারায় তা'র বক্ষস্থল অভিসিক্ত; আজ তার মনের যেরূপ উদাসভাব দেখ্‌তে পেলেম, তা'তে বোধ হয়, শীঘ্রই সে সত্যবতীর পথ অনুসরণ কর্‌'বে!

দুর্জ্জয়। কিসের জন্য?

রক্তদন্ত। স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার জন্যই। দেখ্‌ছেন না, সংসারের যত অনর্থ সংঘটন হয়, তার পঞ্চদশ অংশের মূল কারণই স্ত্রীলোক; রমণীর জন্যই সংসার, রমণীর জন্যই সংসারে হাহাকার, রমণীই সংসারের সকল অনর্থের মূলাধার!

দুর্জ্জয়। এ সব কথার অর্থই নাই; চরিত্র, সতীত্ব, সাধুত্ব—ও সব দুর্ব্বলের বাক্য, অথবা উন্মাদের প্রলাপ। ও সব ভাবের ঘাত প্রতিঘাত দুর্ব্বলের হৃদয়েই হ'য়ে থাকে।

রক্তদন্ত। নিশ্চয়ই; বীরত্বের কাছে কখন ন্যায় ধর্ম্মের প্রভুত্ব খাটেনা; কাপুরুষেই জ্ঞান বা ধর্ম্ম, ন্যায় বা বিবেকের উপাসনা ক'রে থাকে।

দুর্জ্জয়। যা'ক, ও সব কথায় আর প্রয়োজন নাই। কার্য্যসিদ্ধির পথ এখন পরিষ্কৃত; একমাত্র বাধা—নির্ব্বোধ সেই নগরপাল, তাকে হস্তগত কর্‌তে পার্‌লেই নিশ্চিন্ত।

নগরপালের প্রবেশ।

রক্তদন্ত। আসুন, আমরা আপনারই অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেম।

দুর্জ্জয়। কি স্থির ক'র্‌লেন?

নগরপাল। এখনও কিছুই স্থির ক'র্‌তে পারি নাই।

দুর্জ্জয়। সে কি!

নগরপাল। বড়ই কঠিন কাজ।

দুর্জ্জয়। কঠিন বা সহজ বিচারের আর সময় নাই; আমাদের মতেই আপনাকে মত দিতে হ'বে! শুনুন—এই আমার শেষ কথা, ত্রিশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, এবং দশলক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি আপনার প্রাপ্য বা পুরস্কার।

নগরপাল। তা যা ব'লেছেন, আপনাদের মতেই আমাকে মত দিতে হ'বে সত্য, কিন্তু কিনা—কাজটা—একটু ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

দুর্জ্জয়। ধর্ম্ম কি, আর তা'র বিরুদ্ধই বা কি!

নগরপাল। প্রতিপালক—রাজা।

দুর্জ্জয়। পাগলের কথা! কে কা'র প্রতিপালক? আপনাপন ভাগ্যই লোককে প্রতিপালন ক'রে থাকে। বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা—এটা চিরকালের কথা, এবং শাস্ত্রের বাক্য তা'ত আজীবন শুনে আস্‌ছেন; তবে আর রাজা বা প্রতিপালক কি আছে? যা'র বল, তা'রই রাজ্য; রাজা কেউ মাতৃ-গর্ভ হ'তে সেজে আসে না!

গান।

ভ্রান্ত তুমি, শান্ত হও হে কি শিখাবে জ্ঞান।
বাহুবলে ভুবন-বিজয় শাস্ত্রে তা'র দিয়েছে বিধান॥
যা'র বল যা'র শৌর্য্য,
তা'রই রাজ্য তা'র ঐশ্বর্য্য,
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা দেখনা তা'র শত প্রমাণ।

নগরপাল। আপনার যুক্তি অকাট্য, তা'তে আর প্রতিবাদ ক'র্‌বার সামর্থ্য কা'রও নাই।

রক্তদন্ত। আপনারও তবে আর কোন আপত্তি নাই?

নগরপাল। কাজে কাজেই, কিন্তু দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাটা আজই আমাকে প্রদান ক'র্‌তে হ'বে।

দুর্জ্জয়। ভাল কথা ; রক্তদন্ত, তাই দিও।

রক্তদন্ত। তা আর বেশী কথা কি ; এ রাজত্বই ত এখন হ'তে আমাদের সকলেরই।

নগরপাল। আমিও আজ হ'তে আপনাদের বিপদে সম্পদে সকল সময়, সকল কার্য্যে, সকল স্থানে অনুক্ষণ অনুসঙ্গী। এখন তবে যেতে পারি কি ?

দুর্জ্জয়। যাও, তবে সাবধান।

নগরপাল। নির্ভয় হ'য়ে থাকুন।

(প্রস্থান।)

রক্তদন্ত। আমিও আসি।

(প্রস্থান।)

দুর্জ্জয়। (স্বগতঃ)

আশার সঞ্চার, আজ সফল জীবন !
প্রতিহিংসা-পরিতৃপ্তি, সিদ্ধি সাধনায়।
ধন্য তুই ঐশ্বর্য্য-লালসা,
ধন্য তোর প্রলোভন—অকাট্য কুহক।
ধন্য তোর প্রতিপত্তি অজ্ঞান-উপরে।
তুই মাত্র বল মম, সাহায্যেতে তোর
অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি করিব নিশ্চয়।
তারপর ; [illegible] আর কি বলিব !
কণ্টক কণ্টক দিয়ে করি উৎপাটিত,
দু'কণ্টক সুদূরেতে করিব নিক্ষেপ।
চতুরেতে কার্য্যসিদ্ধি করে এইরূপে॥

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

মালাবতী ও সূর্য্যমুখী।

মালাবতী। কোন সংবাদই নাই ?

সূর্য্যমুখী। না মা, কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

মালাবতী। কেউ ফিরে এসেছে ?

সূর্য্যমুখী। অনেকেই এসেছে ; মহারাজ আবার কতজনকে ৫৩ দিকে পাঠ্যেছেন।

মালাবতী। কেউ কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না ?

সূর্য্য। না ; যারা সত্যবতীকে চেনে, তা'রা অম্নি অম্নি ফিরে আস্‌ছে ; যা'রা তা'কে কখন দেখে নাই, তা'রা পথে হ'তে কত ছোট বড় মেয়েকে ধ'রে আন্‌ছে।

মালাবতী। ওরূপ করাত ভাল হ'চ্ছেনা ; আবার কারও অভিসম্পাতে প'ড়্‌তে হ'বে কি ?

সূর্য্যমুখী। মহারাজের এইরূপ আদেশ। তিনি আবার সেই মেয়ে-গুলিকে সন্তুষ্ট ক'রে পা'ঠ্যেদিচ্ছেন।

মালাবতী। মহারাজ যাই করুণ, আর তোরা যাই বল্ মা, সত্যবতীকে আর পাওয়া যা'বেনা—আমি তা' নিশ্চয় জেনেছি। সূর্য্যমুখী! বনের

সুখই বল, আর ঐশ্বর্য্যের সুখই বল, মনের সুখ নইলে কিছুই নয় মা; সত্যবতী আমার সে সুখ এক দিনের জন্যও পায় নাই।

সূর্য্যমুখী। সেটা সত্য কথাই মা!

মালাবতী। আচ্ছা সূর্য্য, সত্য ক'রে বল্ দেখি, তোরা কি কিছু জা'ন্‌তে পেরেছিলি?

সূর্য্যমুখী। না মা, এমন ক'রে যে চ'লে যা'বে, তা' কখনও ভাবিও নাই; তবে যে দিবা রাত্রি মনের দুঃখেই থা'ক্‌ত—তা' জান্‌তে পেরেছিলেম।

মালাবতী। কোন দিন কথা বার্ত্তাতেও কিছু বুঝ্‌তে পারিস্ নাই?

সূর্য্যমুখী। কই, সেরূপ ভাবের কথা কোন দিনই শুনি নাই। তবে কখন কখন ব'ল্‌ত বটে—"দেখ্ সূর্য্য, আমি জন্ম দুঃখিনী; রাজ বাড়িতে এসে সুখী হব ভেবে ছিলেম, কিন্তু কপালে সুখ নাই। দেবী মালাবতীর কাছে মায়ের স্নেহ পেয়েছি, কিন্তু ভাই,——" এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চখে জল আস্‌ত, কণ্ঠ বন্ধ হ'য়ে যেত, আর কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌ত না!

মালাবতী। আমারই অদৃষ্ট! অদৃষ্ট দোষে মনের সাধ পূর্ণ ক'র্‌তে পেলাম্ না মা! সূর্য্যমুখী, সত্যবতী আমার পর্‌বার কাপড়খানি পর্য্যন্ত রেখে গেছে, তবে সে প'রে গেল কি?

সূর্য্যমুখী। বোধহয়, তপোবন হ'তে আস্‌বার সময় যে রক্তবস্ত্র প'রে এসেছিল, তাই প'রে গেছে।

মালাবতী। সে কাপড় কি এতদিন ছিল?

সূর্য্যমুখী। খুব যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিল; কখন কখন তাই প'রে ফুলবাগানে বেড়াত।

সত্যদাসের প্রবেশ।

সত্যদাস। (মালাবতীর প্রতি) আমায় ডেকেছেন কেন মা?

মালাবতী। সূর্য্যমুখী!

সত্যদাস। আমায় কি ব'ল্‌বেন?

মালাবতী। কে!—তোমায় কি ব'ল্‌ব? ব'ল্‌বার আর আছে কি! যে পথে সত্যবতী চ'লে গেছে; সেই পথ আমায় দেখ্‌য়ে দিতে আর। হা

নিষ্ঠুর! আমি কি এত যত্নে তোর মত পাষাণের প্রতিপালন ক'রেছিলেম! তোরই অযত্নে, তোরই নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমার সেই স্নেহের প্রতিমা জলের মত অকূলেতে ভেসে গেছে।

দুইজন ঋষিকুমারের প্রবেশ।

১ম বালক। মহিষি!

মালাবতী। কে তোমরা বাছা?

১ম বালক। আমরা মহর্ষি বশিষ্ঠের শিষ্য মা!

২য় বালক। আমরা আশ্রম হ'তে আস্‌ছি, সত্যবতীকে কিছুদিনের জন্য তপোবনে পাঠাতে হবে মা; মুনি মহাশয়ের আদেশে আমরা তা'কে নিতে এসেছি।

মালাবতী। বাছা——

২য় বালক। ব'ল্‌তে—ব'ল্‌তে নীরব হ'লেন কেন মা! তোমার চক্ষে জল এলো কেন? সত্যবতীকে পাঠাতে হ'বে ব'লে কাঁদ্‌ছেন না কি? কেন মা, আমাদেরও সে স্নেহের ধন, আমরা অল্প দিন রেখে আবার তা'কে তোমার কাছে দিয়ে যাব।

১ম বালক। সত্যবতীকে ডেকে দেন, আমরা বেশীক্ষণ বিলম্ব ক'র্‌তে পারব না।

মালাবতী। ঋষিকুমার—বাছারে, সত্যবতী কোথায় আছে!

১ম বালক। সত্যবতী কোথায় আছে—একি কথা ব'ল্‌ছেন মা, তোমার এরূপ কথার অর্থ কি?

মালাবতী। কি ব'ল্‌ব বাছা, বুক যে ফেটে যায়,—মা আমার এখান হ'তে চ'লে গেছে!

১ম বালক। এখান হ'তে চ'লে গেছে! সে কি! কেন, কিসের জন্য; কোথায় গেল মা?

২য় বালক। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লেম। (সত্যবাসের প্রতি) তোমারই অনাদরে সত্যবতী আমাদের দেশত্যাগিনী হ'য়েছে, তোমারই অযত্নে আমরা সেই স্নেহের ধন হারা হ'য়েছি! তুমি এত নির্দ্দয়, তুমি এত পাষাণ, যে সেই পিতৃ-মাতৃহীনা অসহায়া বালিকাকে পদ-দলিত ক'রতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত

হ'লে না! তোমার দেহে রক্ত মাংস নাই; তুমি পাষাণ, তুমি মানব-দেহধারী রাক্ষস!

সত্যদাস। ঋষিকুমার, সাবধান হ'বেন।

২য় বালক। সাবধান হব? কেন—কার ভয়ে; তোমার মত ন্যায়-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত মানব-দেহধারী দস্যুকে ভয় করি না। তোমার মত দয়া মমতা বিহীন পিশাচকে শঙ্কা করি না; তোমার মত ধর্ম্ম-পত্নীর অবমাননা-কারী অত্যাচারী পামরকে আবার সম্মান কিসের! যে পাপিষ্ঠ, পতিব্রতার পরাকাষ্ঠা নিষ্ঠাচারিণী সহধর্ম্মিণীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারে; যে নিষ্ঠুর পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের স্বর্গীয় বন্ধন ছিন্ন ক'র্‌তে শঙ্কিত হয় নাই; সেই বিশ্বাস্‌[illegible], পত্নী দ্রোহী পাপাত্মাকে আমরা পিশাচের ন্যায়ই জ্ঞান করি! ~~এখনও যে আমাদের [illegible] সত্যপরায়ণ রয়েছে~~, এখনও যে তোমার মত দুষ্কর্ম্মকারী নরাধম স্বীয় কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হয় নাই, সে কেবল সত্যবতীর জন্যই। কি বল্‌ব, সত্যবতী আমাদের বিধবা হবে, তা'নইলে এই মুহূর্ত্তেই তোমার মত দুর্দ্দান্তকে ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌তেম!

১ম বালক। শোন যুবরাজ, যদি এখনও ধর্ম্ম থাকে, যদি এখনও জন-সমাজে ন্যায়ের মানরক্ষা হয়, তবে অচিরাৎ তুমি স্বকার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। যদি আমাদের ব্রহ্মতেজে জন্ম হয়, যদি আমাদের শরীরে বিন্দু মাত্রও ব্রহ্মণ্য শক্তি বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চয় দেখবে সেই পতিব্রতাকে যেমন চখের জলে ভাসিয়েছ, তেম্নি তোমাকেও রোদনেই দিন যাপন ক'র্‌তে হবে। নিশ্চয় জেন, সে অবলাকে যেমন নিদারুণ মন কষ্ট প্রদান ক'রেছ, তোমার ঐ পাষাণ হৃদয়ও সেইরূপ অহর্নিশি অনুতাপ-বহ্নিতে দগ্ধ হবেই হবে; কিছুতেই এর ব্যতিক্রম ক'র্‌তে পা'র্‌বে না!

(সত্যদাসের প্রস্থান।)

২য় বালক। [illegible] মা, সত্যবতীর ভার তোমাদের যদি এত ভারী বোধই হ'য়েছিল, তবে তাকে তপোবনে পাঠিয়ে দাও নাই কেন? সেখানে যদিও রাজভোগ নাই সত্য, কিন্তু মা, সেখানেত সে কখন এরূপ মনদুঃখ ভোগ করে নাই! তপোবনে যদিও সে কখন রত্নাভরণ পায় নাই, কিন্তু সেখানে তা'কেও

এমন ক'রে মনস্তাপের কঠোর কথাঘাতে কখন মর্ম্মব্যথা পেতে হয় নাই! কি ব'লব মা, সে আমাদের তপোবনের বন-দেবী—সদানন্দময়ী, বিনা আভরণেই তা'র সৌন্দর্য্যের শোভার সীমা ছিল না।

১ম বালক। আমাদের সত্যবতীকে এনে দাও মা! তপোবনে আমরা তা'কে কখন কোন কষ্ট দিই নাই; সে না খেলে খেতেম না, না শুলে শুতেম না; মুখে কখন রুষ্ট বাক্য ব'লতেম না; সে আমাদের জীবনের আধখানা। তা'কে দেখ্‌লে আমাদের শ্রম-শ্রান্তি দূরে যেত; তা'র মধুর বাক্য শুন্‌লে, আমরা জঠোর জ্বালা ভুলে যেতেম। তা'কে তুমি এনে দাও, আমরা প্রাণ দিয়ে তা'র প্রতিপালন ক'রব। বল—বল মা, আমাদের সেই স্নেহময়ী প্রতিমা কোথায় তুমি বিসর্জ্জন দিয়েছ।

গান।

প্রাণধনে অযতনে কোথায় দিলে বিসর্জ্জন।
এনে দাও মা, তারে দাও গো,
আমরা অনিমিষে নিরখি তায়, জুড়াব তাপিত জীবন।
যত ঋষিকুমার গণে, রাখিতাম তায় প্রাণে প্রাণে,
শেষে রাজ-বাসে এনে কি সর্ব্বনাশ করিলে মা;
(তা কি জানিতাম যে এমন হ'বে)
আমরা জীবনাধিক স্নেহের পুতুল
হারালাম জনমের মতন।
তপোবন-বাসিনী সে বনদেবী রূপিনী;
সতী-কুল-শিরোরত্ন রমণীর মণি;
আজ্ তারে হ'য়ে হারা, হ'য়েছি গো তারা হারা,
বহে তারা কারা ধারা, জগৎ অন্ধকার হেরি মা;
শেল সমান বাজে হৃদয়ে মাগো তা'র অদর্শন।

মালাবতী। [illegible], আমাকে বাক্য-যন্ত্রণা কেন দিচ্ছ! সত্যবতী যে মালাবতীর স্নেহরাজ্যের কোন্ স্থান অধিকার ক'রে আছে, তা' আর কে জান্‌বে [illegible]!

২য় বালক। আমরা তবে আশ্রমে ফিরে চ'ল্লেম।

মালাবতী। অনেক বেলা হ'য়েছে, কিছু আহার ক'রে যাও; আমিও ত তোমাদের মা!

২য় বালক। না মা, যেখানে আমাদের সত্যবতীর স্থল-জলের সংস্থান হয় নাই, সে স্থানে আর আমরা জল-গ্রহণ ক'র্‌ব না; সত্যবতীর সঙ্গেই আমাদের রাজবাড়ির সম্বন্ধের শেষ হ'লো!

(বালকদ্বয়ের প্রস্থান।)

মালাবতী। (সূর্য্যমুখীকে) একবার রাজসভায় গিয়ে জেনে আয়, আর কোন সংবাদ এলো না কি?

(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ-দৃশ্য।

বনাশ্রম।

সন্ন্যাসীরূপী মহাদেব ও শূদ্রবেশী নারদ।

নারদ। মুক্তি তবে কাকে বলেন?

মহাদেব। তা'র আভাস ত পূর্ব্বেই দিয়েছি। এ সংসারের মায়া-বন্ধন বিমোচনের নামই মুক্তি। যিনি সংসারের মোহমায়ার পাশ হ'তে বিমুক্ত হ'য়েছেন; যিনি জ্ঞান-মন-বুদ্ধি সেই জ্ঞানাতীত পরম পুরুষের শ্রীপাদ-পদ্মে সমর্পণ ক'রে বিমলানন্দে বিভোর হ'তে পেরেছেন; তিনিই মুক্তির প্রকৃত অধিকারী; তিনিই সংসারের সত্বগুণময় মুক্ত পুরুষ।

নারদ। শাস্ত্রে প'ড়েছি; এবং আপনিই প'ড়েয়েছেন, যে সেই পরম পুরুষের সঙ্গে মানব-আত্মার বিলীনতাই মুক্তি বা নির্ব্বাণ। সেই অনাদি, অনন্ত ভগবানে মিলিত হওয়াই জীবের মুক্তি লাভ।

মহাদেব। শাস্ত্রে কি ব'লেছে—সে কথার আলোচনায় প্রয়োজন নাই; তুমি বল দেখি, সে রূপ মুক্তিলাভের সফলতা বা পরিণাম কি!

নারদ। পরিণাম তা'র —সংসার ক্ষেত্রে গমনাগমনের পরিশেষ।

মহাদেব। সেরূপ মুক্তি নাই, এবং গমনাগমন হ'তেও পরিত্রাণ পাবার উপায় নাই।

নারদ। আপনি যে সবই বিপর্য্যয় ক'রে দিতে চান্ দেখ্‌ছি!

মহাদেব। আমি বিপর্য্যয় ক'রে দিতে চাহি না; তবে সেই মুক্তিদাতা সেরূপ মুক্তি দিতে চান্ না।

নারদ। আপনার এ কথার অর্থ কি ?

মহাদেব। "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়"—এ কথাটা শাস্ত্রে পড়েছ কি ?

নারদ। পড়েছি।

মহাদেব। এ কথাটার অর্থ কি ?

নারদ। এ কথাটার অর্থ—এক আমি বহু হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'র্‌ব।

মহাদেব। সে "আমি" কে ?

নারদ। যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এক মাত্র "আমি" পদ বাচ্য, সেই অনাদি, অনন্ত, পরব্রহ্ম, পরম পুরুষ।

মহাদেব। এখন তবে বুঝে দেখ, একমাত্র মহা সমুদ্র, সেই সমুদ্র জল হ'তেই বাষ্প, সেই বাষ্প হ'তেই মেঘ, সেই মেঘ হ'তেই বৃষ্টি, সেই বৃষ্টি নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ রূপে পুনর্ব্বার সেই মহাসমুদ্রে নিপতিত; প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রতিনিয়ত এইরূপ ভাবে পরিচালিত হ'চ্ছে। এইবার বল দেখি, প্রবাহিনী যদি মনে করে, যে সে সাগরসঙ্গে মিলিত হ'লেই, তার ধরা-বক্ষে ভ্রমণের কষ্ট নিচ্ছুরিত হ'বে, তবে কি তার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হ'য়ে থাকে ? মানব সম্বন্ধেও সেইরূপ; সেই অনন্তরূপী পরম পুরুষই যখন অংশে অংশে ভূমণ্ডলে জীবরূপে বিরাজমান, তখন তাঁর সঙ্গে বিলীন হ'লেই বা গমনাগমন হ'তে নিস্তার পাবার মানবাত্মার উপায় কই !

নারদ। তাহ'লে মুক্তি একটা কাল্পনিক কথা বলুন ! তা'র অস্তিত্ব কিছুই নাই ?

মহাদেব। মুক্তি কাল্পনিক কথা নয়, এবং তা'র অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন কারণই নাই। পূর্ব্বেই ব'লেছি, আবার ব'লছি, সংসার-বন্ধন-বিমোচনই জীবের মহামুক্তি। সেই বন্ধন মোচনের সঙ্গেই হৃদয়ে শান্তির উদয় হয়, সেই শান্তির পরিণাম সুবিমল আনন্দ-লাভ, এবং সেই আনন্দ-লাভ যার ভাগ্যে ঘ'টে থাকে, তখন তা'র মন আর বাহ্য জগৎ-ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপও করে না, তন্ময়ত্ব-ভাবে বিভোর হ'য়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠ-বিহারীর শ্রীচরণ ধ্যানে নিযুক্ত হয়। মানবের যখন সেই ভাব উপস্থিত হয়, তখনই জান্‌বে, যে তার মহামোক্ষলাভ ঘটেছে।

নারদ। আপনি যে বড় গোলে ফেল্‌লেন—দেখ্‌ছি।

মহাদেব। কিসের গোল, বৎস?

নারদ। সে দিন আপনি ব'লেছিলেন, ঈশ্বর নিরাকার,—জগৎ-ব্যাপী, আজ আবার ব'লছেন, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বৈকুণ্ঠ-বিহারী,—আকৃতি প্রকৃতি, ঘর বাড়ি সবই দেখ্য়ে দিচ্ছেন! আপনার কথার কোন্‌টাই বা সত্য, আর কোন্‌টাই বা মিথ্যা?

মহাদেব। মিথ্যা একটাও নয়, দুই সত্য! নিরাকার, জগৎব্যাপী ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বৈকুণ্ঠ-বিহারী—এ সকল একই কথা, এবং এ সকলের একই অর্থ; তবে কেউ বা নিরাকার জগৎব্যাপী, কেউ বা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বৈকুণ্ঠবিহারী হরি ব'লে ডেকে থাকে।

নারদ। তার কারণ কি? সেই অনন্ত, নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের এরূপ সংজ্ঞা-ভেদ কিসের জন্ত?

মহাদেব। অনন্ত, নির্ব্বিকার এক ব্রহ্ম—এটা সুনিশ্চয় কথা; তবে সাধক ভেদে সংজ্ঞা ভেদ হ'য়ে থাকে, অথবা হ'য়েছে—এই মাত্র কথা! যিনি সেই অনন্ত, অব্যক্ত, চৈতন্যময় পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে অবধারণা ক'র্‌তে সমর্থ, তাঁর কাছে তিনি নিরাকার জগৎব্যাপী; যারা সেই অনন্ত, চৈতন্যময় ভাব ধারণা ক'র্‌তে পারে না, তা'দের কাছেই তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বৈকুণ্ঠবিহারী। বৎস! সাধক-ভেদে সংজ্ঞা ভেদ মাত্র; তিনি এক ও দ্বিতীয়-রহিত।

নারদ। সেই নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পনা যে সাধক ক'রে থাকে, তা'রও ত উপাসনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়?

মহাদেব। কেন না হ'বে; যদি কোন সাগর-সঙ্গম-গামী তীর্থযাত্রী জাহ্নবী স্রোতে ভাসমান হয়, তবে কি সে ভেসে ভেসে ক্রমে সেই সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হ'তে পারে না? যে পথেই যে যাক্, সকলেই গন্তব্য স্থানে যেতে পারে; তবে কেউ বা শীঘ্র যায়, কেউবা কিছু বিলম্বে। [illegible], যে যে পথেই যাক্, অর্থাৎ যে যেভাবেই তাঁকে ভাবুক; যখন দেখ্‌বে যে সাধকের সর্ব্বজীবে সমভাব, সর্ব্বভাবে সমজ্ঞান উপস্থিত, তখনই জান্‌বে যে সেই মহা-পুরুষই প্রকৃত ভক্ত নাম গ্রহণের অধিকারী হ'য়েছে, এবং তা'রই সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। বৎস, নিরাকার বা সাকার ভাবে কিছু আসে যায় না,

যখন দেখ্‌বে, যে পর এসে আপন হ'য়ে তোমার সঙ্গে মিশে গেছে, তখনই বুঝ্‌বে, যে তুমি সেই নিরাকার নির্ব্বিকার, অনন্ত, অপরিমেয় পরব্রহ্মকে ধারণা ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছ ; তখনই জান্‌বে, যে তুমি সাধনার চরম সীমায় উপনীত, মুক্তি মঞ্চে অধিষ্ঠিত, এবং অনুক্ষণ শান্তি-মার্গে বিরাজিত।

গান্।

পরকে যে জন আপন ক'রে ভাবে অন্তরে।
সেই ত রে প্রকৃত ভক্ত, সর্ব্বভাবে অনাসক্ত,
পরানন্দে সদা মত্ত, মুক্ত মায়ার বিকারে।
সর্ব্বভূতে তাঁরে ভেবে, সর্ব্বভূতে সমভাবে,
সুখ-শান্তির আবেশ-ভাবে, মগ্ন থাকে তাঁ'রই ভাবে ;
যেখানে জীব তিনি সেথা, জগৎ জুড়ে তাঁরই কথা,
এ ভাবের কভু অন্যথা হয় নাক তার অন্তরে।
বিনা যোগেও সেই ত যোগী, বিনা প্রেমেও অনুরাগী;
সর্ব্বময়ও সর্ব্বত্যাগী, সংসারী তবু বিরাগী ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য সমান তা'র, সুখ দুঃখ সব একাকার,—
এভাবের তুলনার কাছে মোক্ষফল আর কি আছে রে।

নারদ। তা হ'লে, আমার মত জ্ঞানহীন ক্ষুদ্রের জন্যই রূপ-কল্পনার প্রয়োজন হ'য়েছে বলুন ?

মহাদেব। নিশ্চয়ই।

নারদ। কিন্তু সেই বিশ্বরূপের নীলবর্ণ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত বনমালাপরিহিত এরূপ মূর্ত্তি কল্পনার প্রয়োজন কি ? অন্যরূপে কি হ'তো না!

মহাদেব। তা'রও কারণ আছে।

নারদ। বলুন।

মহাদেব। নিরাকার ব্রহ্মের সাকারে নিরাকার ভাব রক্ষা কর্‌বার জন্যই এরূপ মূর্ত্তির কল্পনা করা হ'য়েছে। পূর্ব্বে যেমন ব'লেছি, যে নিরাকার বা

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এ দুটো একই কথা; এখনও আবার সেইরূপ ব'লছি, নিরাকার বা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এ দুটো একই মূর্ত্তি বা একই রূপ। সুনীল, চতুর্ভুজ, বনমালা বিশোভিত এই কল্পিত মূর্ত্তিতে সেই জগৎব্যাপী নিরাকার পরব্রহ্মের নিরাকার ভাবের স্ফুর্ত্তি বা বিকাশ হ'য়ে আছে।

নারদ। বুঝ্‌য়ে বলুন।

মহাদেব। কোন্‌টা বুঝ্‌তে চাও?

নারদ। তাঁর নীলবর্ণ কল্পনার সার্থকতা কি?

মহাদেব। বায়ুর কিরূপ আকার বল দেখি?

নারদ। বায়ু নিরাকার।

মহাদেব। কিন্তু সেই অপরিমেয় বায়ুসমষ্টি আকাশের কোন্ বর্ণ?

নারদ। নীলবর্ণ।

মহাদেব। পুনর্ব্বার বল, জলের আকার কিরূপ?

নারদ। জল নিরাকার।

মহাদেব। কিন্তু অনন্তজলরাশির অসীম আধার সমুদ্রের কোন্ বর্ণ?

নারদ। সমুদ্রেরও নীলবর্ণ।

মহাদেব। তা'হলেই বল, যা নিরাকার অনন্ত, তাই নীলবর্ণ; সেই জন্য সেই অনন্ত জগৎব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মেরও নীলবর্ণের আরোপ করা হ'য়েছে।

নারদ। তা'কে চতুর্ভুজ ক'র্‌বার প্রয়োজন কি, এবং সেই চতুর্ভুজে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম দিবারই বা সার্থকতা কিরূপ?

মহাদেব। এ কথার উত্তর শোন্‌বার আগে বল দেখি, এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার দ্বারায় সংঘটিত হয়ে থাকে?

নারদ। তাঁরই দ্বারায়।

মহাদেব। তা'র হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম দিবার কারণ এখন তবে বুঝে দেখ। পদ্ম সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতিমা। সৃষ্টির মূল জগৎ কেন্দ্র; সেই জগৎকেন্দ্র নারায়ণের নাভি-পদ্ম ব'লে বিখ্যাত; সেই জন্যই সৃষ্টি ক্রিয়ার প্রতিরূপ স্বরূপ পদ্ম তাঁর করে বিরাজিত।

নারদ। অন্য তিনটী।

মহাদেব। গদা লয়-ক্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি; শঙ্খ ও চক্র স্থিতি-ক্রিয়ার

প্রতিভূ। গদা সংহার কার্য্যের সাহায্যকারী, সেই জন্যই প্রলয়ক্রিয়ার প্রতিমা-স্বরূপ বিষ্ণুর হস্তে বিরাজমান। জগতের স্থিতি স্থানেও কালে। স্থান আকাশ; আকাশ শব্দময়, সেই জন্যই শব্দময় শঙ্খ স্থানের প্রতিভূ-স্থান অধিকার ক'রেছে। আর, চক্র কালের প্রতিমা; কাল যুগে যুগে, কল্পে কল্পে পরিবর্ত্তনশীল—ঘূর্ণায়মান; চক্রও পরিবর্ত্তনশীল ঘূর্ণায়মান; সেইজন্য চক্র কালের প্রতিভূ! এখন বুঝ্‌লে বৎস, স্থিতি-ক্রিয়ার প্রতিরূপ স্বরূপ শঙ্খ ও চক্র বিষ্ণু হস্তে সংস্থাপিত।

নারদ। বিষ্ণুর হৃদয়ে কৌস্তভমণি ও কণ্ঠে বনমালা—তা'র রহস্য কি?

মহাদেব। জগতে সূর্য্য আছে, সেইজন্য সেই জগন্নাথের হৃদয়ে সূর্য্যের প্রতিভূ স্বরূপ কৌস্তভমণি, এবং গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতিরূপ স্বরূপ বনমালা বিষ্ণুকণ্ঠে বিলম্বিত। সেই বিশ্বরূপের রূপের স্বরূপ এখন বুঝ্‌লে বৎস?

নারদ। সবই বুঝ্‌লেম; কিন্তু তিনি যে বৈকুণ্ঠবিহারী—এ কথার তাৎপর্য্য কি?

মহাদেব। যেখানে কুণ্ঠা নাই, সেই বৈকুণ্ঠ; এবং সেইখানেই বৈকুণ্ঠ-বিহারী বিরাজ করেন।

নারদ। সেস্থান কোথায়?

মহাদেব। সে স্থান মানুষের হৃদয়ে। মানুষে যখন সর্ব্বজীবে, সর্ব্বকার্য্যে, সর্ব্ব অবস্থায় কুণ্ঠাবিহীন হয়; অর্থাৎ যখন তার শত্রুমিত্র সকল জীবে সমান প্রীতি, সৎ অসৎ সকল কার্য্যে সমান ভাব এবং শোক হর্ষ সকল অবস্থায় সমান জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন তা'র সেই অবস্থাকে কুণ্ঠাবিহীন বা বৈকুণ্ঠ বলা যায়, এবং তা'রই হৃদয়ে সেই হৃষিকেশ বিহার করেন। সেইজন্য ভক্তগণ তাঁকে বৈকুণ্ঠবিহারী ব'লে ডেকে থাকে।

নারদ। আপনিই কিন্তু সেদিন কুণ্ঠাশব্দের অন্য অর্থ ব'লেছিলেন।

মহাদেব। কি ব'লেছিলেম?

নারদ। সেদিন ব'লেছিলেন, কুণ্ঠাশব্দের অর্থ মায়া।

মহাদেব। একই কথা; মানুষে মায়াবশেই শত্রুর প্রতি হিংসা, মিত্রে সৌহৃদ্য; পাপে ঘৃণা, পুণ্যে প্রীতি, শোকে বিষাদ, সুখে হর্ষ অনুভব ক'রে থাকে; যা'র মায়া নাই, তা'র এরূপ ভেদ-জ্ঞানেরও অস্তিত্ব নাই।

সুতরাং কুণ্ঠাবিহীন ও মায়াবিহীন এ দুটো একই কথা। এখন বল বৎস, আর কি বুঝ্‌তে চাও?

নারদ। আপনার কৃপায় আমার দিব্য জ্ঞান উপস্থিত হ'য়েছে; আপনিই এখন আদেশ করুণ আমার কি ক'র্‌তে হ'বে?

মহাদেব। তোমার যোগ শিক্ষা সমাপ্ত; আর এরূপভাবে নিয়ত অবরোধে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই। জন্মদিন হ'তেই এই বিজনবনে বাস ক'র্‌ছ, এখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে কর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হও। কেবলমাত্র জ্ঞান-শিক্ষায় মানবজীবনের সফলতা সম্পাদন হয় না; কর্ম্মের সঙ্গে সেই জ্ঞানের সমাবেশ হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র; কর্ম্মের সাধনা ভিন্ন কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হয় না, এবং সে সাধনায় জ্ঞানই একমাত্র সহায়। তোমার জ্ঞান-শিক্ষা সমাপ্ত হ'য়েছে, এখন কর্ম্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

নারদ। আদেশ করুণ, কোন্ কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌ব?

মহাদেব। আজ তুমি লোকালয় হ'তে ভিক্ষা ক'রে ল'য়ে এস।

নারদ। লোকালয় কোন্ দিকে যা'ব?

মহাদেব। যেদিকে ইচ্ছা যেতে পার, সেই দিকেই লোকালয় পা'বে।

নারদ। তাই চল্লেম, বিদায় দেন।

(প্রস্থান।)

মহাদেব। যাও বৎস, তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। আর এরূপ ভাবে কতদিন ধরাতলে থাক্‌বে নারদ! তোমার পিতৃশাপ বিমুক্তির সময় সন্নিকটে; তুমি যাও, আমিও কৈলাসে যাই।

(সত্যবতীর প্রবেশ।)

সত্যবতী। স্রোতের শানা সদাই ভাসি, যেদিকে স্রোতের টান, সেই দিকেই গিয়ে পড়ি; স্থান নাই, কুল নাই, আর আপনার মনে হাসি। আমিও তাই কিন্তু ভালবাসি। (মহাদেবকে দেখিয়া) ইনি আবার কে—ভস্মমাখা সন্ন্যাসী? ঠাকুর, প্রণাম করি গো!

মহাদেব। কে মা তুমি?

সত্যবতী। আমি পাগ্‌লী গো।

মহাদেব। এত অল্প বয়সে পাগল হ'য়েছ মা!

সত্যবতী। পাগল হ'বার আর বয়স বিচার কি আছে ঠাকুর! যে পাগল হয়, সে ত অল্পবয়সেই হয়; শেষ দিনে পাগল হ'লে কি আর দিন কেনা যায়?

মহাদেব। যথার্থই মা! তাই ত আমরা দিন হারিয়ে ব'সে আছি। ঐ মা, তুমি কোথা হইতে আস্‌ছ!

সত্যবতী। যেখানেতে যাব, সেইখান হ'তেই আস্‌ছি।

মহাদেব। (স্বগতঃ) ধন্য সত্যবতী! তুমি বিনাসাধনায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রেছ! (প্রকাশ্যে) [illegible]া, আর তোমার কে আছে!

সত্যবতী। আমার মা আছে, বাপ্ আছে, স্বামী আছে—সবই আছে।

মহাদেব। তোমার মা বাপ্ আছে? তবে তুমি তা'দিগে ছেড়ে এখানে কেন?

সত্যবতী। তারাও যে পাগল [illegible]।

মহাদেব। তারাও পাগল?

সত্যবতী। হেঁগো তারাও পাগল। আমার মা পাগল, বাপ্ পাগল, আমি তা'দের পাগ্‌লী মেয়ে, বনে বনে বেড়াই ধেয়ে।

মহাদেব। তোমার মা বাপ কোথায় থাকে?

সত্যবতী। বাবা শ্মশানে শ্মশানে ভূত নাচায় আর হরি বলে; মা ডাকিনী যোগিনী নিয়ে নেচে নেচে দিন কাটায়! তা'দের দেখা কখনও পাই না গো—দেখা কখনও পাই না।

মহাদেব। (স্বগতঃ) সত্যবতী, তোমাকে দেখা দিবার জন্য শ্মশানবাসী এখন বনবাসী হ'য়ে আছে। (প্রকাশ্যে) ঐ মা, তোমার স্বামীও পাগল?

সত্যবতী। স্বামী আমার পাগল কিনা, তা' জানি না; তবে সে যে লোককে পাগল ক'রে দেয়—তা' বেশ জানি। তা'র জন্য অনেকে পাগল হ'য়েছে গো—অনেকে পাগল ক'রেছে।

মহাদেব। সে কোথায় থাকে মা?

সত্যবতী। শুনেছি, কদমতলায় দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজায় [illegible]। আমি ত তা'কে কখনও দেখ্‌তে পাই না।

মহাদেব। সে বাঁশীর রব কখনও শুনেছ মা?

সত্যবতী। শুন্‌তে বড় ভালবাসি; কিন্তু যেই শুন্‌তে যাই, অম্নি কোন্ দিক্ দিয়ে পালিয়ে যায় গো; শুন্‌তে গেলেও শুন্‌তে দেয় না। সে বড়ই নিষ্ঠুর।

মহাদেব। আমি তোমার বাপ্ হ'ব,—কেমন মা?

সত্যবতী। সে ত ভাল কথাই বাবা। কিন্তু আমার বাপ্ যে পাগল; তুমি কি পাগল হ'তে পারবে?

মহাদেব। তুমি কাছে থাক্‌লে, বোধ হয়, পার্‌ব মা!

সত্যবতী। তা' বেশ। আমার বাপের মত তোমার গায়ে ছাই মাখা; তোমার পা দুটীও তাঁ'র মত টক্ টকে; মাথাতেও তেম্নি জটা আছে; কিন্তু—না, তুমি আমার বাপ্ হ'তে পার্‌বে না!

মহাদেব। কেন মা?

সত্যবতী। তুমি যে একা; তুমি ত আমায় মা দিতে পা'র্‌বে না।

মহাদেব। সে জন্ম ভয় কি মা; তুমি মাও পাবে।

সত্যবতী। পাব? তবে দাও; আমি কখনও মায়ের মুখ দেখি নাই।

মহাদেব। তুমি মা ব'লে ডাক; তা' হ'লেই এখনই দেখা পাবে।

সত্যবতী। না, তা' দেখা পাব না। কতবার মা ব'লে ডেকেছি, কই, কখনও ত দেখা পাই নাই। তুমি ডেকে দাও।

মহাদেব। সে কি মা! মায়ের স্নেহ ছেলের প্রতি যত হয়, তত কি আর কারও প্রতি হ'য়ে থাকে? তুমি ডাক্‌লেই আস্‌বে।

সত্যবতী। তাই তবে ডাকি।

গান।

আয় মা, কোথা মা, কই মা নে কোলে।
কত কেঁদেছি মা, (তোকে খুঁজে খুঁজে বনের মাঝে)
বুক ভেসে গেছে নয়নের জলে।
আমি দুঃখিনী মেয়ে, তোর মুখ চেয়ে,
আছি প্রাণ ধ'রে, প'ড়ে অকুলে;
(কুল কি পাব না মা কুলকুণ্ডলিনী)
হ'য়ে জগৎজননী গেছ কিগো ভুলে।

সন্ন্যাসিনী রূপে দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। এই যে এসেছি মা।

সত্যবতী। [illegible], তুমিই আমার মা? হেঁ মা, তোমার মত এমন মা থাক্‌তে, আমাকে আবার মায়ের জন্য বনে বনে কেঁদে বেড়াতে হয়? এখন বল্‌ দেখি মা, তুমি কি কেবল আমারই মা; না আমার মত কুলহারা চিরদুঃখিনী যারা; তাদের—সকলেরই মা? তোমাদিগে প্রণাম করি। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম; শিব-দুর্গার স্বমূর্ত্তিতে আবির্ভাব;) একি! তোমরাই আমার সেই মা বাপ! হেঁ বাবা, তা'তেই লোকে তোমায় পাগল বলে বটে?

মহাদেব। কেন মা, পাগলের কাজ কি দেখ্‌লে?

সত্যবতী। যিনি মেয়ের সঙ্গে ছলনা করেন তিনি পাগল নয় ত, আবার পাগল বলে কাকে?

মহাদেব। ছলনা আবার কি সত্যবতি?

সত্যবতী। এমন ভুবন-ভরা, দুঃখ-হরা, অপরূপ রূপ এতক্ষণ লুকিয়ে রাখাটা কি ছলনা নয়?

মহাদেব। কেন সত্যবতি, তা'তে আমার দোষ কি; তুমি যে আমাদিগে একসঙ্গে নইলে দেখ্‌বে না; তাতেইত এতক্ষণ দেখা দিই নাই।

সত্যবতী। আমি যে পিতা মাতা কেমন কখনও দেখি নাই; সেই জন্যই ত মা বাপ্‌ একসঙ্গে দেখ্‌ব ব'লে মনে ক'রে রেখেছিলেম। (দুর্গার প্রতি) শুনেছি, পিতার চেয়ে মায়ের স্নেহ অধিক; কিন্তু মা, আমার ভাগ্যে পিতার দয়া আগে হ'লো; তুমি কেমন ক'রে ভুলেছিলে?

দুর্গা। ভুলে থাক্‌ব কেন মা?

সত্যবতী। এতদিন ত দেখা দাও নাই মা! শুনেছি, তোমাকে ডাকার মত একবার মা ব'লে ডাক্‌লেই, তখনই এসে দেখা দাও।

দুর্গা। তার ত অন্যথা হয় নাই সত্যবতী! তুই যেদিন চক্ষের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ভক্তি-মাখা মধুরকণ্ঠে মা মা ব'লে ডেকেছিস্‌, সেদিন থে'কেই ত তোর সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছি মা!

সত্যবতী। বুঝেছি—এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি। তাতেই একদিনও ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় নাই; বনে বনে ঘুরেছি—কোন কষ্ট পাই নাই; বাঘের

সমুখে পড়েছি,—কেবল বাঘ স'রে গেছে; বটে মা, কেবল তুমি সঙ্গে ছিলে ব'লেই।

দুর্গা। এইবার ত মা বাপ্ পেয়েছ মা! এখন তবে ঘরে যাও।

সত্যবতী। ঘরেই ত রয়েছি মা। এই ত্রিজগৎ যা'দের ঘর, সেই মা বাপের কাছে যখন রয়েছি, তখন আর ঘর ছাড়া কখন?

দুর্গা। সে ঘর নয় সত্যবতী!

সত্যবতী। কোন্ ঘর তবে মা?

দুর্গা। যেখানে তোমার স্বামী আছে।

সত্যবতী। সে যে আমায় নেয় না মা।

দুর্গা। এইবার যাও, আর কিছু ব'ল্‌বে না।

সত্যবতী। কিছু ব'ল্‌লে ত বাঁচি মা! কখনও কিছু বলে না; আমি ব'ল্‌লে—তাও কিছু শোনে না। দুঃখের কথা কি ব'ল্‌ব বল, এক একদিন কানের কাছে এসে বাঁশী বাজায়; যেই ধর্‌তে যাই, অম্নি পালিয়ে যায়।

দুর্গা। পাগলিনী! আমি সেই বিশ্বপতি রাধানাথের কথা বলি নাই। তোমার এই নারী-জন্মের যিনি পতি,—পুষ্পক নগরের রাজকুমার—সেই সত্যদাস।

সত্যবতী। আবার আবার সেখানে! না মা! সে খেলা সাঙ্গ ক'রেছি, সে লীলার কথা ভুলে গেছি। আর সে দুঃখের সংসারে—আর সে রোদনের রঙ্গালয়ে কেন যেতে ব'ল্‌ছ মা! দুঃখহরা হ'য়ে আবার কেন দুঃখের ফাঁসী গলায় প'রিয়ে দিতে চাও! আর এ চ'খে জল নাই—কেঁদে কেঁদে শেষ ক'রে দিয়েছি। এখন আর অন্য কামনা কিছুই নাই; চিরদিন শিবদুর্গার কৃপা-ছায়ায় ব'সে থাকি, আর মনের সাধে চরণ-সুধা পান করি। মহামায়া নামের মহিমা রাখ্‌বার জন্য কি আবার আমাকে সংসারের মায়ায় ভুলাতে চাচ্ছ মা!

গান।

আর কেন গো মহামায়া ভুলাবে মায়ার ঘোরে।
আমি ভুলেছি সংসারের লীলা সে খেলায় মন কই সরে।

আমি আরত যাবনা ফিবে, (আর সে দুঃখের ফাঁসী পর্‌ব না মা)
(আরত কাঁদতে পা'র্‌ব না গো) মনের মত মা পেয়েছি তোরে,
(ফেলে কোথায় যাব) জীবন জুড়াব আর কা'র কাছে মা।
সে সংসারের এইত গো সুখ, কেবল চখের জল আর মনেরও দুঃখ,
(তবে কেন যেতে বল ফিরে) (সেই দুঃখময় কারাগারে)
ও চরণ ধ'রে, সদা থাক্‌ব প'ড়ে (বুকে বুকে ক'রে রাখ'ব সদা)
ভক্তি-বিল্বদলে পূজিব মা, দারুণ ভবের ক্ষুধা যা'বে দূরে ॥

দুর্গা। সত্যবতী, তুমি বালিকা; স্বামী রমণীর জীবন-দেবতা, সেই দেবতার সেবা না ক'র্‌লে নারী-জন্মের কর্ত্তব্য সাধন হয় না।

সত্যবতী। জানি মা, কিন্তু স্বামী যে আমার সেই জগৎস্বামীকে দেখ্‌য়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন; আমি এখন হরি-প্রেমের ভিখারিণী।

দুর্গা। সত্যই; কিন্তু সত্যবতি, রমণী হ'য়ে পতির সেবা না ক'র্‌লে, সেই রমাপতির চরণ সেবায় কেউ অধিকারিণী হ'তে পায় না। স্বামীর সন্তোষ-লাভে সৌভাগ্যবতী না হ'লে, কেউ কখনও সেই রাধাবল্লভের কৃপা-লাভে কৃতার্থ হ'তে পারে না। স্বামীসেবাই রমণীর পরম তপস্যা, স্বামীভক্তিই রমণীর মুক্তির উপায়। আগে তোমার সে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হোক তবেত সেই প্রেমময়ের প্রেমের সাধনায় সমর্থা হ'বে। যাও, তোমার স্বামীর হৃদয় অনুতাপ বহ্নিতে অনুক্ষণ বিদগ্ধ হ'চ্চে, তুমি গিয়ে তাকে সুশীতল কর। স্বামীর সেবাতেই সুখ-মোক্ষ লাভ ক'রে চিরদিন শীতল হ'য়ে থাকবে।

সত্যবতী। তুমি যা' ব'ল্‌ছ, তাই করতেই চল্লেম; কিন্তু মা, আবার কখন্‌ তোমাদের দেখা পাব?

মহাদেব। যখন ইচ্ছা করবি, তখনই [illegible] দেখ্‌তে পাবি মা! সত্যবতীর হৃদয় এখন হ'তে শিব-দুর্গার কৈলাস ধাম।

সত্যবতী। তবে আমি আসি!

মহাদেব। আমরাও যাই; আমাদেরও কার্য্য সুসম্পন্ন।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজোদ্যান।

সত্যদাস।

সত্যদাস। (স্বগত)

শান্তি নাই—শান্তি নাই পাপীর হৃদয়ে,
অশান্তির কোপ-দৃষ্টি পড়ে যার প্রতি,
কোন স্থানে, কোন কার্য্যে, কোন সময়েতে
শান্তি নাই ত্রিজগতে তা'র।
ধন্য ধন্য জগদীশ মহিমা তোমার ;
ধন্য তব বিচিত্র বিধান !——
কর্ম্ম-অনুযায়ী ফল—শাস্তি পাতকীর,
বিশ্ববিধায়ক হরি, ধন্য বিধি তব !

(দিবোদাসের প্রবেশ)

দিবোদাস। দাদা, এখানে এমন ক'রে ব'সে রয়েছেন ? আমি কত খুঁজে এলেম।

সত্যদাস। (স্বগত)

অশান্তি অনল যা'র জ্বলিছে অন্তরে,
জুড়াতে পারে কি তায় শীতল বাতাসে !
মানি নাই শিক্ষা-গুরু বশিষ্ঠ আদেশ ;
শুনি নাই স্নেহময়ী জননীর কথা ;

মোহ-মত্ত ছিলেম তখন ;
চক্ষে জল, শুষ্ক মুখ—শীর্ণ স্বর্ণলতা,
দেখি নাই, দেখি নাই, দেখি নাই ফিরে !
তা'র ফল—[illegible] এই সুনিশ্চয় !

দিবোদাস। দাদা ; ভাব্ছেন কি ?

সত্যদাস। দিবোদাস ? কেন ভাই ?

দিবোদাস। একি দাদা, তুমি কাঁদ্ছ কেন ?

সত্যদাস। কাঁদ্ছি ?

দিবোদাস। না কাঁদ্লে চখে জল পড়্বে কেন ?

সত্যদাস। বোধহয়, কোন দিন আমি কাউকে কাঁদিয়েছি, সেই জন্য আজ আমার চখে জল পড়্ছে !

দিবোদাস। অন্যকে কাঁদালে যে কাঁদ্তে হয়—এ কথা কি বুঝ্তে পেরেছেন !

সত্যদাস। এখনও ভাল ক'রে বুঝ্তে পারি নাই—বোধ হয়। না ভাই [illegible], পরকে কাঁদালে যে কাঁদ্তে হয়—একথা বুঝতে পেরেছি, তা নইলে আজ এমন ক'রে কাঁদ্ব কেন ?

দিবোদাস। গত কার্য্যের অনুতাপ বৃথায়।

সত্যদাস। অনুতাপ বৃথা নয় ভাই !—[illegible] ! অনুতাপ পাপীজনের পরম বন্ধু ; অনুতাপ ভিন্ন পাপীকে শান্তি দিতে কেউ পারে না ! দিবোদাস, কি ব'ল্ব [illegible] ! হৃদয়ে অনুতাপ বহ্নি প্রজ্বলিত—বিষম জ্বালা —আর যে উপায় নাই !

দিবোদাস। যা'তে উৎপত্তি, তা'তে নিবৃত্তি,—সত্যবতীর পুনর্ম্মিলনই এ জ্বালার শীতলকারী পরম ঔষধি !

সত্যদাস। না ভাই, সত্যবতীর পুনর্ম্মিলন অসম্ভব, অভাবনীয়। সে স্বর্গের দেবী, আমি দস্যু ; দস্যুর সহিত দেবীর মিলন কখনও কি হ'তে পারে ! সে নন্দনের পারিজাত, আমি বিশুষ্ক মরুভূমি ; মরুভূমিতে কি কখনও প্রসূন প্রস্ফুটিত হয় ! আমি কণ্টক বৃক্ষ, সে স্বর্ণলতা ; কণ্টক-তরুতে কি কখনও সুকোমল লতিকা শোভা পায় ! আমি মহাপাপী, সে পুণ্যবতী ;

পাপের সহিত কি কখনও পুণ্যের সংযোগ হ'য়ে থাকে! সত্যবতীর পুনর্ম্মিলন আর উপায় নাই [illegible]।

দিবোদাস। তবে হরিনাম সম্বল করুণ; হরিনামে মনে শান্তি পেতে পারেন।

সত্যদাস। হরিনাম, শান্তিলাভের উপায় বটে। কিন্তু ভাই, আমার হৃদয় যে স্নেহ-দয়া বিবর্জ্জিত মহাশ্মশান—ভূত, পিশাচের লীলাক্ষেত্র; সেখানেত শান্তি-ধাম হরিনামের স্থান হবে না।

দিবোদাস। তবে চক্ষের জল।

সত্যদাস। [illegible], এই প্রকৃত উপায় [illegible]!—আমার মত পাপিষ্ঠের চক্ষের জলই শান্তিলাভের প্রধান উপায়। যতদিন এই সংসার বক্ষে বিরাজ করব; যতদিন এই নর-রাক্ষসের দেহে জীবনীশক্তি বিদ্যমান থাক্‌বে, ততদিন সত্যবতীর দেবী মূর্ত্তি স্মরণ করে, নির্জ্জনে, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ব। প্রতিনিয়ত অশ্রু-ধারার অভিষেকে যদি কখনও হৃদয়-শ্মশানের শ্মশানত্ব বিদূরিত হয়ে যায়; তবে তখন হরিনাম গ্রহণ কর্‌ব।

দিবোদাস। এখন তবে চলুন; সন্ধ্যা হয়েছে, স্তব পাঠের সময় উপস্থিত।

সত্যদাস। যাও ভাই, তুমি স্তব পাঠ করগে; আমার স্তব নাই, ভক্তি নাই, মুক্তি নাই; সত্যবতীই এখন এ জীবনের আরাধনা—উপাসনা, তপস্যা সাধনা! তুমি যাও, আমি এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

দিবোদাস। আমি না হয় একটু বিশ্রাম করি।

সত্যদাস। না—না, তুমি যাও, আমি এখনই যাচ্ছি।

দিবোদাস। আর তবে বেশী বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

[প্রস্থান।

সত্যদাস। (স্বগত)

থাকি কিম্বা যাই—এই বিচার্য্য এখন। এই ত সংসার—
অশান্তির রাজত্ব বিস্তার!
প্রজ্জ্বলিত চিন্তা বহ্নি ধরি বক্ষস্থলে
কতক্ষণ এ সংসারে থাকিব এ ভাবে!
কিবা সুখ—কিবা আশা—কি উৎসাহ বলে,

দুর্ব্বহ এ দুঃখ ভার করিব বহন!
চ'লে যাই লোকালয় করি পরিহার।
কিন্তু কোথা [illegible] যা'ব?
সে যাত্রায় কি উদ্দেশ্য হইবে সাধন?
যে পথেতে সত্যবতী করেছে গমন,
যা'ব সেই পথে!
উদ্দেশ্য—সঙ্কল্প তায় অন্য কিবা আছে,—
মোহ বশে জ্ঞান হারা পাগলের প্রায়,
অপার দুর্দ্দশা সিন্ধু সলিলের মাঝে
অযত্নে যে মহারত্ন ক'রেছি নিক্ষেপ;
[illegible] সেই মহা নিধি,
পুনর্ব্বার করিয়া উদ্ধার,
সযত্নে [illegible] ধরি কণ্ঠে হইব শীতল!
কিন্তু হায়—[illegible] যদি নাহি পাই তা'রে,
কি হ'বে তখন?
বিজন বিপিন মাঝে তরু-তলে বসি,
সেই মূর্ত্তি হৃদয়েতে করি প্রতিষ্ঠিত,
এই ভাবে অশ্রু বিন্দু করিব নিক্ষেপ!
কিম্বা ভাগ্য-বশে তা'র পাই দরশন,
পূর্ব্ব কথা-পূর্ব্ব ব্যবহার,
করিয়া স্মরণ হায় অভিমান ভরে,
না করে সে ক্ষমা যদি,—কি হবে তখন?
~~অসম্ভব—অসম্ভব~~—অসম্ভব তাব!
পতিপ্রাণা, সাধ্বীসতী, হিন্দু কুলবালা,
পাষণ্ড, পামর স্বামী—তবু তা'র কাছে
অনুক্ষণ দেবতা সমান!
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষে জীবন-সঙ্গিনী
সত্যবতী, আজ তুমি অনাথার প্রায়

অনাশ্রয়ে, অনশনে যাপিছ জীবন!
নিষ্ঠুর, পামর আমি—ধিক এ জীবনে!
হায় মৃত্যু, সে দিনেতে কোথা ছিলে তুমি?

গান।

কেন হায় তখন না হ'লো মরণ।
পেতাম না এ মন-বেদন,—সহিতে হতো না হেন সন্তাপ ভীষণ।
জানিনা কি সুখের আশায় আছে এ জীবন,
প্রেমের প্রতিমা মম দিয়ে বিসর্জ্জন;—
মরি মরিরে স্মরি সে বদন,
পাষাণ সমান মম হৃদয় কঠিন।
হ'য়ে রাজকুল-বধূ আজ অনাথিনী।
ফিরিতেছে বনে বনে যেন কাঙ্গালিনী,
কেমনে যাপিছে দিবস-যামিনী,
এখনই অশনি শিরে হো'করে পতন।

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে) সত্যবতী বসন-ভূষন রেখে গেছে; সত্যকথা, বসন-ভূষণে মনের কষ্ট দূর ক'র্‌তে পারে না। রত্নকাঞ্চনে প্রাণের জ্বালা সুশীতল হয় না; (রাজবেশ ত্যাগ ও কৌশিকবাস পরিধান।) [illegible] পিতৃসম স্নেহময় পিতৃব্য, [illegible] মা করুণাময়ী মালাবতি, আমি তোমাদের হতভাগ্য সন্তান; আমার জন্ত তোমরা কেউ দুঃখ ক'রনা। আমি প্রাণহারা, দিকহারা, জ্ঞান-হারা; যদি কখনও হারানিধি ফিরে পাই, তবে আবার ফিরে এসে তোমাদের চরণ দর্শন ক'র্‌ব। সত্যবতি, সত্যবতি, কোথায়—কোনপথে যা'ব বল।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

রাজ-সভা।

দুর্জ্জয় সিংহ।
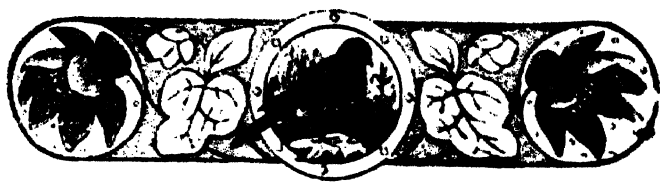
দুর্জ্জয়। (স্বগত)

বুদ্ধিতেই সিদ্ধিলাভ সন্দেহ কি তায়।
বুদ্ধির কৌশল মাত্র সম্বল লইয়া,
কিবা কার্য্য সুসম্পন্ন করিলাম আজ!
কার অর্থ কি আশায় কেবা দেয় কারে,
কার সাথে তা'র দ্বারা হ'তেছে সমাধা!
বুদ্ধিই সকল বল সিদ্ধির সোপান।
রাজ্য-ভোগ-মোহ-মন্ত্রে হ'য়ে বিমোহিত,
কোষাধ্যক্ষ আত্মহারা, সাহায্যে তাহার,
কি সৈনিক, কি সেনানি, কি প্রহরী আদি
সকলেই বশীভূত, বর্জ্জিত সকলে
ধর্ম্ম, জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা;—হায়রে সম্পদ,
স্বর্ণ-মুদ্রা-লাভ-আশা-মোহ-তন্দ্রাবশে
দেখিছে সুখের স্বপ্ন নগর-রক্ষক;
আকাশেতে পারিজাত ক'রেছে রোপণ
গাঁথিয়া তাহার মালা পরিবে গলায়!

মানি আমি - নিদারুণ প্রতিহিংসা-বশে
ধর্ম্ম, জ্ঞান, মনুষ্যত্ব ক'রেছি বর্জ্জন।
কিন্তু হায়, কি বিচিত্র মানব স্বভাব,
কিবা মোহময় [illegible], ঐশ্বর্য্যের লোভ ;
মানবে দানব সাজে প্রভাবে তাহার!

রক্তদন্তের প্রবেশ।

রক্তদন্ত। আজ আবার এত চিন্তা কিসের?

দুর্জ্জয়। এস ভাই ; তুমি যার বন্ধু, তার ভাবনা আজও নাই কালও নাই।

রক্তদন্ত। কোনরূপ সংবাদ আছে?

দুর্জ্জয়। সংবাদ খুবই শুভ—যতদূর আশাপ্রদ হ'তে হয়।

রক্তদন্ত। বল—বল।

দুর্জ্জয়। রাজকুমার সত্যদাস নিরুদ্দেশ, আজ কয়দিন সহস্র লোকে অনুসন্ধান ক'রেও কোন ফল [illegible] নাই। আগামী পূর্ণিমার দিন মহারাজ দেব সভায় নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাবেন ; দেবদূত এসে নিমন্ত্রণ ক'রে গেছে। এ অপেক্ষা আর সুসংবাদ কি হ'তে পারে?

রক্তদন্ত। সংবাদ নিতান্তই শুভ তাতে আর সন্দেহ নাই।

দুর্জ্জয়। এখন পরামর্শ কি?

রক্তদন্ত। আবার পরামর্শ কি—তাও আবার আপনাকে ব'লে দিতে হ'বে!

দুর্জ্জয়। কেন [illegible], তুমিই যে আমার প্রতিহিংসা পরিগ্রহণরূপ অকূল পাথারে একমাত্র কর্ণধার।

রক্তদন্ত। সেইদিনই আমাদের শুভদিন, সেই মাহেন্দ্রযোগে এই গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে অধিকার স্থাপন এবং দুর্জ্জয়সিংহের সিংহাসনে অধিরোহণ। আমি শিরে ছত্র ধারণ ক'র্‌ব।

দুর্জ্জয়। না—না, তাকি হ'তে পারে! একাসনে দুইজনে উপবিষ্ট হ'ব ; এক উদয় শিখরে চন্দ্র-সূর্য্যের অপূর্ব্ব, বিচিত্র মিলন লোকে চকিত নয়নে দর্শন ক'র্‌বে।

সত্যদাস। আমি যে পাগল।

২য় কুমার। তা'ত দেখেই বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে! কেন, সতীহারা হ'য়েছ নাকি?

সত্যদাস। হাঁ ভাই, আমি সতীহারা হ'য়েছি। জীবনের সঙ্গিনী, দেহের অৰ্দ্ধভাগিনী, ধৰ্ম্মার্থে সাহায্য-কারিণী, শোকে শান্তিদায়িনী, হৃদয়-তপোবনের সাধনা-রূপিণী, পতিব্রতা, সৰ্ব্বগুণবতী সতী জন্মের মত চ'লে গেছে! কত খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও তার দেখা পাই নাই ভাই,—কোথাও তার দেখা পাই নাই।

৪র্থ কুমার। বুঝেছি, তুমি স্ত্রীহারা হ'য়ে একরূপ জ্ঞানহারা হ'য়েছ। তোমার স্ত্রী কি ইহসংসার ছেড়ে গেছে, না—দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হ'য়েছে?

সত্যদাস। যমে লয় নাই, দস্যুতেও অপহরণ করে নাই; দস্যু হ'তেও নির্ম্মম আমি—আমিই তাকে পদ-দলিত, উৎপীড়িত, মর্ম্মাহত ক'রে অকূল সংসার পাথারে স্বহস্তে বিসৰ্জ্জন দিয়েছি! তোমরা আমায় পুষ্করে ল'য়ে চল, সেখানে যদি এ মনের জ্বালা সুশীতল হয়।

২য় কুমার। তা' হয় না ভাই,—তা' কোথাও হয় না! তোমার মত মহাপাপীর, তোমার মত পত্নীদ্রোহীর, তোমার মত সাধ্বী সতীর প্রতি অত্যাচারকারীর, পুষ্করে কি, স্বর্গে গেলেও শান্তি লাভ হয় না।

সত্যদাস। আমার মত পাপীতে সেখানেও শান্তি লাভে সমর্থ হয় না! তবে ভাই, উপায় কি?

২য় কুমার। তোমার শান্তি এক মাত্র অনুতাপে; তোমার উপায় এক মাত্র অতীতের জ্বলন্ত স্মৃতি। যেমন কাঁদিয়েছ, আগে তেমি কাঁদ; যেমন ক'রে পুড়্‌য়েছ, আগে তেমি ভাবে দগ্ধ হও; তবে ত শান্তি পাবে ভাই! শান্তি মনে, ভাই বনেও নাই, এবং পুষ্কর দর্শনেও নাই!

সত্যদাস। বুঝেছি ভাই, এরূপ পীড়ার, এই একমাত্র পরম ঔষধি! তোমরা এখন যেতে পার।

৪র্থ-কুমার। চল আমাদের আর এখানে বিলম্ব কেন।

(ঋষি কুমারগণের প্রস্থান।)

সত্যদাস (স্বগত) যে জিনিষ যতদিন থাকে, ততদিন তা'র প্রকৃত

আদর কেউ করে না; কিন্তু যখন তা'র অভাব হয়, তখন তা'র গুণ স্মরণ ক'রে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হ'তে থাকে! আমিই তা'র সজীব দৃষ্টান্ত! যা'র গুণে পুরবাসী সকলেই মোহিত হ'য়েছিল, আমি পামর, [illegible] জ্ঞান-অন্ধ, আমি তখন তা'কে বিষ-নয়নে দর্শন ক'রেছি! দেবদুর্ল্লভ পারিজাত মালা ভুজঙ্গিনী জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হই নাই! ভোজনে তৃপ্তি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, নয়নে অশ্রু-ধারার বিরাম নাই! বল্‌ব কি, যদি কখন তন্দ্রা আসে, তবে তখনই সত্যবতীর সেই মোহিনীমূর্ত্তি স্বপ্ন পথে উদিত হয়; তন্দ্রা ছুটে যায়, আবার সেই চক্ষের জল তেম্নি ক'রে বক্ষস্থল ভাসয়ে দেয়! হৃদয় সত্যবতীময় হ'য়ে উঠে, স্বভাবের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন সত্যবতী,—সত্যবতী জগৎ যুড়ে বিরাজ করে! হায় সত্যবতী, শেষে বুঝি পাগল হ'লেম! (কপোলে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক উপবেশন)।

গান।

কোথায় আছ সত্যবতী, তব প্রাণ পতির এ দুর্গতি দেখ নয়নে।
হেঁসে হেঁসে কাছে এসে, যুড়াও তাপিত জীবনে।
হ'য়েছি পাগল বুদ্ধি জ্ঞান হারা, অবিরাম চক্ষে বহে বারিধারা—
তার বিরাম নাই;
তোমার লাগিয়ে হ'য়ে গৃহছাড়া বেড়াই সদা বিপিনে।
জীবন সঙ্গিনি বুঝি নাই তখন, যতনের ধনে করি নাই যতন,
—সে সব ভুলে যাও,
তা'র প্রতিফল পেতেছি এখন—দিন যায় রোদনে।

(চকিত ভাবে উত্থিত হইয়া) সত্যবতি! সত্যবতি! প্রাণ প্রতিমে, এত দিনে মনে দয়ার সঞ্চার হ'য়েছে, এতদিনে দেখা দিতে এসেছ? দাঁড়াও একবার স্থিরভাবে ঐখানে দণ্ডায়মান হও, তোমার মোহিনীমূর্ত্তি একবার প্রাণ ভোরে দর্শন ক'রে লই! মনে মনে কত দেখেছি, স্বপনেও সহস্রবার দর্শন ক'রেছি, কিন্তু তাতে আশা মেটে নাই, নয়নের পরিতৃপ্তি হয় নাই;

একবার প্রাণ ভোরে দর্শন ক'রে মনের চিরসুচির অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ করি! কিছুই তোমাকে ব'লব না, তোমাকেও কিছু ব'লতে দিব না, কেবল একবার তোমার পদতলে পতিত হ'য়ে মনের সুখে কেঁদে ল'ব; আর, যে জ্বালায় হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে, দেখ্‌য়ে দিব! ——, মরি মরি কিবা বিজন বনের মাঝে দেবী, অতুল সৌন্দর্য্যের বিপুল বিকাশ! হায় হায়, হায়—হায়, একি আমার! সত্যবতী চ'লে গেল; পলকে দেখা দিয়ে চপলা কি মেঘের কোলে লুকুয়ে প'ড়ল! (অন্যদিকে চাহিয়া) না-না, ঐ যে সত্যবতী আমার, ঐখানে দাঁড়্‌য়ে রয়েছে, ইঙ্গিতে অভয়-আভাস, অধরে হাসির বিকাশ—মৃদু হাসির উজ্জ্বল ছটায় বনভূমি আলো ক'রেছে! (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) সত্যবতি, প্রাণাধিকে, যেওনা পলায়ে, হ'য়োনা নিষ্ঠুর এত, তুমি দয়াবতী। কাছে এস, কও কথা, বাঁচাও আমারে, সঞ্জিবনী-সুধা-সেকে রাখরে জীবন! কি, যাইবে নিশ্চয়?

(বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক)

কই, যাও, দেখি পাও কোন্ পথ।

(ধাবিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত)।

(সত্যবতীর প্রবেশ ও সত্যদাসের মস্তক উরুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক উপবেশন।)

সত্যবতী। প্রাণেশ্বর!

মেলিয়া নয়ন একবার কর দরশন,

চরণের দাসী তব এসেছে চরণে।

সত্যদাস। কে!——

কে তুমি, এ বাক্য সুধা করিছ বর্ষণ!

(সবেগে উত্থিত হইয়া)

বনদেবী, বনদেবী, কিম্বা স্বপ্নাবেশে অপূর্ব্ব মোহিনীমূর্ত্তি করি দরশন।

সত্যবতী। নহি দেবী, নহেক মোহিনী;

চরণের দাসী তব, জনম দুঃখিনী

সেই সত্যবতী আমি।

সত্যদাস। সেই সত্যবতি!
যার তরে হেরি সদা সংসার আঁধার,
নয়নের দৃষ্টিশক্তি, জীবন-আধার,
সেই সত্যবতী তুমি?

সত্যবতী। সেই সত্যবতী আমি;
লোক-লজ্জা-ভয়ে যায় ঠেলেছ চরণে,
হ'লোনাক স্থান যার সে রাজ ভবনে;
নিরাশ্রয়া, নির্ব্বাসিতা, বড় অভাগিনী
সেই সত্যবতী আমি!

সত্যদাস। সেই সত্যবতি!
যা'র তরে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে,
জ্ঞান হারা; দেশ ছাড়া, পাগল সাজিয়ে,
কখন বা কাঁদি ব'সে সৈকত পুলিনে,
কখন বা কাটে দিন বিজন বিপিনে;
সেই সত্যবতী তুমি?

সত্যবতী। সেই সত্যবতী আমি;
জন্মকালে বনমাঝে ত্যজেছে জননী,
যৌবনেতে পতি প্রেমে নহি সোহাগিনী,
অবশেষে পতি বাক্যে সাজি সন্ন্যাসিনী;
ফিরিতেছি দেশে দেশে যেন কাঙ্গালিনী;
অনাশ্রয়া, অসহায়া, আজন্ম দুঃখিনী
সেই সত্যবতী আমি!

সত্যদাস। সেই সত্যবতি!
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে জীবন সঙ্গিনী,
সংসার সন্তাপে সদা শান্তি-বিধায়িনী;
এস-এস, কাছে এস, দাও আলিঙ্গন,
দূরে যাক্ মন জ্বালা, জুড়াক্ জীবন!

রক্তদন্ত। আমি এখন কোষাগারে চল্লেম; মহারাজের আস্‌বার সময় হ'য়েছে!

দুর্জ্জয়। যাও,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রক্তদন্ত। বলুন?

দুর্জ্জয়। নগর-পালকে কি দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রাই প্রদান ক'রেছ?

রক্তদন্ত। আমি কি এতই নির্ব্বোধ! এখন এক সহস্র প্রদান ক'রেছি; পরে কার্য্য দেখে ব্যবস্থা করা যা'বে।

দুর্জ্জয়। কি ব'ল্‌ব ভাই, দেবরাজের বৃহস্পতিও তোমার কাছে বুদ্ধি-কৌশল শিক্ষা ক'র্‌তে পারেন।

রক্তদন্ত। আপনি নিশ্চিন্ত মনে এই কয়দিন যাপন করুন; আশার সফলতা অতি নিকট।

[প্রস্থান।]

দুর্জ্জয়। (স্বগত)

তুমিও নিশ্চিন্ত মনে মোহ নিদ্রা জালে,
রাজ্য-ভোগ-সুখস্বপ্ন দেখ অনুক্ষণ;
আশার সোপান বাঁধি আকাশের পথে,
মনে মনে স্বর্ণ-রাজ্যে কররে বিহার।
ভাঙ্গিবে এ নিদ্রাবেশ, ছুটিবে যখন
আশার কুহক-লীলা,—মোহের ছলনা;
অপার—নিরাশা-সিন্ধু অতল সলীলে
ভাসিতে ভাসিতে হায়, দেখিবে আঁধার!
বুঝিবে তখন হায়, কাঁদিতে কাঁদিতে,
বিশ্বাস হন্তার এই প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
একরাজ্যে দুই রাজা অপূর্ব্ব বিধান।

উপবর্হনের প্রবেশ।

উপবর্হন। সেনাপতি, কোন সংবাদ পাওয়া গেল?

দুর্জ্জয়। না মহারাজ, এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদই নাই।

উপবর্হণ। কোন সংবাদ পাওয়াও যা'বে না! কি বলব [illegible], পুত্র, পুত্রসম ভ্রাতৃ-পুত্র, লক্ষ্মীরূপিনী সত্যবতী, এবং পতিব্রতা মালাবতীকে নিয়ে বড় সুখেরই সংসার-খেলা পেতেছিলাম, বড় সুখেই এ জীবন-যাত্রা অতিবাহিত হ'চ্ছিল; কিন্তু কে জান্ত, যে সে খেলার এই পরিণাম উপস্থিত হ'বে! বড় সাধই ক'রেছিলাম, সত্যদাসকে রাজ্য-ভার প্রদান ক'রে জীবনের এ কয়টাদিন সেই চিন্তামণির চিন্তায় পরিসমাপ্ত ক'র্ব। হায় সেনাপতি, সত্যদাস আমার সকল সাধেই জলাঞ্জলী দিয়ে চ'লে গেল!

গান।

প্রাণ পুত্রধনে, রাজ সিংহাসনে,
দেখিব হে বড় সাধ ছিল।
বিধাতা তায় বাদী হ'য়ে আমার সে সাধেতে বাদ সাধিল।
মনের কথা কি বলিব, সত্যদাসে রাজ্য দিব,
নিশ্চিন্ত হব;
কিন্তু এ অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাতে পারে বল—এ সংসারে;
তাতেই আমার আশার তরি অকূলেতে ডুবে গেল।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ, একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজন প্রজা উপস্থিত।
উপবর্হণ। তা'দিকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এস।

প্রস্থান।

চূড়জয়। বোধ হয়, সত্যদাসের মনে সত্যবতী ঘটিত অনুতাপের উদয় হ'য়েছিল।

উপবর্হণ। তা'তে আর সন্দেহ [illegible] নাই; অনেক সময় অনুতাপই মানুষের জ্ঞান পথের প্রদর্শক হ'য়ে থাকে।

প্রহরীর সঙ্গে প্রজা ও শিব-শিষ্যরূপী সন্ন্যাসী বেশী নারদের প্রবেশ।

প্রজা। মহারাজ, এই ভণ্ড সন্ন্যাসীরূপী পাষণ্ড আজ আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছিল; দোষীকে শাস্তি প্রদান ক'রে রাজ-ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

দুর্জ্জয়। কি হ'য়েছে বাপু! এ সন্ন্যাসী তোমায় কি ক'রেছে?

প্রজা। কিছু ক'র্‌তে পারে নাই; কিন্তু এই সন্ন্যাসী এখনই আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ব'সেছিল। সংসারে মানুষ চিনে উঠা ভার সেনাপতি মহাশয়! মহারাজ, আপনিই আমাদের পিতামাতা, আপনি সুবিচার না ক'র্‌লে আমরা আর কোথায় যা'ব?

উপবর্হণ। সন্ন্যাসী তোমার কাছে কোন্ দোষে দোষী তাই আগে ভাল ক'রে বল। অপরাধী মাত্রেই রাজ দণ্ডের অধীকার ভুক্ত, সেখানে সাধু কি সন্ন্যাসী, অসাধু কি সংসারী—এ বিশেষত্ব কিছুই নাই।

প্রজা। আগে অভয় প্রদান করুন মহারাজ! কারণ কথাটা তত ভাল নয়।

উপবর্হণ। ভাল হোক বা মন্দ হোক, তুমি নির্ভয়ে সকল কথা ব'ল্‌তে পার।

প্রজা। মহারাজ, গৃহে আমার স্ত্রী ভিন্ন অন্য লোক কেউ নাই; সে এখন নিতান্ত যুবতী। এই সন্ন্যাসী ভিক্ষার জন্য বাড়ির ভিতর গিয়ে তা'কে দেখে—

উপবর্হণ। অবাধে সকল কথাই ব'লে যাও; রাজ-সমীপে লজ্জা করবার কোন কারণ নাই।

প্রজা। এই ভণ্ড তপস্বী আমার সেই যুবতী স্ত্রীকে দেখে, তা'কে ব'লেছে কিনা "হ্যাঁগা, তোমার বুকটা ওরূপ উঁচু উঁচু কেন, ওখানে কি আছে।"—শুনুন মহারাজ,—সাধু সন্ন্যাসীর কথাটা একবার শুনুন! আমি যদি সময়ে বাড়ী এসে না পড়্‌তেম, তা হ'লে যে কি সর্ব্বনাশ করে ব'সতো—তাত কিছু ব'ল্‌তে পারিনা! আর কি ব'ল্‌ব মহরোজ! এখন যেরূপ বিচার ক'র্‌তে হয়—তাই করুণ।

উপবর্হণ। (সেনাপতির প্রতি) বড় ভয়ানক কথাত! (সন্ন্যাসীকে) তুমি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হ'য়ে কুলরমণীর প্রতি এরূপ কথা ব'ল্‌লে কি ক'রে?

নারদ। কি কথা, মহারাজ?

উপবর্হণ। কেন, এই লোক যে কথা ব'ল্‌ছে,—তা কি তুমি বল নাই?

নারদ। হাঁ ব'লেছি।

উপবর্হণ। গৃহস্থ রমণীর সঙ্গে এরূপ ব্যবহারে কি শাস্তি পেতে হয় তা' জান?

নারদ। [illegible] জানিনা!

দুর্জ্জয়। (রাজাকে লক্ষ্য করিয়া) উত্তর শুনুন একবার!—নির্ভর হৃদয়!

উপবর্হণ। তা' যদি না জান, তবে এখন শিক্ষা কর যে কুল-ললনার প্রতি এরূপ ব্যবহারের পরিণাম লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে কারাকুটীরে জীবন-যাপন। (প্রহরীর প্রতি) যাও—এই সন্ন্যাসীকে কারাগৃহে বন্দী-ভাবে রক্ষা-কর।

প্রহরী। (সন্ন্যাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া) চল ঠাকুর, (জনান্তিকে) এখন বাসর ঘরে নিয়ে যাই চল।

সন্ন্যাসীকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

উপবর্হণ। (সেনাপতির প্রতি) মনুষ্য-চরিত্র বড়ই রহস্যময়! সংসার বিরাগী কাননবাসী সন্ন্যাসী, তার এইরূপ আচরণ, তা'র এইরূপ প্রবৃত্তি! এই সন্ন্যাসীর মত কপটাচারী, আত্মাপহারী পাষণ্ডগণ কর্তৃক সমাজের বড়ই অনিষ্ট সাধন হ'য়ে থাকে! দস্যু, তস্করের অনায়াসেই শাসন করা যায়; কিন্তু এরূপ কপটাচারী ভণ্ডগণের শাসন কার্য্য বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার! লোকে সিংহ ব্যাঘ্র দেখ্‌তে পেলে দূরে হ'তে সাবধান হ'য়ে জীবন রক্ষায় সমর্থ হয়, কিন্তু মেষ-চর্ম্মাচ্ছাদিত সিংহের কাছে কোন রূপে কা'রও পরিত্রাণ নাই।

দুর্জ্জয়। (স্বগত) আমাদের কথা কিছু জান্‌তে পেরেছে না কি? কথার ভাবেত সেইরূপই বো'ধ হ'চ্ছে! (প্রকাশ্যে) যথার্থই মহারাজ।

(বেগে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। বাপ্‌রে—বাপ, যেন ছাই চাকা আগুণ মহারাজ!—ছাই চাকা আগুণ; আচম্বিতে হু হু ক'রে জ্বলে উঠেছে!

দুর্জ্জয়। আগুণ! কোথায়—কোথায় প্রহরি!

প্রহরী। সে আগুণ নয় সেনাপতি [illegible]; বল্‌ব আর কি, বেঁধে নিয়ে কারাগারে যাচ্ছি; হটাৎ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চোখ

ছুটো দিয়ে যেন আগুণ বেরুতে লাগল!—হরিবোল, হরিবোল ক'রে যেই হাত নাড়া দিয়েছে—এই দেখুন সে কথা ব'লতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে!—তেমন যে লোহার শিকল অমি ঝন্‌ঝন্ ক'রে ছিঁড়ে প'ড়ে গেল! জনমেত কখনও শুনি নাই!

দুর্জ্জয়। লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেল্‌লে আশ্চর্য্য কথা!

প্রহরী। শুধু কি তাই [illegible]! সেই সময় সেখানে আমাদের কুমার এসে পড়্‌লেন, [illegible] দেখেই সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁর কানে কানে কি ব'ল্‌লে; যেই বলা, অমি দুজনেই নাচ—নাচত নাচ, দুজনেই হরি হরি ব'ল্‌ছে; আর তাদের নাচের চোটে পথের ধুল উড়ে যাচ্ছে!

উপবর্হরণ। কোন্ খানে?

প্রহরী। আজ্ঞে, সিং দরজার সুমুখে।

উপবর্হণ। যাও, যত্ন ক'রে সন্ন্যাসীকে ল'য়ে এস।

প্রহরীর প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। ব্যাপার কি মহারাজ!

উপবর্হণ। কিছুইত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা; ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ নয়ত?

(দিবোদাসের হাত ধরিয়া গান করিতে করিতে সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

গান।

মনরে—চিন্ময় নিত্য নিত্য নিরঞ্জন।
চিন্ময় সচ্চিদানন্দ সদানন্দ-সেবিত-ধন।
নির্গুণ নির্লিপ্ত ভাবে, প্রণবময় মহার্ণবে,
সগুণে সে গুণনিধি নিখিল বিশ্ব পালন।
কে বুঝিবে কার মায়া, মরু মাঝে তরুছায়া,
ফণীশিরে মণির স্থান বিচিত্র বিধান;—
তাঁর কৃপা-ইঙ্গিতে, পর্ব্বত লঙ্ঘে পঙ্গুতে,
ভবসিন্ধু তরঙ্গেতে তিনি তারণ কারণ।

উপবর্হণ। প্রভু! কে আপ্‌নি?

নারদ। আমি প্রভু নই মহারাজ, প্রভুর দাস—বনচারী সন্ন্যাসী।

উপবর্হণ। আপ্‌নি নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ—আমাকে ছলনা ক'র্‌ছেন।

নারদ। না রাজন, আমি মহাপুরুষ নই;—তবে সেই মহাপুরুষ পর ব্রহ্মের দাস্য ভিখারী সেবক।

দুর্জ্জয়। আপনি কোথায় থাকেন!

নারদ। বিজনবনের মাঝে যোগাশ্রমে—গুরুদেবের আশ্রয়ে।

দুর্জ্জয়। কোন্ মহাত্মা আপনার গুরুদেব?

নারদ। তিনি পরম যোগী সাধুপুরুষ; তাঁর নাম আমি জানি না। এক দিন কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব'লেছিলেন, "শোন বৎস, আমার অন্য নাম জান্‌বার তোমার প্রয়োজন নাই, আমি স্বেচ্ছায় হরিদাস নাম গ্রহণ ক'রেছি—এই মাত্র জেনে রেখ"।

উপবর্হণ। আপনার নাম কি?

নারদ। গুরুদেব আমাকে [illegible] ব'লে ডাকেন, সুতরাং আমার নাম [illegible]।

উপবর্হণ। যথার্থই আপনি [illegible]! আমায় ক্ষমা করুণ; না জেনে, না চিন্‌তে পেরে বড়ই অপরাধ করেছি!

নারদ। অপরাধই বা কি আছে মহারাজ!—আর ক্ষমাই বা কিসের?

উপবর্হণ। আমিই আপনাকে বন্ধন কর্‌তে আদেশ দিয়েছিলেম।

নারদ। বন্ধন!—সে কি রাজন, বন্ধন আবার কি? এ সংসারে প্রপঞ্চময়ী মায়াই মনুষ্যের এক মাত্র বন্ধন; এবং সে বন্ধনে সকলে সমান ভাবে আবদ্ধ! তবে [illegible], যে স্বয়ং বন্দী, সে আবার অন্যকে বাঁধ্‌বে কেমন ক'রে?

উপবর্হণ। পরমজ্ঞানী মহাপুরুষ ক্ষমা গুণের অনন্ত আকর! কিন্তু মহাত্মন্! তখন সেরূপ কথা ব'লেছিলেন কেন?

শিষ্য। কখন্—কি কথা [illegible]!

উপবর্হণ। সেই প্রজার পত্নীকে যে কথা—কেন আপনি কি সেরূপ বলেন নাই?

নারদ। না মহারাজ, ব'লেছিলেম বই—কি,—তা'তে আর কিছুমাত্র

মিথ্যা নাই। বিজন বনের মাঝে আমার জন্ম, এবং আজন্ম সেই বনের মাঝেই জীবন যাপন; আজ আমার লোকালয়ে এই প্রথম আগমন। আমার জন্ম কাল হ'তে আর আজ এই লোকালয়ে আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে এক গুরুদেব ভিন্ন অন্য পুরুষ বা রমণীর মুখ কখনও দর্শন করি নাই।

উপবর্হণ। তার পর?

নারদ। আজ গুরুদেবের আদেশে ভিক্ষার্থে বহির্গত হ'য়ে প্রথমেই নগর প্রান্তস্থিত সেই প্রজা গৃহে প্রবেশ করি; তা'র গৃহে সেই রমণী-মূর্ত্তি দর্শন ক'রে বড়ই কৌতূহল উপস্থিত হয়। এখনও আমার সে কৌতূহল যায় নাই; বলুন রাজন, সেই রমণীর বক্ষস্থলে সে পদার্থ দুটী কি?

উপবর্হণ। কি ব'লব মহাত্মন্! রমণীর বক্ষস্থলে সেই দুটী পদার্থ সেই মহিমাময় বিশ্বপাতার মহতী করুণাভাবের বিরাট নিদর্শন মাত্র! সেই রমণীর গর্ভে ভবিষ্যতে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ ক'রবে, তার জীবন-রক্ষার জন্য সেই জগৎপালনকর্ত্তা দয়াময় সেই দুটী পদার্থে খাদ্যের সংস্থান ক'রে রেখে দিয়েছেন! শুধু সে রমণী ব'লে নয়, রমণী মাত্রেরই সেইরূপ!

নারদ! ধন্য ধন্য জগদীশ! তা নইলে আর জগৎপাতা নামের মহিমা কি? (গমনোদ্যম)

উপবর্হণ। সেকি, যাবেন কোথায়?

নারদ। আশ্রমে যা'ব।

উপবর্হণ। আগে ভিক্ষা গ্রহণ করুণ; তা'র পর আশ্রমে যা'বেন।

নারদ। আবার ভিক্ষা মহারাজ! কখন সন্তান জন্মগ্রহণ ক'রবে, তা'র পূর্ব্ব হ'তে যখন তা'র জন্য সেই দয়াময় খাদ্যের সংস্থান ক'রে রাখেন, তখন আর আমার উদর পোষণের জন্য ভিক্ষায় সময় নষ্ট ক'রবার প্রয়োজন কি? নিশ্চিন্ত মনে সেই জগৎপাতা চিন্তামণির চিন্তায় জীবন মন অর্পণ ক'রে কানন মাঝে উপবিষ্ট থাকব, উদর পোষণের জন্য যদি খাদ্যেরই প্রয়োজন হয়, তবে তিনিই তা'র সংস্থান ক'রে দেবেন; আমি ত তাঁ'র জগৎ-রাজ্যের সীমার বাহিরে নই!

দিবোদাস। আর্য্য, নিজগুণে সুধাময় মহামন্ত্র প্রদান ক'রে যে অধমকে চরণ তলে স্থান দিয়েছেন, সেই দাসের উপায় কি ক'রে যা'বেন ?

নারদ। আমার কোলে এস বৎস। (দিবোদাসকে ক্রোড়ে গ্রহণ।)

(অদূরে দুর্গার আবির্ভাব।)

দুর্গা। নারদ! হরিভক্ত কোলে পেয়েছ,—এইত সময় উপস্থিত।

নারদ। নারদ ব'লে কে ডাক্‌লে! কিসের সময় উপস্থিত!

দুর্গা। আমিই ডাক্‌ছি [illegible] [illegible] আমায় কি চিন্‌তে পার না ?

নারদ। কে, মা—জগজ্জননী—দয়াময়ী তুমি এসেছ ?

দুর্গা। আর্য্য, ইনিই আপ্‌নার মা ? মরি-মরি, আপ্‌নার মায়ের কি মোহিনী মূর্ত্তি! কি অপরূপ রূপের মাধুরী!

নারদ। [illegible] বৎস! ইনিই আমার মা; শুধু আমার কেন, জগতের লোকে এঁকে মা ব'লে ডেকে থাকেন। তুমিও মা ব'লে ডাক, তোমারও মা হ'বেন।

দিবোদাস। ইনিই সেই জগজ্জননী মা! (দুর্গাকে) [illegible] মা, তুমি আমারও মা ?

উপবর্হণ। দিবোদাস, কাকে মা ব'লে ডাক্‌ছ [illegible] ?

দিবোদাস। যিনি পিতার মা, মায়ের মা, ত্রিজগতের সকলের মা; সেই মাকে মা ব'লে ডাক্‌ছি [illegible]।

উপবর্হণ। কই—কই বৎস, তিনি কোথায় ?

দিবোদাস। ঐ—ঐ যে——

গান।

ঐ-ঐ দেখ পিতা, জগতের মাতা দাঁড়ায়ে সম্মুখে দেখগো
নয়নে।
যেন স্থিরা সৌদামিনী, সৌন্দর্য্যের খনি,
ভুবন আলো করে রূপের কিরণে।

উপবর্হণ। অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অলৌকিক ব্যাপার! কই [illegible], কিছুইত দেখ্‌তে পাই না; সেই মোক্ষদায়িনী মা কই?

দিবো।

গান।

ঐ পলকে চমকে মুখে মৃদু হাসি,
ভূলোকে শোভা পায় কৈলাসের শশী;
কম কান্তি হেরে, ভ্রান্তি যায় দূরে;
শান্তি-সুধা ঝরে যুগল চরণে।

উপবর্হণ। সেনাপতি, কাহাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ?

দুর্জ্জয় সিংহ। কই মহারাজ, আপনি, কুমার, আর সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কাকেও ত দেখ্‌তে পাই না!

উপবর্হণ। দিবোদাস, সহসা কোন অলৌকিক কারণে তুমি বোধ হয় পাগল হ'য়ে পড়্‌লে; তাই আজ দিব্যজ্ঞান-প্রত্যক্ষ মোক্ষবিধায়িনীকে নয়নে দর্শন করছ!

দিবোদাস।

গান।

সর্ব্বজ্ঞানময় ঈশান সন্ন্যাসী,
যে পাগলের মায়ায় হয় গৃহবাসী;
সেই পাগলিনী করুণা রূপিণী,
এসেছেগো ঐ কৃপা-বিতরণে।

(সন্ন্যাসীর কোল হইতে অবতরণ।)

দুর্গা। নারদ! সে কৈলাস, সে গোলক, সেই ব্রহ্মলোক মনে পড়ে কি?

নারদ। মনে প'ড়েছে মা! সেই পিতৃ-শাপ, সেই রোদন, সেই অভয় প্রদান—সকলই মনে প'ড়েছে! কিন্তু পথ কই; কোন্ পথে যাই মা?

দুর্গা। হরিভক্তি দীক্ষা প্রদান ক'রেছি, আমি এসে সম্মুখে উপস্থিত

হ'য়েছি; এইত প্রকৃত সময়? যোগ-বলে নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে স্বধামে চ'লে এস; পথ সুপ্রশস্ত! (অন্তর্ধান)।

নারদ। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া করযোড়ে)

হরিবোল-হরিবোল-হরিবোল;
দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, কৃপাময় হরি,
নির্ব্বাসিত দাস আমি—সংসার-প্রবাসী,
তব দাস্য অভিলাষী; কমলারঞ্জন!
দাও স্থান অভয় চরণে;
দাও স্থান শান্তি-কুঞ্জে-বিরজা-পুলিনে!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হরি, মনের আনন্দে
বীণার ঝঙ্কার তুলি, রাধা-কৃষ্ণনামে,
করি গান দিবানিশি।—শ্রীহরি—শ্রীহরি!
দিবোদাস! তুমি মম মুক্তিদাতা ভবে;
ভুলোনারে হরিনাম—গুরুদত্ত ধন;
হরিনামে কিনে দিবে হরি।
মহারাজ! রাজ্যধন,সংসার সম্পদ,
নিশার স্বপন, কিম্বা মেঘে ইন্দ্র ধনু;
এই আছে, কিন্তু হায়! মেলিতে নয়ন
আর নাই অস্তিত্ব তাহার!
হরিনাম পরম সম্পদ,
হরিনাম মহাশক্তি এভব সংসারে;
হরিনামে শুষ্ক হয় বিপদ-পাথার,
হরিনাম ভুলনাক যেন।
বল—বল মহারাজ! হরি—হরি—হরি!
(নয়ন মুদ্রিত করিয়া দণ্ডায়মান।)
যাই—যাই-মা! হরি—হরি—হরি——
(পতন ও মৃত্যু।)

উপবর্হণ। সর্ব্বনাশ—সেনাপতি,—একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

বিষ্ণুদূতদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম দূত। [illegible]—মহারাজ, ভয় নাই।

উপবর্হণ। আপনারা কে?

১ম দূত। আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবক—বিষ্ণুদূত নামে অভিহিত।

উপবর্হণ। প্রণাম করি! আজ আমার জন্মসার্থক, জীবন সার্থক, মরণ সার্থক হ'লো! দাসের নিকট কি মানসে আগমন?

২য়। দূত। মহর্ষি নারদ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হ'য়ে এতদিন ধরাতলে বিরাজিত ছিলেন; আপনাদের দ্বারাই আজ তাঁর শাপ-বিমুক্তি সংঘটিত হ'য়েছে; আমারা তাঁর এই পরিত্যক্ত নরদেহ গোলকধামে ল'য়ে যা'ব। কারণ, হরিভক্তের দেহ কখনও মাটীর সঙ্গে মাটী হ'তে পারে না!

(মৃতদেহ লইয়া উভয়ের প্রস্থান)।

উপবর্হণ। ধন্য হরিভক্ত! ধন্য তোমার গৌরব! যিনি জগতে চিন্তামণি, তিনি তোমার [illegible] অনুক্ষণ চিন্তিত! তুমি যে সম্পদের অধীশ্বর, তার তুলনায় ইন্দ্রত্ব অতি তুচ্ছ, শিবত্ব শোভাহীন, ব্রহ্মত্বে বিভব কিছুই নাই! আজ তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পরম পথের পথিক হ'ব। সিবোদদি, যদি রাজ্য চাও, [illegible] লও, যদি ধনের অভিলাষী হও, [illegible] যথেষ্ট আছে; কিন্তু সকলই অলীক! যদি যেতে চাও—যদি মহারত্ন পেতে চাও, তবে চল [illegible]! যেখানে ভক্তের আবাস, যেখানে ভক্তির বিকাশ, সেইখানে সঙ্গে চল। [illegible] পরিত্রাণের পথ পাবে, শান্তির মলয়-হিল্লোলে সুশীতল হ'তে পারবে, হরিনামের বংশী-ঝঙ্কারে আনন্দ-জলধিতলে নিমগ্ন হ'য়ে যাবে। সে সুখের শেষ নাই, সে আনন্দের বিরতি নাই; সদাই সুখ, সদাই আনন্দ, সদাই হরিনামের সুধা বর্ষণ!

গান।

যাই, চলরে—চলরে কি ফল এখানে।
কি কাজ সংসার-বাসে, কি কাজ রাজ সিংহাসনে।
রতন কাঞ্চন মণি সকলি অসার মানি—ভাবরে,
সকল মণির শিরোমণি চিন্তামণি জীবনে।

বসি সদা তরুতলে, মনানন্দে বাহুতুলে—
দিবারজনী হরি—হরি—হরি ব'লে
ডাকিবরে বদনে।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। মহারাজ, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুণ।

উপবর্হণ। আসুন, যথা সময়েই আর্য্যের শুভাগমন হ'য়েছে।

বশিষ্ঠ। যথা সময়ে—কথাটার ভাব কি ?

উপবর্হণ। আর্য্যকে এখানে আন্‌বার জন্য এখনই আশ্রমে লোক পাঠাচ্ছিলেম।

বশিষ্ঠ। কেন বৎস, কোন্ প্রয়োজনে।

উপবর্হণ। শুনেছি, অযোধ্যা-রাজ্য রাজা-শূন্য হ'লে আপনিই সে রাজ্য রক্ষা ক'রে থাকেন। আমি আজ পত্নী পুত্র সহিত বনবাস গমনে ইচ্ছা ক'রেছি, আপনি এখন এ গন্ধর্ব্বরাজ্য রক্ষা করুন; যদি সত্যদাস কখনও ফিরে আসে, তবে তখন তা'কে সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে আপনি নিশ্চিন্ত হ'বেন!

বশিষ্ঠ। সহসা রাজ্য ঐশ্বর্য্যে এরূপ বীতরাগ কেন বৎস ?

উপবর্হণ। হরিভক্তের মহিমা দর্শনে পুলকিত, চমৎকৃত এবং আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে প'ড়েছি। আমার মত শত সহস্র রাজ-চক্রবর্ত্তীকে একত্র ক'র্‌লেও একজন হরিভক্তের তুলনা হয় না। আমার মত শত শত রাজ্যেশ্বর প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌লে, সেই বিশ্বেশ্বর তা'তে কটাক্ষপাতও করেন না; কিন্তু একজন ভক্তের সামান্য বিপদেও গোলকের রত্ন সিংহাসন কম্পিত হ'য়ে উঠে! আমার মত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি কয়জনে সেই ষড়ৈশ্বর্য্য শালিনী জগ-জ্জননীর দর্শন লাভে সমর্থ হ'য়েছে? আমার মত কয় জন মহারাজার মৃত দেহের সৎকার সাধন জন্য বিষ্ণুদূত এসে উপস্থিত হ'য়েছে? হায় রাজ্য, হায় প্রভুত্ব, হায় প্রতিপত্তি! ভক্তিই এ সংসারে সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বশিষ্ঠ। সকল জেনেই এখানে এখন এসেছি রাজন! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সংসারে থেকে কি ভক্তি-সাধনা হয় না?

উপবর্হণ। কেমন ক'রে হ'বে বলুন! সংসারের সকল কার্য্য, সকল চেষ্টা, সকল ভাব ভক্তিসাধনার নিতান্তই প্রতিকূল।

বশিষ্ঠ। সেটা তোমারই নিতান্ত ভুল। রাজর্ষি জনক, মহাত্মা শিবি, ভক্ত-শিরোমণি প্রহ্লাদ কখন্ কোন্ বনে তপস্যা ক'রেছিলেন বল দেখি? তাঁ'রা কি ভক্তের আদর্শস্থানীয় নয়? তাঁরা কি মুক্তিলাভে কৃতার্থ হ'তে পারেন নাই? তবে [illegible] বনবাসে যাবার এত প্রয়োজন কি হ'য়েছে? পূর্ব্বে সকল উপদেশই প্রদান ক'রেছি; অনাসক্তভাবে সংসারে ধর্ম্মাচরণ কর, অন্তিমে শান্তিলাভে বঞ্চিত হ'বে না।

দিবোদাস। (বশিষ্ঠকে) আমার একটা কথার মীমাংসা ক'রে দিতে হ'বে?

বশিষ্ঠ। কি মীমাংসা বৎস?

দিবোদাস। হরি বড়, না, হরিনাম বড়?

বশিষ্ঠ। এ মীমাংসা বড় সহজ নয়। তবে ভক্তের মুখে শুনেছি হরি-নামই বড়; সেই জন্য হরির কৃপালাভ ক'রেও, কেবল হরিনাম সাধনার নিমিত্ত ভক্তপ্রধান ঈশান সন্ন্যাস অবলম্বনে শ্মশানবাসী হ'য়েছেন।

দিবোদাস। আরও একটা কথা আছে।

বশিষ্ঠ। তা'রও মীমাংসা ক'রে দিব! এখন অন্তঃপুরে যাই চল। মহারাজের দেবসভায় নিমন্ত্রণ রক্ষার দিন সন্নিকট, সে সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিবার প্রয়োজন আছে।

সেনাপতি ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। দেবসভায় নিমন্ত্রণ রক্ষার দিন সন্নিকট—ভক্ত শীঘ্রং। আর কেন, মন উল্লাসিত হও; [illegible]সিংহাসন, রত্নমণি আভরণ তোমারই—[illegible]!

প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

কানন-ভূমি।

(গান করিতে করিতে চারিজন ঋষিকুমারের প্রবেশ।)

গান।

হরি হরি বল, হরের সম্বল, বল অবিরাম বদনে।
হরিনাম—হরিনাম সুখশান্তি-ধাম এই ভুবনে॥
আয় আয় পাপী, তুইও আয় তাপী,
মনস্তাপ, পাপ সব ভুলে যাবি;——
পঞ্চমে তুলে তান, গাওরে হরিগুণ গান,
নাচুক প্রেমানন্দে প্রাণ, হ'বে পূর্ণ মনস্কাম;
পাবি পরিত্রাণ শমন-শাসনে (হরিনামের গুণে)॥
যুড়ায়ে যাবে মনের অনল,
ভুলিবিরে জ্বালা হ'বি সুশীতল,—
মধুর-মধুর—নাম সুধা-বরিষণ,
ভব ক্ষুধা-নিবারণ, সদা যোগীজন-মন
আছে নিমগন নিশিদিনে, (নামসুধা-পানে)॥

(সত্যদাসের প্রবেশ।)

সত্যদাস। স্বর্গীয় সঙ্গীত—সুধার সুশীতল ধারা! বড় মিষ্ট, বড়ই শান্তি-প্রদ! গাও ভাই,—তোমরা দেবই হও, আর মানবই হও, ঐ সুধাময় গান আবার গাও। এবং ব'লে দাও, তোমাদের এ গানের গুণ কি?

গান।

হরিনাম—হরিনাম সুখশান্তি-ধাম এ ভুবনে।

সত্যদাস। কি, হরিনাম সুখ-শান্তি-ধাম! মরি মরি একি শুনি, হরিনামে শান্তি দেয়! গাও ভাই,—ঐ মধুর গানই আবার গাও। কিন্তু একটা কথা বল দেখি, হরিনামে কি পাপ যায়? হরিনামে কি মনস্তাপ দূর ক'র্তে পারে?

গান।

আয়—আয় পাপী, তুইও আয় তাপী,
মনস্তাপ, পাপ সব ভুলে যাবি;——
পঞ্চমে তুলে তান, গাওরে হরিগুণ গান,
নাচুক প্রেমানন্দে প্রাণ, হ'বে পূর্ণ মনস্কাম,
পাবি পরিত্রাণ, শমন-শাসনে, (হরিনামের গুণে)॥

সত্যদাস। কি অভয়-বাণীই প্রদান ক'র্লে ভাই! হতাশা-সন্তাড়িত প্রাণ আবার আশায় উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লো! হরিনামের গুণে এই নিদারুণ মন-জ্বালার মর্ম্মদাহী উত্তাপ সুশীতল হ'য়ে যাবে; মরুভূমে মলয়-সঞ্চারে তৃষিত, সন্তাপিত, মৃতপ্রায় মৃগের প্রাণ বলদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। মরি-মরি, হরি-হরি, হরিনামে এতগুণ, হরিনামে এত বল, হরিনামের এত প্রভাব! ভাই, তোমরা কে?

১ম কুমার। আমরা ঋষিকুমার।

সত্যদাস। তোমরা ঋষিকুমার, কিন্তু এ নিবীড় বনের মাঝে কেন ভাই?

১ম কুমার। আমরা তীর্থ-দর্শনে যাচ্ছি।

সত্যদাস। কোন্ তীর্থে ভাই ?

২য় কুমার। পুষ্করে।

সত্যদাস। পুষ্কর তীর্থে গেলে কি হয় ?

৩য় কুমার। আঃ মরেছে, এটা কি পাগল নাকিরে! কোথায় যাচ্ছ, সেখানে গেলে কি হয়—এত কথা কিসের জন্য বাপু!

১ম কুমার। জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে, ব'ল্‌তে আর দোষ কি ? ব'সে বিশ্রাম ক'র্‌তেম, না হয়, এর সঙ্গে দুটো কথাবার্ত্তা করা যা'ক্। (সত্যদাসের প্রতি) দেখ ভাই! দুষ্কর তপস্যাতেও যে পাপের উপশম হয় না, পুষ্কর তীর্থ দর্শনে সে পাপ নষ্ট হয়।

সত্যদাস। বড় আশার কথা! আমাকে সঙ্গে ক'রে সেখানে ল'য়ে চল না ভাই! আমি মহাপাপী।

২য় কুমার। সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হ'বে কেন ? যাবার ইচ্ছা হয়, পথ প'ড়ে আছে—চ'লে যাও না।

সত্যদাস। পথ প'ড়ে আছে সত্য, দেখ্‌য়ে না দিলে বিপথে গিয়ে পড়ি. [illegible]

২য় কুমার। কেন, এত বড় বণ্ডামার্ক মানুষটো—আর পথ চিনে যেতে পার্‌বে না!—তুমি কি পাগল নাকি ?

৪র্থ কুমার। এত পাগলের কথা নয় ভাই! সকলকেই পথ চিনিয়ে দিতে হয়; পাঠশালায় গুরুমহাশয় জ্ঞানের পথ শিক্ষা দেন; দীক্ষা-গুরু মন্ত্রপ্রদানে মোক্ষপথ প্রদর্শন ক'রে থাকেন। সুপথে যেতে হ'লেই একজনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়; তবে কুপথ কাকেও দেখ্‌য়ে দিতে হয় না বটে!

২য় কুমার। তুমি কি সে পথ চেন না ?

সত্যদাস। চিন্‌লে আর এখানে আস্‌ব কেন, সেইখানেই চ'লে যেতেম।

৪র্থ কুমার। শোন্‌রে, এটা কি পাগলের কথা!

১ম কুমার। দেখ ভাই, তোমার আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে তুমি একজন সামান্য লোক নও ব'লেই মনে হয়; এবং তোমার কথা শুনে তুমি যে মহাজ্ঞানী—এ অনুমানেও কোন সন্দেহ থাকে না; কিন্তু তুমি এমন ভাবে বনে বনে ফির্‌ছ কিসের জন্য ?

সত্যবতী। কেমনে যাইব কাছে ;—
স্বামীর আদেশ ভঙ্গ করিব কেমনে !
সে দিনের সে কথা কি পড়ে নাক মনে ?
যে দিনেতে গিয়েছিনু ধরিতে চরণ,
ছুঁয়োনা আমারে বলি ক'রেছ বারণ !

সত্যদাস। ক্ষমা কর, তুলোনাক সে দিনের কথা,
রক্ষাকর, ভুলে যাও সে দারুণ ব্যথা।
পাষণ্ড দানব আমি, নিষ্ঠুর পামরে—
দেবী তুমি—ছুয়োনাক—ছুয়োনা আমারে।

সত্যবতী। সে কি নাথ! একি কথা শুনিলাম কানে,
চরণের দাসী আমি, বসি হে চরণে।

(সত্যদাসের পদতলে উপবেশন)

সত্যদাস। (সত্যবতীর হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে উত্থিত করাইয়া)
সত্যবতি !

সত্যবতী। কেন নাথ !

সত্যদাস। আমি তোমার স্বামী নই—পরম শত্রু ; এ শত্রুকে ক্ষমা ক'রবে কি ?

সত্যবতী। সে কি নাথ ! আপনি আমার স্বামী—আমার ইহপরকালের পরম গতি, সত্যবতীর জীবন, মন, হৃদয়—এই ত্রিরাজ্যের আপনিই একমাত্র অধীশ্বর ! আপনাকে ভাল ক'রে কখনও দেখ্‌তে পাই নাই ; তাই একবার দেখ্‌ব ব'লে, একবার নয়ন ভোরে সাধ পূর্ণ ক'রে জন্মের শোধ দেখ্‌ব ব'লে এত দিন এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য ক'রে বেঁচে আছি ! আজ আপনাকে পেয়েছি ; আমার মত সৌভাগ্যবতী আর এ সংসারে কে আছে !

সত্যদাস। তবে চল।

সত্যবতী। কোথায় ?

সত্যদাস। যথায়ে পুষ্পক নগরে।

সত্যবতী। আপনি যান্‌।

সত্যদাস। কেন, তুমি ?

সত্যবতী। আমিও যাব, কিন্তু এক সঙ্গে নয়—একে একে!

সত্যদাস। সেত আজ নয়; সেদিনের এখনও সময় আছে।

সত্যবতী। না নাথ! আশীর্ব্বাদ করুন, সেদিনে সত্যবতী সঙ্গ ছাড়া হ'বে না!

সত্যদাস। তোমাকে এখানে রেখে আমি চ'লে যা'ব।

সত্যবতী। তা' কেন, আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি। আপনি আর এখানে বিলম্ব ক'র্‌বেন না। আপনি এখানে, মহারাজ দেবসভায় নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়েছেন; রাজ্য রক্ষক শূন্য। দিবোদাস বালক, জননী মালাবতী সহায়শূন্যা। দুর্ম্মতী সেনাপতি দুর্জ্জয়সিংহ গোপনে বিদ্রোহ উপস্থিত ক'রে এই অবসরে রাজসিংহাসন অধিকারের চেষ্টায় আছে; আর আপনার এখানে থাকা উচিত নয়।

সত্যদাস। সেনাপতি বিদ্রোহী হ'য়েছে?

সত্যবতী। আজই রাজসিংহাসন অধিকার ক'র্‌বে।

সত্যদাস। তুমি এস, আমি চল্‌লেম।

সত্যবতী। আমি ছদ্মবেশে আপনার পশ্চাৎগামিনী হ'চ্ছি!

উভয়ের প্রস্থান।
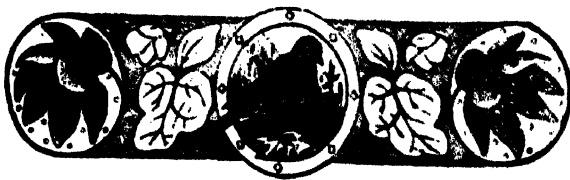
দশম দৃশ্য।

দেব-সভা।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্যাদি দেবগণ।

ইন্দ্র। উৎসব আরম্ভের সময় উপস্থিত।

সূর্য্য। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?

ব্রহ্মা। পুষ্পক নগরের অধীশ্বর মহারাজ উপবর্হণ এখনও উপস্থিত হ'তে পারেন নাই; তাঁর আগমন অপেক্ষাই উৎসব আরম্ভের বিলম্বের কারণ।

চন্দ্র। কার্য্য আরম্ভ হোক্‌না, তিনি না হয় পরেই আস্‌বেন।

ব্রহ্মা। তা'তে দোষ আছে; তিনি নিমন্ত্রিত, এবং একজন পরম হরিভক্ত, কার্য্যারম্ভে তাঁর অনুমতির অপেক্ষা করে। তাঁর অনুমতি না ল'য়ে যদি কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এবং তা'তে যদি তিনি অপমান বোধ করেন, তবে ভক্তের অপমানে ভক্তবৎসল হরিরও অপমান হ'তে পারে।

(নারদ ও উপবর্হণের প্রবেশ।)

নারদ। মহারাজ! এই দেখুন দেবমণ্ডলী সকলেই সমাগত হ'য়েছেন।

উপবর্হণ। (প্রণাম পূর্ব্বক) এ দাসের আজ জীবনের সুপ্রভাত।

ব্রহ্মা। মহারাজ! আপনার সকল মঙ্গল ত?

উপবর্হণ। যা'র প্রতি আপনাদের অনুক্ষণ অনুগ্রহ দৃষ্টি, তা'র মঙ্গলের কথায় আর জিজ্ঞাসা কি আছে?

ইন্দ্র। আপনি ভক্ত-চূড়ামণি, আপনার সকল কার্য্যই যে অনুক্ষণ পরম ভক্তের উপযুক্ত তাতে আর কথা কি আছে!

উপবর্হণ। আমি ভক্তের উপযুক্ত নই, তবে ভক্তের চরণাশ্রিত দাসের যোগ্য বটে!

চন্দ্র। আপনার মত ভক্তেরই উপযুক্ত কথা!

ব্রহ্মা। নারদ! আর বিলম্ব কেন? উৎসব আরম্ভ করা হোক।

নারদ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। যিনি আদি অনাদি, অনন্ত অন্তক, কামদ নিষ্কাম; যাঁকে গণেশ, ব্রহ্মেশ, মহেশাদি দেবগণ প্রণাম করেন, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নির্গুণ সর্ব্বগুণাধার ভগবানকে স্মরণ ক'রে সকলে [illegible]।

(গান করিতে করিতে অপ্সরা, [illegible] প্রবেশ।)

গান।

জয় যোগেশ-মানস-বিলাস, মনমথ-মন মোহন।
চরণ প্রয়াসী, করুণা পিপাসী,
শ্মশান-নিবাসী পঞ্চানন।
জয় গোকুল আকুল মুরলী, পীতাম্বর ধর জয় বনমালী
(নাথ কত খেলা খেল তুমি)
রাখাল সখা, রাধা-মন-রাখা, বাঁকা শিখিপাখা ধারণ।
জয়, হৃদয়-সরোজ উপরে, পুরুষ প্রকৃতি নিত্য লীলা করে
(নাথ কত ভাবে থাক তুমি);
বিরজা বিনোদ পুলিন মাঝারে রাস রসে রহ মগন।

উপবর্হণ। (স্বগত) হায় মন! একি ভাব তোর;
সহসা কি ভাব-মোহে হলি বিচলিত!
বামা-কণ্ঠে হরিনাম-সুধা-বরষণ
হ'তেছে, তাহাতে তুই না হ'লি মোহিত!
সর্ব্বনাশী উর্ব্বশীর রূপের ছটায়
হ'য়ে গেলি দিক হারা হায় একি ভাব!

রক্ষা কর, সাবধান, হ'য়োনা অবশ ;
শোন হরি গুণ-গান, মত্ত হও সুখে
গোবিন্দ পদারবিন্দ-সুধা-আস্বাদনে !

অপ্সরাগণের পুনর্ব্বার গান।

গান।

সদা সে মধুর হরিনাম বল্‌রে রসনা।
নাম সুধা-পানে মত্ত হ'য়ে থাক না।
হরি-প্রেমে মেতে পাগল সাজরে ; পাগল হ'লে, পাগল মেলে,
নইলে তারে পাবে না।
হরিপ্রেম-সাগরে ডোবরে ডোবরে. তাতে নাই রে ভাটা,
নাই রে জোয়ার ভেসে ভেসে চলনা !

উপবর্হণ। (স্বগত) ভাসিল সংযম তরি সৌন্দর্য্য-সাগরে !
উঠিল কটাক্ষ-ঢেউ প্রবল উচ্ছ্বাসে,
বহিল আসক্তি-ঝড় ঘোর হুহুঙ্কারে,
ভাঙ্গিল জ্ঞানের হাল তরঙ্গ-আঘাতে ;
ছিল মন কর্ণধার ব'সে রঙ্গ দেখে।
যাক্—ডুবে গেল তরি ঘন ঘূর্ণিপাকে !
ঘটুক, যা আছে ভাগ্যে নাহি ভয় তার !
মজিলাম মরিলাম, হারালাম সব
সর্ব্বনাশী উর্ব্বশীর রূপের কুহকে !

উর্ব্বশী। আর্য্যগণ, আমরা এখন তবে আসি।

উপবর্হণ। দাঁড়াও দাঁড়াও কোথা যাইবে সুন্দরি !
(বেগে আসিয়া উর্ব্বশীর হস্ত ধারণ)।

উর্ব্বশী। ছিছি-ছিছি, করেন কি মহারাজ !—হাত ছেড়ে দেন,—হাত ছেড়ে দেন !

উপবর্হণ। বিনা মূল্যে বিকায়েছি চরণে তোমার,
দাস আমি, কর কৃপা—(মূর্চ্ছিত ও পতিত)
(অপ্সরাদিগের প্রস্থান।)

দেবগণ। (করতালি দিয়া) ছিছি-ছিছি, একি ব্যাপার!

ব্রহ্মা। হায় ভণ্ড! হায় কপটাচারী! একি কাণ্ড, একি ব্যবহার, একি ঘৃণিত অভিনয়!

(উপবর্হণের উপবেশন)

ইন্দ্র। একি মহারাজ! একি তোমার আচরণ! এই কি হরিনাম-সাধনার গৌরব, এই কি তোমার হরিভক্তির মহিমা, এই কি তোমার তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়! রমণীর কটাক্ষ বিক্ষেপেই যে সংযম-রশ্মি ছিন্ন ক'রে মন-অশ্ব বিপথে ধাবিত হ'লো! ছি মহারাজ! একবার লজ্জার ভয়ও ক'রলে না!

ব্রহ্মা। (উপবর্হণকে) রে মূর্খ! রে হতভাগ্য! রে মন্দমতি পাষণ্ড! এই দেবমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত সভা মধ্যে যেমন পশুর ন্যায় আচরণ করলি; সমগ্র দেবগণকে উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে যেমন লজ্জা ভয় সবই বিসর্জ্জন দিলি; সেই দুষ্কৃতির প্রতিফল স্বরূপ আজ দিনান্তে তোর জীবনান্ত সংঘটিত হ'বে। জীবন-দণ্ডই তোর এ মহাপাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

উপবর্হণ। দীননাথ রক্ষা করুণ। (ব্রহ্মার পদতলে পতিত হইয়া) হায় পিতামহ, আমি মূর্খ, আমি জ্ঞানহীন পামর, আমি ক্ষমা পাবার সম্পূর্ণ অযোগ্য; আজ আপনি নিজগুণে দয়া প্রকাশে এ অধমকে রক্ষা করুন! দুর্ব্বার প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় আজ আমার এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হ'য়েছে!

ব্রহ্মা। দূরে যা; তোর মত মহাপাপীকে স্পর্শ করলেও অপবিত্র হ'তে হয়!

উপবর্হণ। রক্ষা কর পিতামহ, হতভাগ্য আমি
রূপের মোহেতে আজ হারায়েছি জ্ঞান;
নিজগুণে পরিত্রাণ হ'বে হে করিতে।
করিয়াছি শত চেষ্টা হ'তে সাবধান;
করিয়াছি কত চেষ্টা মন ফিরাইতে;
ডাকিয়াছি কতবার হরি দয়াময়ে।

কিন্তু হায় কি বলিব, কিবা ইন্দ্রজালে
সব ভুলায়ে দিল, হ'রে নিল জ্ঞান ;
আসক্তির মহাজয় হইল শেষেতে !
কুমতি সন্তান আমি,—তুমি দয়াময়,—
বিপন্ন, শরণাগত, আশ্রিত, ত্রাসিত,
চাহে আজ প্রাণ ভিক্ষা কম্পিত হৃদয়ে !

ব্রহ্মা। তোর মত দুর্ব্বৃত্ত, [illegible] কদাচারী, [illegible] নীচাশয়ের পবিত্র গন্ধর্ব্বরাজ্য উপযুক্ত স্থান নয়, প্রজ্বলিত অগ্নিগর্ভময় নরকই তোর প্রকৃত আশ্রয়। তোর পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত-বিধান হ'য়েছে, তা'তে অবিচার কিছুমাত্র হয় নাই। বৃথাই অনুরোধ, বৃথাই রোদন; ব্রহ্মার বাক্যের অন্যথা কিছুতেই হ'বে না !

নারদ। শান্ত হ'ন্, এত কঠিন হ'বেন না। রমণীর মোহময় রূপের অনলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হ'য়ে মহারাজ পাপগ্রস্থই হ'য়েছেন, কিন্তু সেই পাপী, সেই দুর্ব্বৃত্ত, সেই কদাচারী এখন আপনার করুণা-ভিখারী,—শরণাগত, [illegible] পদতলে নিপতিত। শরণাগতকে অভয় প্রদান ক'র্‌লে দয়াময় লোক-পিতার মহিমাময় নামের গৌরবের বৃদ্ধি বই হ্রাস হবে না !

ব্রহ্মা। এরূপ নারকীর প্রতি আবার দয়া প্রদর্শন ! যে মানীজনের সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে জানেনা, যে সমাজ নিয়মে অবজ্ঞা প্রকাশ করে, যে বিবেক বিহীন, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত, তাকে অভয় প্রদান কোন জ্ঞানবানেই করে না। এখনও যে এই পামরের কলুষিত দেহ ব্রহ্মার রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় নাই,—এই যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হ'য়েছে !

উপ। ক্ষমা ক'র্‌লেন না, শরণাগতকে রক্ষা করতে কুণ্ঠিত হ'লেন ? তবে একান্তই নিরুপায় ! আর প্রাণভিক্ষা চাই না ; এরূপ পাপীর প্রাণ না থাকাই ভাল। আমি সংসারের কলঙ্ক, সমাজের আবর্জ্জনা ; আমাকে ধারণ ক'রেও ধরিত্রী ভারগ্রস্তা হ'য়েছেন। যে সংযম বিহীন, মন যার অনায়ত্ত, সে গন্ধর্ব্ব হ'লেও পশু, রমণীর সৌন্দর্য্য-মোহে বিমুগ্ধ হ'য়ে, জ্ঞান বিবেক বিসর্জ্জন দেয়, সে মহারাজ হ'লেও পশুর অধম, পামর জীবনের পরিশেষ হোক—তাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। তবে দুঃখ এই, যে এ জন্ম কেবল বৃথা

খেলার পরিসমাপ্ত হ'লো! ভেবেছিলেম, জীবনের এ কয়টা দিন সেই চিন্তা-মনির চরণ-চিন্তায় অতিবাহিত ক'র্‌ব! নিজ কর্ম্ম দোষে সে আশা সমূলে বিনষ্ট হ'লো, দোষ কারও নাই! কিন্তু এই মরণ সময়, এই জীবন-লীলার অবশেষ সময় স্ত্রীপুত্র কে কোথায়; একবার তা'দের মুখ দেখে যেতে পেলেও যে মন-দুঃখের অনেকটা হ্রাস হ'তো!

গান।

কোথায় রহিল আজ সকলে।
কোথায় আমি, কোথায় পরিজন,
কোথায় এসে হারালাম জীবন।
সুখ-পূর্ণিমার শশীর উদয় হইল, বিধাতা রাহুরূপে তায় গ্রাস করিল,
সব ফুরায়ে গেল (অকালে কালের বশে সব ফুরায়ে গেল)
(বিধি বাদী কে রাখিবে) নাই উপায় আর নিকট মরণ।
কোথা সতী মালাবতী, অভাগা নন্দন
এসময়ে রইলি কোথা দেরে দরশন,
একবার আয় রে কোলে
(মরণকালে কোথায় আছিস্—একবার আয়রে কোলে)
(ভেস্নি ক'রে পিতা ব'লে, একবার আয় রে কোলে)
দেখে যাই তোর সে চাঁদ-বদন।

ব্রহ্মা। মহারাজ! বৃথা দুঃখ; রোদনে ফল নাই। এইরূপে জীবন পরিত্যাগ করাই তোমার অদৃষ্ট-লিপি। এখনও সময় আছে, দিনমান অবসান হ'বার এখনও অনেক বাকী; এখানে বিলম্ব না ক'রে রাজধানীতে গমন কর, অনায়াসে পত্নীপুত্রের মুখ-দর্শনে সমর্থ হ'বে এবং আমিও তোমায় অভয় প্রদান করেছি; অর্থাৎ পত্নী পুত্র, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হ'লে, তোমার জীবন-বিদায় সহিত দিনমান অবসান হ'বে না!

রাজ। যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হ'য়েছে! দয়ার সীমা নাই, এ দয়ার তুলনা ত্রিজগতে পাওয়া যায় না! জিজ্ঞাসা করি, উপবাস'প এমন

কি অভূতপূর্ব্ব, প্রায়শ্চিত্তবিহীন মহাপাতকের আচরণ ক'রেছে, যার জন্ত এক বারে তাঁ'র প্রাণদণ্ডের বিধান ক'র্‌লেন! এরূপ দোষে এরূপ অব্যক্ত কঠোর শাস্তি আর কি কোন সময়ে, কোন ক্ষেত্রে, কারও প্রতি বিহিত হ'য়েছে! এই কি লোক-পিতা ব্রহ্মার উপযুক্ত কার্য্য হ'লো? সামান্ত অপরাধে একজন হরিভক্তের প্রাণনাশ, এ অপেক্ষা আর সর্ব্বনাশ কি হ'তে পারে! যিনি ভক্ত অম্বরীষের রক্ষার জন্ত অগস্তের শাস্তি বিধান করতে বিরত হন্ নাই, সেই ভক্তাধীন কি এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করবেন? না, এই হরি উৎসবে যে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্‌লেন, তা'তে সেই শ্রীহরির সন্তোষ বিধান হ'বে? যদি কোন অপরিচিত পথিক কোন নরহত্যা-ব্যবসায়ী দস্যুর আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সে দস্যুও তাকে আশ্রয় প্রদান ক'রে থাকে, কখনই তার জীবন নষ্ট ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু আপনার হৃদয় এত কঠোর, আপনি এতদূর মমতা বিহীন, যে একজন আহূত অতিথির অনায়াসে প্রাণদণ্ড ক'র্‌লেন, তা'তে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হ'লেন না! নিমন্ত্রণের কি এই পুরস্কার! আতিথ্যের কি এই দেব-বিহিত সাধু সৎকার? নামের গৌরবে জগৎ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে! পথে কাল ভুজঙ্গ দর্শন ক'রে যতদূর ভীত না হয়, লোকে আজ হ'তে আপনাকে দর্শন ক'রে ততোধিক ভয় প্রাপ্ত হ'বে! ত্রিলোকবাসী মৃত্যুর নামে যতদূর শঙ্কা না করে, আজ তারা লোক-পিতা ব্রহ্মার নাম শ্রবণে তা অপেক্ষা অধিকতর শঙ্কিত হ'বে! এই সামান্ত দোষে এরূপ কঠোর দণ্ড! এই অবিচারের অমুচ্য কলঙ্ক রেখা জগৎ-পটে চিরদিন অঙ্কিত থাক্‌বে!

ব্রহ্মা। দেখ নারদ! এটা সামান্ত দোষ বা অল্প পাপ নয়। ইন্দ্র চন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবগণ উপস্থিত, আমি বর্ত্তমান; আমাদের সম্মুখে এরূপ কুৎসিত, ঘৃণিত আচরণ কি সামান্ত ব'লে মনে কর? তুমি পুত্র, তাই এরূপ কঠোর উক্তি এখনও ক্ষমা ক'র্‌ছি,—একটু সাবধান হও।

নার। উচিত কথা বলা নারদের চির-স্বভাব, তা'তে ভাগ্যে যা' আছে, তাই না হয় হ'য়ে যা'বে! লোকে যদি আগে দর্পণে আপনার মুখ দর্শন করে, তা'হ'লে অনেককে কুৎসিত জ্ঞান তার দূরীভূত হ'য়ে যায়! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, উপবর্হণ না হয় একজন বেশ্যার সৌন্দর্য্য-মোহে মোহিত হ'য়ে গর্হিত কার্য্যই ক'রেছে; কিন্তু বলুন দেখি, আপনি কি এ অপেক্ষা অধিকতর

গর্হিত, ঘৃণিত, লজ্জাজনক অপকার্য্য ক'রে সেই পাপের প্রতিফল স্বরূপ ব্রহ্মলোক হ'তে বিচ্যুত হন নাই? আর এই ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য এঁরাও কি এ অপেক্ষা লোমহর্ষণকারী মহাপাপ কখনও করেন নাই? কেউ বা গুরু পত্নী, কেউ বা ব্রাহ্মণ পত্নী, কেউ বা আচার্য্য পত্নী দেখে যে ধর্ম্মজ্ঞান একবারে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন! হায় অদৃষ্ট! যাঁদের কলঙ্ক কখনও যাবার নয়, যাঁদের কলঙ্কে এই বিশ্বরাজ্য চিরদিন কলঙ্কিত হ'য়ে থাক্‌বে, তাঁদেরই চক্ষে আজ সামান্ত অপরাধে উপবর্হণ কলঙ্কিত হ'লো! হায় সুবিচার! যাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; যাঁদের পাপ-কাহিনী মনে হ'লে পাপীর হৃদয়েও ঘৃণার উদয় হয়, আজ সেই মহাপাপীগণের চক্ষে মহারাজ সামান্ত পাপের জন্ত মহাপাপীর মধ্যে পরিগণিত হ'লো! রমণীর সৌন্দর্য্য-কুহকে কে না আত্মহারা হ'য়েছিল! সমুদ্র মন্থনকালে মোহিনীর মোহে ঈশান পাগল সেজেছেন; পরাশর রমণীর রূপের ছটায় দিকহারা হ'য়ে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি ক'রেছেন; বিশ্বামিত্র বিজন বনের মাঝেও সংযম রক্ষায় সমর্থ হ'তে পারেন নাই! উপবর্হণের আজ এরূপ ধৈর্য্যবিচ্যুতি তত বিচিত্র নয়; এবং সেজন্ত ন্তায় ধর্ম্মের সতত রক্ষাকারী হরি-সেবক মহাপাপীর মধ্যেও পরিগণিত হ'তে পারে না!

উপ। দেবর্ষে! ক্ষমা করুন, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধান কর্ত্তা, তিনি কখনও আমার প্রতি অন্তায় বিধান করেন নাই। আমি যে মহাপাপী তা'তে আর কিছুমাত্র প্রতিবাদ নাই। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন হাস্তমুখে হরি হরি ব'লতে ব'লতে এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি। আর যেন মোহ এসে উপস্থিত না হয়, যেন রাজ্যধন, স্ত্রীপুত্রের মায়ায় বিমুগ্ধ হ'য়ে সেই নিদানবন্ধুর মধুর নাম উচ্চারণ ক'র্‌তে বিরত না হই! কি আর ব'ল্‌ব ঋষিরাজ, আমার কেবল এই কামনা, সেই কমলাকান্তের অভয় চরণ চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে যেন এ জীবনের পরিশেষ কাল উপস্থিত হয়।

গান।

কর আশীর্ব্বাদ, যেন মন-সাধ
পূর্ণ হয় হে আমার।

যেন হরি হরি ব'লে, দুই বাহু তুলে
পরিণামে পাই হে নিস্তার।
(হরি হরি ব'লে যাই হে যেন)।
কিবা রাজ্য, কি সিংহাসন, সবই প'ড়ে রবে এখন
(যাবার সময় সঙ্গে কেউ যা'বে না)
যেন নাহি ভয় করে, শমন সমরে,
হরে মুরারে বলি বারম্বার।
কত বন্ধু কত সখা, তখন আর পাবনা দেখা
(ডাকলেও ফিরে কেউ চাবেনা)
আছে সে পথে অপার, জলধি বিস্তার,
তিনি বই তায় নাই কর্ণধার।

নার। সে জন্য ভয় নাই মহারাজ! যদি একদিনও ভক্তি ক'রে সেই ভক্তের হরিকে ডেকে থাকেন, তবে আশীর্ব্বাদ ক'রছি, আপনি কখনই সেই ভক্তাধীনের কৃপালাভে বঞ্চিত হ'বেন না। আশীর্ব্বাদ ক'রছি, আমি যদি ভক্ত হই, আর সেই ভক্তবৎসল যদি ভক্তের মান রক্ষা ক'রে থাকেন; তবে [illegible] নিশ্চয় আপনি হরিনাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে জীবন ত্যাগে সমর্থ হ'বেন। (ব্রহ্মার প্রতি) আপনিও শুনুন, যে হরি, ভক্তের প্রাণ রক্ষার জন্য জলে অনলে প্রবেশ করেন, ভক্তের মান রক্ষার জন্য স্ফটিক-স্তম্ভে বিরাজমান থাকেন, সেই ভক্তের হরিকে মহারাজ যদি একবারও প্রাণভোরে ডেকে থাকেন; তবে নিশ্চয় দেখ্‌বেন, সেই ভক্তবৎসলই এই নিগৃহিত ভক্তকে রক্ষা ক'র্‌বেন। আপনি যে মুখে এই নিরীহকে জীবনদণ্ডের বিধান ক'রেছেন, সেই মুখে আপনাকেও, [illegible] এঁর পুনর্জ্জীবন দান কর্‌তে হ'বে। তা' যদি না হয়, তা' হ'লে হরিনাম ভুলে যা'ব, এ তিলক অঙ্কন মুছে ফেল্‌ব, এই নামের মালা ছুঁড়ে নিক্ষেপ কর্‌ব! চলুন মহারাজ! আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই; নির্ভয়ে পুষ্পক নগরে গমন করুন। মালাবতী সাধ্বী সতী, তাঁ'রই পাতিব্রত্য বলে আপনি নিস্তার লাভ ক'রবেন।

[নারদ ও উপবর্হণের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। (স্বগত) সেই লীলাময় যে কোন্ সূত্রে কোন্ কার্য্য সম্পন্ন ক'রে কার দ্বারায় কোন্ কার্য্যসিদ্ধ ক'রে থাকেন, তা কে বল্‌তে পারে। তিনি একদিন হিরণ্যকশিপুর দ্বারা প্রহ্লাদের গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছিলেন; সুরুচি কর্ত্তৃক ধ্রুবের ভক্তি-মহিমা জগৎবাসী কে দেখ্‌য়েছিলেন; আজ আবার আমাকে কারণরূপে পর্য্যবসিত ক'রে কোন্ ভক্তের দ্বারায় যে ত্রিলোকে ভক্তির মহিমা প্রচার ক'রবেন,— তা তিনি ভিন্ন আর কে ব'লতে পারে। যাই হোক যেন হরিভক্তের মানরক্ষা হয়। (দেবগণের প্রতি) চলুন, আজ উৎসব-কার্য্য এইখানেই পরিসমাপ্ত হোক্।

[সকলের প্রস্থান।
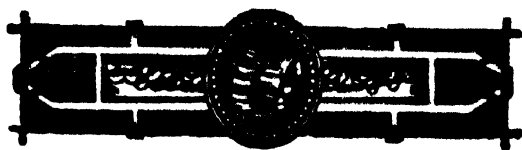
একাদশ দৃশ্য।

রাজ অন্তঃপুর।

(চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী। (স্বগত) আঃ মর্ মাগীগুলোর ঠাট্টা দেখে আর বাঁচিনা! কেন রে বাপু, আমি হরিনামই করি, আর তিলকই কাটি, তোদের তা'তে চ'খ টাটানি কেন? উঠ্‌তি বয়েসই হোক্, আর যৌবনের আবেশই থাকুক— কেন, তা'তে কি হরিণনাম ক'র্‌তে কিছু নিষেধ আছে না কি! আমার মুখে হরিনাম শুন্‌লে রাণী মা কত সুখী হন্, আমাকে তিলক ক'র্‌তে দেখলে তাঁর মনে আর আনন্দ ধরেনা;—সে তিলকে আমাকেও কত মানায়! কিন্তু পোড়া লোকের তা' ভাল লাগে না! এমন চল চলে দেহখানি—টল টলে যৌবনে ভরা—যেন ভাদ্রের নদী দুকূল ছেনে চ'লে যাচ্ছে; এমন এক-টানা চ'খ দুটী যেন কে দুটী পটল চিরে ব'সয়ে দিয়েছে; এমন টক্ টকে ঠোঁট দুটী—রসে ভরা, নাড়া দিলে যেন রস্ রস্ ক'রে রসের ধারা প'ড়ে যায়! এ সবই মিছে, সবই মিছে; বনের মাঝে ফুল ফুটল,—~~[illegible]~~, আবার বনের মাঝেই ঝ'রে প'ড়ল; কেউ দেখলে না, কেউ শুন্‌লে না, কেউ একবার নাকের কাছেও নিয়ে গেল না! এইত এ জীবনের অবস্থা, এইত এ জন্মের সুখ! তা'তেই অনেক ভেবে, অনেক বুঝে; শ্রীহরিকে জীবন, যৌবন সমর্পণ ক'রে দিয়ে চুপ ও হরিনাম ক'রে থাকি; কিন্তু পোড়া লোকে তা'তেও বাদী, এ দুঃখ আর বলি কাকে।

(সূর্য্যমুখীর প্রবেশ।)

সূর্য্য। কি চন্দ্রা, ছটায় যে ঘটা ক'রে তুলেছিস্ দেখ্‌ছি!

চন্দ্র। কি ভাই সূর্য্য!

সূর্য্য। কি আর কি, বেশ ফাঁদ পেতেছ ভাই!

চন্দ্র। ফাঁদ আবার কিসের দেখ্‌লি?

সূর্য্য। কেন নাকের মাঝে ঐ তিলক ছাঁদ! ও যে ভাই, নাগর ধরার জীয়ন্ত ফাঁদ,—পেতে রাখিস্ ভাই—পেতে রাখিস, গণ্ডায় গণ্ডায় নাগর ধরা প'ড়বে,—নাগরে নাগরে ধুল পরিমাণ হ'য়ে যা'বে; ঐ ফাঁদটী যেন ভাল ক'রে পেতে রাখিস্!

চন্দ্র। তাই যদি হয়, তবে তোকেও না হয় দুটো ধ'রে দিব।

সূর্য্য। আমায় দিতে হ'বেনা; তোর নিজের ক্ষিধেটা মিটয়ে নিস্! দু'টো একটা বেশী থাক্‌লে আসর কখনও ফাঁক যাবেনা; প্রেমের হাটে মহাজন হ'য়ে পড়্‌বি, কিন্তু সাবধান মূলধন যেন হারিয়ে না যায়!

চন্দ্র। তাই ভাই—তাই; আমি প্রেমের হাটে মহাজন হ'য়ে নাগরের ব্যবসা ফাঁদ্‌ব। আসল আমারই থাক্‌বে, সুদের যেটা বাড়তি হ'বে, সেটা—তোরই পাওনা।

সূর্য্য। আমার ত ভাই তত থাক্‌তি নাই। যারা তোর মত হরিনামের ঠক্‌ঠকানিতে মনের দগদগানি চেপে রাখে, তাদেরই দিস্; যারা যৌবনের রাজত্বে বাস ক'রে রাজ-করের দায়ে জড় সড়, তাদেরই দিস্; যারা তোর মত তিলক কেটে প্রেমের দায়ে বিরাগিনী হ'তে বেরিয়েছে, তাদেরই দুটো দিস্; কিন্তু সাবধান, যেন মূলধনে শূন্য না পড়ে।

গান।

তোরা নূতন প্রেমের অনুরাগী দিনে দেখিস্ তারা।
প্রেম-সাগরে সাঁতার দিতে ডুবে ডুবে হোস্‌না সারা।
প্রেমের মহাজন হ'বি, ফুলাতে প্রেম বিলাবি,
নূতন ঠাটে যৌবনের হাট বসাবি,
দেখিস্ লাভে মূলে হোস্ না হারা।

যৌবন-ফুল উঠ্‌লো ফুটে, গৌরবে সৌরভ ছুটে,
আস্‌বে বঁধু চ'লে যা'বে মধু লুটে;
ব'বে দু'নয়নে শত ধারা।

চন্দ্র। কালামুখী, ছারকপালী সূর্য্যমুখী, সে ভয় দেখাচ্ছিস্ কাকে! আমি যে হরি-প্রেমের বিলাসিনী; সে প্রেমের কি পড়্‌তি আছে? সেই প্রেমের এমনি গুণ যে, যত বিলাবি ততই তা' বেড়ে যা'বে। তা'তেই মনে ক'রেছি,

যৌবনে যোগিনী সেজে,
প্রেম বিলাব ~~নেচে নেচে~~!

সূর্য্য। ওরে আমার কাঁচা সোনা,
বাড়ীর বাহির হ'য়োনা;
দেখ্‌লেই লোকে লুফে নেবে,
আদর ক'রে গলায় প'র্‌বে!

চন্দ্র। তোকে ত কেউ কথায় পার্‌বে না। কিন্তু বল্ দেখি ভাই, হরি-নাম জপ কর্‌তে কি কোন দোষ আছে?

সূর্য্য। না না, খপ্ খপ্ ক'রে সেরে নে! অসার সংসার, চোখ বুজ্‌লেই অন্ধকার; যৌবনের বিষম জ্বালা, সার কেবল হরিনামের মালা।

চন্দ্র। না ভাই সূর্য্য, উপহাস করিস্ না; রাণীমায়ের মুখে শুনেছি,—

অসার সংসারে শুধু হরিনাম সার,
তাঁ' বিনা জীবের গতি নাহি কিছু আর।

আমি অনাথা, যদি সেই অনাথ-নাথকে একবার ডেকে সুখী হই, তবে তা'তে তোদের এত কথা কেন?

সূর্য্য। সাধ ক'রে কি ব'ল্‌তে হয়; তোদের হরিনাম করার ফল কি? এক দিকে মুখে হ'চ্চে হরি হরি, কিন্তু বুকের ভিতর মরি মরি; যৌবনের পোড়াপুড়ি কি হরিনামে যা'বে ভাই?

(মালাবতীর প্রবেশ।)

মালা। চন্দ্র সূর্য্য যে এক জায়গাতেই এসে উপস্থিত হ'য়েছিস্?

সূর্য্য। হুঁ মা, দিন রাত্রি এসে এক সঙ্গেই মিলেছি।

মালা। মহারাজ বোধ হয় এখনই আস্‌বেন; পূজার আয়োজন ক'র্‌তে হবে।

সূর্য্য। আয়োজন সবই ক'রেছি; এইবার ফুল তুল্‌তে যাচ্ছি।

চন্দ্র। আমি তবে ফুল তুলিগে।

[চন্দ্রমুখীর প্রস্থান।

মালা। সূর্য্য, তখন কি ব'ল্‌ছিলি?

সূর্য্য। বড় সর্ব্বনাশের কথা মা! শুন্‌লেম, সেনাপতি দুর্জ্জয় সিং গোপনে বিদ্রোহ উপস্থিত ক'রে রাজসিংহাসন অধিকার ক'র্‌বার চেষ্টায় আছে। মহারাজ কখন আসবেন মা?

মালা। এ কথা কি বিশ্বাস হয়?

সূর্য্য। তা হয় না বটে, কিন্তু ধনের লোভে লোকে বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে থাকে।

মালা। ধনের লোভে লোকে পাপকার্য্যে কুণ্ঠিত হয় না সত্য; কিন্তু সূর্য্যমুখী, ক'জনের পাপ-সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'য়ে থাকে? পাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিরদিনই ধর্ম্ম বিচরণ করেন; পাপীগণ যতই বলশালী হোক্‌, তাদের বুদ্ধি যতই কৌশলময় হোক্‌ না কেন, তারা ধর্ম্ম-শাসনের নিতান্তই বশীভূত! ধর্ম্মই পাপীর শাসনকর্ত্তা; সেই ধর্ম্ম যদি আমাদের সহায় থাকে, তবে আর ভয় কাকে বাছা?

(উপবর্হ'ণ ও তৎপশ্চাৎ দিবোদাসের প্রবেশ।)

উপ। সম্পূর্ণ ভয় মলাবতী, ভয় সম্পূর্ণই। আজ তোমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'য়েছে!

মালা। কি জন্ত এত ব্যাকুল হ'য়ে এলেন?

উপ। ব্যাকুলতা—মালাবতী, এ ব্যাকুলতা তোমাদের সর্ব্বনাশের অবতরণিকা মাত্র! আমার সংসার-খেলার অবসান, তোমাদের সুখলীলার পরিশেষ,—আজ এই সূর্য্যের অস্তের সঙ্গে আমার এই জীবন-সূর্য্য চিরদিনের জন্ত অস্তাচল সমাসীন হ'বে! হায় মালাবতী যদি সেইখানে সেই মুহূর্ত্তেই মরণ হ'তো, তা হ'লে তোমাদের মুখ দেখে এত কষ্ট পেতেম না। (দিবোদাসের হাত

ধরিয়া) দিবোদাস বাপ আমার, আর যে আমার যা'বার সময়ের বেশী বিলম্ব নাইরে।

দিবোদাস। কোথায় যাবেন আর্য্য!

উপ। যেখানে সকলে যায়, ——সেই কৃতান্তপুরে। দিবো-দাস, আজ সন্ধ্যা-সমাগমে আমারও জীবন-সন্ধ্যা উপস্থিত হ'বে বৎস! কিন্তু প্রাকৃতিক সন্ধ্যার আবার প্রভাত আস্‌বে, আমার জীবন-দিবার যে সন্ধ্যা উপস্থিত হ'বে, তা'র আর প্রভাত নাই, তা'র আর পরিশেষ নাই;—অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকারেই তার চির পরিণতি! মালাবতী, যিনি রক্ষক, তিনি আজ আমার ভাগ্যে ভক্ষকরূপে পরিণত হ'য়েছেন; যিনি সৃজনকর্ত্তা, তিনিই আজ সংহর্ত্তার কাজ ক'রেছেন। অপ্সরা উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য-মোহে জ্ঞান হারা হ'য়েছিলেম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রহ্মা-রূপী জগৎ-বিধাতা আজ আমার মরণ বিধির বিধান ক'রেছেন! আমার দুঃখ নাই, তোমরাও দুঃখ ক'র না; সকলে হাস্যমুখে আমাকে বিদায় দাও; আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে যাই।

মালাবতী। কি মহারাজ!—কি মহারাজ-কি বিষম কথা——

(মূর্চ্ছিতা)।

উপবর্হণ। পূর্ণ্যামুখি! মালাবতীকে সান্ত্বনা কর।

দিবোদাস। আর্য্য, সান্ত্বনা আর কি আছে! লতা-শিরে বজ্রপাত হ'লে, সেই লতা যখন বিদ্যুৎ-দাহনে দগ্ধ হ'তে থাকে, তখন কি আর জল-সেচনে তা'র সে জ্বালার উপশম হয়! মায়ের যে এখন ——সেই অবস্থা উপ-স্থিত; বৃথাই সান্ত্বনা, বৃথাই উপদেশ! তবে পিতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পেতে—আমার মায়ের প্রাণ রক্ষা কর্‌তে আর কি কোনও উপায় নাই? আমি ত আপনার পুত্র, এবং পুত্র পিতার রূপান্তর মাত্র; আজ আমি যদি আপনার পরিবর্ত্তে জীবন বিসর্জ্জন দিই, তা'হলে কি ব্রহ্মার অভিশাপ বাক্য রক্ষা হ'বে না? আপনি চ'লে গেলে, মা কি আমার শোক-সন্তপ্ত জীবন ধারণে সমর্থ হ'বেন? আপনি যা'বেন, সেই সঙ্গে মা যাবে, বলুন আর্য্য, এই ছার রাজ্যধন কি আমার পিতা মাতার স্থান পূর্ণ ক'র্‌তে পা'র্‌বে?

গান।

শুনে দহিছে জীবন।
অকস্মাৎ বজ্রপাত শিরেতে হ'য়েছে পতন।
অনুমতি দাও তনয়ে, এ প্রাণ বিনিময় দিয়ে,
পিতার জীবন রক্ষা ক'রে সফল করি এ জীবন।
অদর্শন হ'লে তোমার, নিশ্চয় জননী আমার
শোকের অনলে পুড়ে হারাইবে প্রাণ ;
পিতামাতা হ'লে হারা, শূন্য ময় হইবে ধরা
সিংহাসন বা রত্নধনে স্নেহের স্থান কি হ'বে পূরণ।

উপবর্হণ। অবোধ বালক, যা'র পাপ, সেই তা'র ফল ভোগী হ'য়ে থাকে। একের পুণ্যের বলে অন্যে সুখ সম্পদ ভোগ ক'র্‌লেও কর্‌তে পারে। কিন্তু কা'রও পাপের ফলভোগী কেউ কখনও হয় না। এখন অধীর হ'য়ো না; তুমি আমার জ্ঞানবান পুত্র,—জ্ঞান-উপদেশ প্রদানে তোমার মাতৃকে সান্ত্বনা দাও; ব্রহ্মার অভিশাপ বাক্য কিছুতেই অন্যথা হ'বে না। মহাকালের করাল কবলে চির আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বার আর আমার বেশী বিলম্ব নাই।

মালাবতী। (উত্থিত হইয়া উদ্ভ্রান্ত ভাবে) নিয়ে যায়—ঐ যে নিয়ে যায় গো, আমার জীবন সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে চ'লে যায়! একজন নীলবর্ণ চতুর্ম্মুখ পুরুষ—তা'র নয়ন-কোণে ঝলকে ঝলকে অনল ধারা বাহির হ'চ্ছে,—ঐ দেখ—ঐ দেখ, সেই এ মালাবতীর পতিধন কেড়ে নিয়ে চ'লে যাচ্ছে! সংসার মরুভূমি ক'রে, জীবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে—ঐ দেখ, সেই নিষ্ঠুর চতুর্ম্মুখ পুরুষ অনল বর্ষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লে যাচ্ছে। তোমরা ধ'রে রাখ,—তোমরা গিয়ে ফিরাও গো! যেও না—নির্দ্দয়, নির্ম্মম পুরুষ, আমায় অনাথা ক'রে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেও না! এই পায়ে ধ'র্‌লেম, কই যাও দেখি। (মূর্চ্ছা)।

সূর্য্য। আবার মূর্চ্ছা! কুমার, সতী বুঝি পতির আগেই চ'লে

গেলেন। হায় মহারাজ, আমরা আর কা'র কাছে আশ্রয় নিয়ে এ জ্বালা শীতল ক'র্‌ব!

মালাবতী। (উত্থিত হইয়া) দিবোদাস, মহারাজ কই গো?

উপবর্হণ। মালাবতি! তুমি জ্ঞানবতী হ'য়ে কেন এরূপ অধীর হ'চ্ছ!

মালাবতী। মহারাজ! জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক—সবই যে আজ কোন্ দিকে চ'লে গেছে! এখন আর অন্য কথা কিছুই নাই, দয়া ক'রে আমাকে মরণের পথ দেখ্‌য়ে দেন। আমার মত এমন বিপদ, আমার মত এমন অবস্থা আর কার হ'য়েছে মহারাজ?

উপবর্হণ। উপায় কি মালাবতি! এইরূপে আমার মৃত্যু দর্শন যে তোমার অদৃষ্টলিপি! তবে আর কাঁদ্‌ছ কেন? নয়ন-জল নিক্ষেপ ক'রে কি আজ আমার মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা ক'রতে পার্‌বে? দিনমান অবসান হ'য়ে আস্‌ছে, সেই সঙ্গে আমার জীবন-দিবারও অনন্ত সন্ধ্যা নিকট হ'চ্চে; এ সময় আর বৃথা রোদনে মায়াজালে বন্ধন ক'র না! কাঁদ্‌বার সময় অনেক পাবে; তখন আমি আর নিষেধ ক'র্‌তে আস্‌ব না! স্ত্রী পুত্রই সংসার প্রবাসের পরমবন্ধু; এখন আমার এই অসময়ে তোমরা সেই বন্ধুর কাজ কর। অনেক দূরের পথ যেতে হ'বে, এখন-ঐশ্বর্য্য কিছুই সঙ্গে যা'বে না,—পথের সম্বল কিছু ক'রে দাও। রোদন না ক'রে, সকলে এখন কেবল হরিনাম উচ্চারণ কর; আমার সর্ব্বাঙ্গে কালভয়হারী হরিনাম লিখে দাও। যাও সূর্য্যমুখী, সত্বরে তুলসী চন্দন আনয়ন ক'রে আমাকে হরিনামে সাজ্‌য়ে দাও; এখনই যে আমার শমন-সমরে সম্মুখীন হ'তে হ'বে!

সূর্য্য। মহারাজ, এ হতভাগিনীর প্রতি একি কঠোর আদেশ ক'র্‌ছেন!

উপবর্হণ। কঠোর হোক্, বা কোমল হোক্, সে বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই,—এই আমার আদেশ। এখনও আমি তোমাদের মহারাজ; এখনও আমি তোমার সেই প্রতিপালক পিতা; যাও, সত্বরে তুলসী চন্দন আনয়ন কর।

সূর্য্য। এই কাজ ক'র্‌বার জন্যই কি এই দুর্ভাগ্যবতী সূর্য্যমুখী ঐ চরণ তলে আশ্রয় ল'য়েছিল!

(প্রস্থান)।

মালা। আপনাকে একা বিদায় দিব? সঞ্জিবনী-শক্তি বিদায় দিয়ে দেহ প'ড়ে থাকবে! পরলোকে দেখা হ'বে—হায় মহারাজ! সে কবে—সে কত-দিনে? যাঁর নিমিষের অদর্শনে জীবন মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠে, মালাবতী তাঁর অদর্শন এতদিন সহ্য ক'র্‌তে সমর্থ হ'বে? না—না, এ নিষ্ঠুর আদেশ আর ক'র্‌বেন না! দাসী সঙ্গে যাবে; ছায়া কায়া ছাড়া হ'বে কেমন ক'রে মহারাজ! ধিক্ সেই নিষ্ঠুর পুরুষকে, যিনি জীবন মরণের বিধান ক'রেছেন, তিনি পুরুষের আগে রমণীর মৃত্যু বিধি করেন নাই কেন?

উপ। মরণ-সংকল্প কেন মালাবতি! সতী পতির অনুগামিনী হয় বটে, কিন্তু তা'তে আর সতীত্বের তত প্রভাব কি বিকাশ পায়! তুমি যদি প্রকৃত সতী হও, তুমি যদি দেবতা-জ্ঞানে আমাকে চিরদিন ভেবে থাক, তবে তোমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হ'বে কেন? একবার সাবিত্রীর কথা মনে ক'রে দেখ দেখি। সর্ব্বগ্রাসী কাল কি তা'র সীমন্তের সিন্দূর মুছুয়ে নিতে পেয়েছিল? তুমিও ত সেই সতী; তবে [illegible] তোমার হৃদয়ে কি সতীত্ব বল কিছুই নাই, তুমি কি আমায় পুনর্জ্জীবন দিতে পার্‌বেনা?

মালা। আশীর্ব্বাদ করুণ নাথ!—[illegible]; আপনার আদেশ যেন সফল কর্‌তে পারি। আর আমার শোক নাই, আর আমার ভয় নাই, আর আমাকে সান্ত্বনা দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ সূর্য্য সাক্ষী, আর সেই ব্রহ্মাণ্ড দেখ্‌বে, আজ আমি জগৎ-সমুখে অহঙ্কার ক'রে ব'ল্‌ছি, যদি আমি সতী হই, যদি আমি কায়মনে স্বামীর চরণ সেবা ক'রে থাকি, তবে কিছুতেই আমি পতিহারা হ'ব না; কেউ আমার এই সীমন্তের সিন্দূর বিন্দু মুছুয়ে নিতে পার্‌বে না! হরি—কৃপাসিন্ধু! তুমিই সতীর বল; দেখো শ্রীপতি! মালাবতীর মনবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

(তুলসী, চন্দন, রক্তবাস ও হরিনামের মালা লইয়া সূর্য্যমুখীর প্রবেশ।)

সূর্য্য। মা!

উপ। সূর্য্যমুখি! আজ তুমিই কত্তার অধিক কাজ কর্‌লি। মালাবতী, আর তবে বিলম্ব কেন; আমাকে মরণ-সময়ে অগ্রসর হ'বার সাজে সুসজ্জিত ক'রে দাও। [illegible]; এ রাজবেশ সে দেশের সাজ নয়; যেখানে মোহ, মায়া, অহঙ্কারের আধিপত্য, এ বেশ সেই সংসারের সংপ্রব

সাজ! যেখানকার সাজ সেইখানেই শোভা পাক্! ([illegible]
এই যে মুক্তার মালা—এত ভবকারাগারে বন্ধনের বিষম শৃঙ্খল; যেখানকার শৃঙ্খল, সেইখানেই প'ড়ে থাকুক। এস মালাবতি!) দাও দিবোদাস, আমাকে হরিনামের মোহন সাজে সাজিয়ে দাও? আর সকলে হরি হরি ব'লে ডাক।

গান।

শুনাও হরিবোল, বল হরিবোল,
লিখে দাও অঙ্গে হরি হরি বোল।
হরি বিনা আর, কেহ নাই আমার
এ ভব মাঝারে, ডাক তারে,
সবাই বদন ভ'রে বল হরি হরি বোল।
কেঁদনা কেঁদনা, দিওনা যাতনা,
আর মায়াজালে বেঁধনা বেঁধনা;
হরি হরি নাম সবাই বলনা, অলস ক'রনা,
আমি পার হ'ব ভব-তরঙ্গ-কল্লোল।
কি হ'বে উপায়, কাঁপিতেছে কায়,
হইয়ে সদয় রাখরে আমায়;
শুনাও বারম্বার সে নাম সুধাময়,
এই অসময়, দেখ নিকট বিকট কালের কবল।

দিবো। আমি আপনার অঙ্গে হরিনাম অঙ্কিত ক'রে দিচ্ছি।

([illegible])

উপ। [illegible] আজ আমার জীবন সার্থক, যে তোমার মত সুপুত্র লাভ ক'রে ছিলেম।

দিবো। দীননাথ! তুমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিতা; পিতা মাতা, ভাই, ভগ্নি সকলেই তোমার সন্তান। সকলেই তোমার কাছ হ'তে এসেছে, আবার

তোমার কাছেই চ'লে যা'বে—এই ভেবেই ত স্নেহ মমতা সব ভুলেছিলেম। কিন্তু মায়াময়, আবার একি—পিতার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে আবার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে কেন? আর মায়ায় বিমোহিত ক'রনা। পিতা আমার আজ মহা-তীর্থে যাত্রা ক'র্‌ছেন; সে তীর্থের অধিষ্ঠাতা দেবতা তুমি, যেন তিনি তোমার শান্তিময় চরণ তলে স্থান পান।

উপ। এ মরণেও সুখ আছে! এমন মরণ কয়জনে মর্‌তে পায়,—স্ত্রীপুত্রের মুখে হরিনাম শুন্‌তে শুন্‌তে এ সংসার হ'তে কয়জনে যেতে পারে! কই, আমাকে তুলসী চন্দন প্রদান কর। (তুলসী চন্দন লইয়া কৃতাঞ্জলী পূর্ব্বক):—

দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, করুণা আধার,
ধর ধর গদাধর, ভক্তি উপহার।—
অশ্রুধারা সহযোগে তুলসী চন্দন
উদ্দেশে সে রাঙ্গা পায় করি হে অর্পণ।
মায়া ঘোরে ঘুরে ঘুরে কাটায়েছি কাল,
সময় পাইয়ে আজ নিকটেতে কাল!
কিন্তু হরি, ভয়ে মরি কি করি এখন,
রাধা কৃষ্ণ ব'লে তাই লই হে শরণ।
দীন হীন আমি, তুমি অগতির গতি,
দাও আজ রমাপতি, দাও দিব্য জ্যোতি;
দূরে যা'ক্ সংসারের মোহ-অন্ধকার;
দূরে যাক্ জীবনের তমো-অহঙ্কার।
পত্নী পুত্র, পরিজন, রতন কাঞ্চন,
ভব-কারা মাঝে তারা মায়ার বন্ধন!
কেহ নাহি কেহ নাহি সে পথের সাথী;
অন্তিমের চির-বন্ধু তুমি হে শ্রীপতি!
কোথা তুমি, অন্তর্য্যামি, ভব-কর্ণধার,
দাঁড়াও সম্মুখে আসি—দেখি একবার!

গান।

প্রাণ ত অন্ত হ'লো হে আজ ;
একবার এস হে কৃতান্ত-বারণ।
আমার অন্তিমকালে, কোথায় হে শ্রীকান্ত,
(হরি, অনুপায়ের উপায় কি হ'বে আজ)
কর অনন্ত কালভয় অন্ত।
কোথায় ভব-কর্ণধার, এস হে একবার
এ ভব-জলধি-কূলে ;
ডাকি পার কর ব'লে, পড়িয়ে অকূলে
থেকনা থেকনা ভুলে,—
(আমি সাঁতার যে জানি হরি) ;
বল কি হ'বে কেশব, শ্রীপদ-পল্লব,
এ দীনে অদিনে না দিলে ;
তুমি ভক্তের ধন— পতিত পাবন,
স্মরণে মোক্ষ মেলে ;
(তাই অজামিলে মুক্তি দিয়েছিলে)
(কেবল একবার ডেকে ছিল ব'লে)
ঘুচাও মায়ার আঁধার, বড় ভয় হ'য়েছে ;
আজ কাল-আঁধারে ঘিরেছে হে।

দিবো। পিতা—

উপ। আর না, আর না, এখন আবার পিতা ব'লে কেন ডাক ! এ সময় আর শক্রর কায ক'র না ; কেবল হরিনাম ব'লতে থাক। কেউ কা'রও পিতা নয়, কেউ কারও পুত্র নয় ; তিনিই পিতা তিনিই মাতা, তিনিই পুত্র, তিনিই সব,—হরিই জীবের পরমাত্মীয়। সংসার পান্থশালায় জীব পথিক মাত্র—দুদিনের সম্বন্ধ। সে বন্ধন ছিন্ন হ'য়েছে, তবে আর কেন—আর

[illegible]? ঐ সূর্য্য অস্ত যায়; ঐ এক রক্তবর্ণ বিরাট পুরুষ,—একহাতে শতদল, একহাতে জলন্ত অনল! একি,—একি দেব,—একি ভাব, কমলের সনে অনল কেন! অমৃতের পাশে গরলের সমাবেশ কিসের জন্ত? কি শাপ-বহ্নি? তবে দগ্ধ কর; আমি প্রস্তুত আছি, এই দেখ, সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম লিখে দগ্ধ হ'বার জন্ত দণ্ডায়মান হ'য়েছি! অনলের ভয় নাই,—দাহন হ'বার শঙ্কা রাখি না। এখনও কণ্ঠরুদ্ধ হয় নাই, এখনও শ্বাস বদ্ধ হয় নাই, এখনও রসনা অবশ হয় নাই; এখনও সেই ভাবে, সমান বলে হরি হরি ব'লে ডাক্‌ছি? তবে আর তোমাকে ভয় কিসের? কর—কর অনল বর্ষণ কর, এই বক্ষ-পেতে দিলেম। (পতন ও তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া) মরি মরি, [illegible] হরি, দেখে যা'ব ব'লে দেখা দিতে এসেছ? তোমায় ডাক্‌লে দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পা'রনা! তবে দাঁড়াও—[illegible], কালরূপে ত্রিজগৎ আলোকিত ক'রে আমার সম্মুখেতে দণ্ডায়মান হও, আমি এ শান্তিময় রূপের ছটা দেখ্‌তে দেখতে চ'লে যাই।—

আহা মরি—[illegible], এ কিরে মাধুরী!
নবজলধর-ছটা নীলাম্বর কোলে,
পীতাম্বর-ছটা তা'র করে ঝলমল;
শিরে শিখি-পুচ্ছ চূড়া, গলে বনমালা,
মোহন মুরলী করে প্রেম-সুধা-ধ্বনি,
মোহন অধরে বাজে রাধা রাধা রবে।
বামে মৃদু মৃদু দোলে প্রেমের আবেশে,
কেবা ও রমণী!
হায় বুঝি সৌদামিনী কাল-রূপে ভুলে
স্থির ভাব ধরিয়াছে তাই মনে হয়!
শান্তি বিধায়িনী তুমি সন্তাপ-নাশিনী!
শান্তি দিতে এসেছ এই অধম সন্তানে?
দাও শান্তি, হর ভ্রান্তি, চল গো জননি?
দেখাইয়া দাও পথ—(পতনও মৃত্যু)।

মালা। চক্রধারি! এ তোমারই চক্র; লীলাময়! এ তোমারই খেলা!

হরি হে, আবার যে তোমার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই ; আবার যে শোকের সাগর উত্থলিত হ'য়ে উঠে ; আবার যে জ্ঞানের হাল [illegible] যায়! দীননাথ ; রক্ষা কর! প্রাণেশ্বর, একা তুমি কোথায় যাও!—

(মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিতা)

(শৃঙ্খল হস্তে প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রহরীদ্বয়। জয়—মহারাজ! দুর্জ্জয়সিংএর জয়।

(দুর্জ্জয়সিংহের প্রবেশ।)

দুর্জ্জ। বন্ধন কর,—শীঘ্র ঐ শত্রুদিগকে বন্ধন কর।

প্রথম-প্রহরী। আমার দ্বারায় আর হ'লো না?

দুর্জ্জ। কি?

প্রথম-প্রহ। যে পারে সে বাঁধুক, আমি আর পার্‌লেম না!

দুর্জ্জ। কেন, কি হ'য়েছে?

প্রথ-প্রহ। বাপ্, এমন কাজ কি মানুষে কর্‌তে পারে! আমার হাত কাঁপচে, পা কাঁপচে, বুকের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে! সেই রাজকুমার, সেই মহারাণী—কথায় কথায় তাদিগে আমি বেঁধে ফেল্‌ব ;—এতদুর বুকের পাটা! ধর্ম্ম যে এখনও মাথার উপর রয়েছে?

দুর্জ্জ। আমার আদেশ পালন ক'র্‌বি না?

প্রথম প্রহ। সে সব কিছু বুঝি না ; আমি এমন কাজ ক'র্‌তে পার্‌ব না

দুর্জ্জ। আমার আদেশ পালন না ক'র্‌লে, এখনই তোর শিরশ্ছেদন হ'বে।

প্রথ-প্রহ। যা তোমার ক'র্‌তে হয়, তাই কর ; এই আমি চল্লেম। এমন চাকরিতে কাজ নাই ; লোকের দুয়ার খোলা আছে, ভিক্ষা ক'রে খাব তাও ভাল।

[প্রস্থান।

দ্বিতী-প্রহ। ও যাক্ মহারাজ, আমি সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ছি। (বিরো-ধান ও বালাবতীকে বন্ধন পূর্ব্বক) এই নিন্,—এই কাজের জন্য আবার এত ভাবনা। জয় মহারাজ দুর্জ্জয়সিংএর জয়।

দুর্গা। কেরে তুই দুরন্ত দস্যু! সেনাপতি, তুমিও কি রাক্ষসের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় ক'রেছ! মহারাজ ছেড়ে গেছেন; পুষ্পক নগরী অন্ধকার; হায় পিশাচ! তা'র উপর এসময়ে এই অত্যাচার!

মালা। (উত্থিতা হইয়া) হরি, দয়াময়! অবলার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও। দিবোদাস! ; আমাদিগের বন্ধন কে ক'রলে?

দিবো। সেনাপতির আদেশে এই দুরন্ত প্রহরী আমাদিগে বন্ধন ক'রেছে।

মালা। সেনাপতি, তুমিই এখন এ রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই এখন আমাদের একমাত্র পরম বন্ধু; কিন্তু সেই রক্ষাকারীর একি ব্যবহার, পরম বন্ধুর একি নিদারুণ অত্যাচার!

দুর্জ্জয়। পরে জান্‌তে পার্‌বে। আজ হ'তে এই দুর্জ্জয়সিংহ পুষ্পক নগরীর অধীশ্বর; তোমারা রাজবন্দী। যাও প্রহরি, সত্বরে এদিগে কারাগারে ল'য়ে যাও।

(বেগে সত্যদাসের প্রবেশ।)

সত্যদাস। কই, মা কই?

দিবো। মা, ঐ দাদা এসেছে।

মালা। , সত্যদাস একদিকে, মহারাজের মৃত দেহ—ঐ দেখ—ধুলায় ধুষরিত হ'চ্ছে; আর একদিকে, ঐ পামর সেনাপতির দানব অত্যাচারে বন্দিনী হ'য়ে কারাবাসিনী হ'তে যাচ্ছি! , হায় বিধাতা! রাজরাণীর কি এই পরিণাম!

সত্যদাস। ভয় কি মা! (প্রহরীকে) দূর হও পাপিষ্ঠ! (বন্ধনবিমোচনে উদ্যম।)

দুর্জ্জয়। সাবধান, বন্ধন-বিমোচনের সঙ্গে যমালয় দর্শন ক'রতে হ'বে।

সত্যদাস। কে—তুই? নরপিশাচ! বিশ্বাসঘাতক! পামর! একবারেই কি ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হ'য়েছিস্? হায় পিশাচ! হায় নরকের ঘৃণিত কীট! দানবেও যে এরূপ ব্যবহার ক'র্‌তে পারে না! যিনি চিরদিনের প্রতিপালক, যাঁর আশ্রয়ে থেকে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ; সেই মহারাজ, সেই প্রভু, সেই

অন্নদাতার পত্নী-পুত্রের প্রতি এই শোকের সময়ে এই অত্যাচার। কিন্তু দুরাত্মন্ তোর পাপ-লীলার অবসান কাল সন্নিকট, তাই সত্যদাস এসে উপস্থিত হ'য়েছে ; আর নিস্তার নাই।

দুর্জ্জ। শৃগাল শিশুর সিংহের প্রতি কটূক্তি!—তার শাস্তি সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ কর্। (সবেগে সত্যদাসের বক্ষে পদাঘাত ও সত্যদাসের পতন)। কেমন নির্ব্বোধ!

সত্যদাস। (উত্থিত হ'য়ে) যদিও অস্ত্র শূন্য, যদিও সহায়হীন, তথাপি সত্যদাস আজ তোর মত পিশাচকে শাস্তি বিধান ক'র্‌বে (বেগে সেনাপতিকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে গমন)॥

দুর্জ্জ। (সত্যদাসের করে অসির আঘাত ও তৎসঙ্গে ব'ক্ষে পদাঘাত ; সত্যদাসের পতন দর্শন করিয়া) প্রহরি, এই দুর্ম্মতিকেও বন্ধন ক'রে তিন জনকেই কারাগারে ল'য়ে চল্।

প্রথম-প্রহরি। জয় মহারাজ দুর্জ্জয়সিংহের জয়। (সত্যদাসকে আবদ্ধ করণ)।

মালা। সত্যদাস, কেন তুই এ সময় এখানে এসেছিলি? তুই যদি এখন স্থানান্তরে থাক্‌তিস্ তা' হ'লে [illegible], আমাদের উপায় ক'র্‌লেও ক'র্‌তে পার্‌তিস্ ; তা' হ'লে বোধ হয়, মহারাজের মৃতদেহের গতি হ'লেও হ'তে পারত! কিন্তু এখন যে সব আশাই ফুরাল [illegible]। হায় অদৃষ্ট-দেব, [illegible] তুমি কি অন্ধ হ'য়েছ! আমাদের জীবন যাক্, আমরা কারা-কুটীরে শত যন্ত্রণা সহ্য করি, তাতে ক্ষতি নাই, [illegible] কিন্তু, একি বিধান তোমার, রাজরাজেশ্বরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কোন উপায়ই রাখ্‌লে না! মধুসূদন! অন্তর্যামী! এ সময়ে তুমি কোথায়? সেনাপতি আমাদিগে কারাগারে পাঠাচ্ছ কেন? যেখানে মহারাজ গেছেন, সেইখানে পাঠিয়ে দাও ; আমাদেরও সকল যন্ত্রণা দূর হোক্, তুমিও নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য-সুখ সম্ভোগ কর।

দুর্জ্জ। তাও হ'বার বেশী বিলম্ব নাই।

মিত্রো। কাকে কি ব'লছ মা! ভয় কিসের? হরি হরি ব'লে ডাকমা ; তিনিই অকূলে উপায় ক'র্‌বেন।

প্রথম-প্রহ। আয়ে চল, সেইখানে গিয়ে মনের কথা ক'বে এখন।

সত্যদা। এ সময় কি এমন বন্ধু কেউ নাই, যে একবার এক নিমিষের জন্ম এ বন্ধন শিথিল ক'রে দেয়; তা' হ'লে ঐ পিশাচের উত্তপ্ত শোনিতে ধরণীতল অভিষিক্ত ক'রে মর্ম্ম জ্বালা শীতল করি।

দুর্জ্জ। নির্ব্বোধ, তোরই শোণিত-ধারায় ধরণী পৃষ্ঠ অভিসিক্ত হ'বে,— সে সময়ের বেশী বিলম্ব নাই।

মালা। দীনতারণ, তোমার অভয় চরণ স্মরণ ক'রে কারাগারে চল্‌লেম [illegible]! কেশব [illegible], পরলোক গত পতি-দেবতার শবদেহ ধুলায় ধুষরিত হ'চ্ছে; [illegible] দীনবন্ধু। তুমিই এর উপায় ক'র। তুমিই বিপদ-সাগরের কাণ্ডারী, তুমিই ভয়হারী, তুমিই সর্ব্বদমন; [illegible] অনাথ-শরণ। তুমিই আশা, তুমিই উপায়, তুমিই দুর্ব্বলের বল; [illegible] ভক্তবৎসল! তোমার অনাথনাথ নামে যেন কলঙ্ক না হয়!

গান।

কোথা হরি বিপদহারী, ভয়ে প্রাণ যায় যে।
ডাকি হে শঙ্কটে পড়ি, শঙ্কর-হৃদি-বিহারী,
কি হ'বে বল মুরারী, অনাথার উপায় হে।
প্রাণকান্ত লোকান্তরে, মৃত দেহ ধুলায় প'ড়ে,
পড়িয়ে আজ শত্রু-করে, যাই হে রুদ্ধ কারাগারে
মন কষ্ট তাই তোমারে অভাগী জানায় হে।
কৃপাময় জগৎগুরু, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু,
আমাদের কে আছে বল, তুমি বুদ্ধি, তুমি বল,
দেখ হে ভক্তবৎসল, রেখ রাঙ্গা পায় হে।

প্রথম-প্রহ। চল-চল, সেখানে গিয়ে ব'সে ব'সে খুব কাঁদবে!

(মালাবতী, সত্যদাস ও বিবোধানন্দকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান)

দুর্জ্জ। দুর্য্যমুখী, এরূপ কম্পিতা হ'চ্ছ কেন?

দুর্য্য। বোধ হয়, দুর্দ্দান্ত রাহুরূপী দুর্জ্জয়সিংহের ভয়ে।

দুর্জ্জ। গ্রহণ হ'বার সম্ভব বটে,—কিন্তু এখন সে ভয় নাই। ভালই ত সূর্য্যমুখী, দাসী ছিলে, এখন মহিষী হবে।

সূর্য্য। ভ্রমেও সে আশায় স্থান দিস্ না। প্রাণ থাক্তে তোর মত মহাপাপীর ছায়াও স্পর্শ ক'র্ব না! যদিও রাজা অরাজক, যদিও আমি অনাথা, যদিও এখন আমি, সর্ব্ব দুষ্কর্ম্মকারী পিশাচ [illegible]—[illegible] সম্মুখে দণ্ডায়মান, তথাপি হৃদয় বল শূন্য নয়; তথাপি তোর মত [illegible] পশুকে কোন ভয়ই করি না। নির্ব্বোধ, অবলা দুর্ব্বল হ'লেও মৃত্যু যে তা'র প্রধান সহায়!

(প্রথম প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রথম-প্রহ। মহারাজ! আর কি ক'র্তে হবে!

দুর্জ্জ। এই রাজারূপী হতভাগ্যের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে শৃগাল কুকুরের মুখে নিক্ষেপ কর।

(সশিষ্য বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। সাবধান [illegible], রাজা দেব-তুল্য। তা'র দেহ তুই স্পর্শ ক'র্বি! (দুর্জ্জয়সিংহের প্রতি) ব্রহ্মশাপে রাজা ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন, তাঁর পত্নী পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রেছ; রাজ-সিংহাসনও অধিকার হ'য়েছে;—এতেও কি মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? তাই এই সহায় শূন্য শবের উপর অত্যাচার ক'রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে উদ্যত হ'য়েছ!

দুর্জ্জয়। পরম শত্রুর প্রতি এইরূপ আচরণই উপযুক্ত ব্যবস্থা!

বশিষ্ঠ। শত্রুই বটে! যার অন্নে চিরজীবন প্রতিপালিত হ'য়েছে; যার আশ্রয়ে থেকে আজীবন সুখ-সম্পদ সম্ভোগ ক'রে এসেছ; যার কৃপাবলে বিপুল খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ ক'র্তে পেরেছ; সেই অন্নদাতা, [illegible] পালন-কর্ত্তা, তোমার একটা ঘৃণিত কার্য্যে সামান্য তিরস্কার ক'রে শত্রুমধ্যে পরি-গণিত হ'য়েছে! না-না, যে পূর্ণভাবে ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য; পাপের ঘোর অন্ধকারে যার বিবেক-দৃষ্টি একবারে অবরুদ্ধ; তার কাছে এ অনুযোগ নিস্ফল মাত্র! হায় দুরাচারী পাষণ্ড! যদি কোন বন্য পশুকে কিছুদিন প্রতিপালন করা যায়, তবে সেও নিজ প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু [illegible] দুরাশয়! তুমি এমি পশুর পশু; এমি হিংস্রকের হিংস্রক; এমি কৃতঘ্নের কৃতঘ্ন যে, সে উপকার, সে কৃতজ্ঞতা,—সবই একবারে বিসর্জ্জন দিয়ে ব'সেছ। দুর্জ্জয়সিংহ,

আর কেন; মহারাজ তোমার শত্রু হ'লেও, সে শত্রু এখন তোমার প্রতি-হিংসার বহির্ভূত। তিনি যেখানে গমন ক'রেছেন, সেখানে এই পার্থিব দ্বেষ-হিংসার কিছুমাত্র অধিকার নাই! এখানে কেবল তাঁর জীবনশূন্য, জড় দেহ প'ড়ে আছে মাত্র; শবের উপর অত্যাচারে তোমার আর পৌরুষ-বৃদ্ধি কি হ'বে! তাতেই বলি, আর কেন; এখন এই রাজ-দেহ আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি মহারাজের দীক্ষাগুরু—পিতৃস্থানীয়; এ দেহের আমিই সৎকার সাধন ক'র্ব।

১ম শিষ্য। আর্য্য! এই দস্যু, রাজবিদ্রোহী পাষণ্ডের কাছে আবার ভিক্ষা কি? সবলে রাজ-দেহ ল'য়ে যাব

দুর্জ্জয়। কি?

২য় শিষ্য। তুই বা বলিস্ কি? তোর ঐ লাল চক্ষু দেখে আমরা ভীত নই; তোর ঐ তীক্ষ্ণ অসিকে আমরা তৃণবৎ জ্ঞান করি। জানিস্ মন্দমতি, যিনি তপোবলে ধরা-বিজয়ী বিশ্বামিত্রের আগ্নেয় অস্ত্ররাশি অনায়াসে উদরস্থাৎ ক'রেছিলেন; আমরা সেই অমিত প্রভাবশালী ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শিষ্য। তুই রাজ-শত্রু, তুই পরস্বাপহারী চোর, তুই দয়া ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত নিষ্ঠুর দস্যু;—নরকের ঘৃণিত জীব! তোকে আবার আমাদের ভয় কি?

বশিষ্ঠ। কা'র কথায় ক্রোধ প্রকাশ ক'র্ছ বৎস! এই তমোবিকার-গ্রস্ত দুর্ম্মতির কি আর এখন গো ব্রাহ্মণ জ্ঞান আছে! চল, রাজদেহ ল'য়ে আমরা গমন করি; মধুসূদনই পাপীর দমন ক'র্বেন।

১ম শিষ্য। জাহ্নবী কূলে যা'ব কি?

বশিষ্ঠ। না, তপোবনে চল। সেইখানেই এ দেহ আমরা রক্ষা ক'র্ব; এ দেহের সৎকার-সাধনের যাঁরা অধিকারী, তা'রাই ফিরে সে কার্য্য সমাধা ক'র্বে।

২য় শিষ্য। তা'রা যে কারাগারে!

বশিষ্ঠ। মুক্ত হ'তেই বা কতক্ষণ। [illegible], যে রমণী সতীত্বে সাবিত্রীর সমান,—আজীবন শ্রীহরির শ্রীচরণে দাসীরূপে বিক্রীতা; যে বালক হরি-প্রেম-সুধাপানে অহরহ আত্মহারা; তাঁ'রা যদি এইরূপে কারাগারেই আবদ্ধ থাকে; তা' হ'লে আর এ জগতে হরিভক্তির মহিমা কি! অতুল ধনের অধীশ্বর

হ'য়েও যে জন হরির চরণ সারধন ক'রেছিল ; বহুজন সেবিত হ'য়েও অতিথি সৎকার প্রধান কর্ম হ'য়েছিল ; সেই ভক্তের দেহ যদি তা'র পত্নীপুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না পায় ; তবে আজও আকাশে চন্দ্র সূর্য্য দেখা দেয় কেন ! তবে আজও সাধুগণ হরি ব'লে ডাকে কিসের জন্য ! বৎস ! সকল আশঙ্কাই দূর কর, ভক্তবৎসল অবশ্যই তাঁর নিগৃহীত ভক্তকে রক্ষা ক'র্‌বেন।

গান।

সে জন্য ভয় নাই অন্তরে।

কে আছে এমন, কি আছে বন্ধন,

হরিভক্তে যাতে বাঁধিতে পারে রে !

অঙ্গের আভরণ যাদের হরিনাম, হরিময় জ্ঞান, হরিগত প্রাণ,

এত কি কঠিন তাদের পরিত্রাণ,

নির্ব্বাণ যে তাদের দুর্ল্লভ নহেরে।

ভক্তাধীন সদা ভক্ত প্রেমে বাঁধা, আদরে বহেরে প্রিয় ভক্তের বাধা,

সেই ভক্ত-সখা ভক্তে দিয়ে দেখা,

মুক্ত ক'রে দেবেন ভব-কারাগারে।

সূর্য্য। এ হতভাগিনীর উপায় কি হ'বে আর্য্য ?

বশি। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল ; তপোবনে এই মৃত দেহের পরিচর্য্যা ক'র্‌বে ! (দুর্জ্জয় সিংহকে) বীরোচিত কার্য্য যথেষ্টই হ'য়েছে ; আর অধিক না ; সকলেরই সীমা আছে।

দুর্জ্জ। সে জন্য দুর্জ্জয় সিংহ ভীত নয়।

বশি। তা' বেশই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর নিদারুণ উৎপীড়নে সুর নরে একদিন কম্পিত হ'য়েছিল ; দুরাচারী বৃত্রাসুরের নিষ্ঠুর তাড়নায় দেবেন্দ্র একদিন পাতালপুরে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন ; কিন্তু সেই হিরণ্যকশিপু, সেই বৃত্রাসুর—তা'দের শেষ দশাটা একবার স্মরণ ক'র। চল বৎসগণ।

(মৃত দেহ লইয়া সকলে বশিষ্ঠের প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। প্রহরি রাজ-সভায় এখন কে আছে ?

প্রথম-প্রহ। দেখে আ'সুব মহারাজ ?

দুর্জ্জ। আচ্ছা,—না,—প্রয়োজন নাই !

(নগরপালের প্রবেশ।)

নগরপাল। জয়-জয়, মহারাজ দুর্জ্জয়সিংহের জয়।

দুর্জ্জয়। এস বন্ধু, সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন।

নগরপাল। আপনার মত বুদ্ধিশালী মহাবীরের অসাধ্য আর কি আছে ! এখন তবে আমাকে অবশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রাগুলি প্রদান করুন।

দুর্জ্জয়। অবশ্য তা' পাবে। কিন্তু আজ নয় ; অনেক কাজ—সে অবসর হ'বে না।

নগরপাল। কবে তবে ?

দুর্জ্জয়। এই কাল প্রভাতে।

নগরপাল। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি ?

দুর্জ্জয়। স্বচ্ছন্দে।

নগরপাল। মহারাণী ও রাজকুমারদের পরিণাম কি হ'বে ?

দুর্জ্জয়। কাল প্রভাতে রাজকুমারদ্বয়ের শিরশ্ছেদন ; আর, মালাবতী যেমন মহিষী ছিল সেইরূপই থাক্‌বে।

নগরপাল। রাজা কে হ'বে ?

দুর্জ্জয়। তারও মীমাংসা পরে হ'বে। তবে, যে সমধিক উপযুক্ত—না, পরের কথা পরেই হওয়া ভাল।

নগরপাল। রাজকুমারদের প্রাণ বিনাশ না ক'রে চিরদিন কারাবাসে আবদ্ধ রাখায় ক্ষতি কি ?

দুর্জ্জয়। বালকের মত কথা ব'ল্‌ছ,—ক্ষতি বিলক্ষণই আছে। সত্যবান ও ও বিবোধান জীবিত থাক্‌লে, ভবিষ্যতে প্রজাগণ তা'দের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ ক'র্‌তে পারে ;—সেটা কি আশঙ্কার কথা নয় ?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

রাজসভা।

দুর্জ্জয়সিংহ।

দুর্জ্জয়। (স্বগতঃ) সাধনায় সিদ্ধিলাভ মহতের বাক্য। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই;—তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত আমিই দেখ্ছি! অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল রাজ্য, বিশাল পুষ্পক নগরীর অধীশ্বর—আজ কিনা এই দুর্জ্জয়সিংহ, বড়ই অভাবনীয় ভাব! অভাবনীয়ই বা কিসে? সুরবিজয়ী বীর দুর্জ্জয়সিংহের পক্ষে অভাবনীয় বা অসাধ্য কি আছে! এখন পূর্ণভাবে সুখ সম্পদটা ভোগ ক'র্‌তে হ'বে; সম্যক্‌রূপে রাজ্য-শাসন ক'রে মনের চিরপোষিত আশা সফল ক'র্‌ব! যে পাপিষ্ঠগণ দুর্জ্জয়সিংহের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে এসেছে, সপরিবারে সেই শত্রুগণকে জন্মের মত কারাকূপে নিক্ষেপ ক'র্‌ব! আর যে দুষ্টমতী কুলকামিনীগণ সতীত্বের ছলনায় দুর্জ্জয়সিংহের অনুরোধ কিম্বা বিনয়ে কটাক্ষপাত করে নাই; এখন এইবার নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ ক'রে সেই সতীত্বাভিমানী কুলবতীগণকে আনয়ন ক'র্‌ব—অাঁ্যা আনয়ন ক'রে কি ক'র্‌ব! —(মৃদু হাসিয়া) দেখ্‌ব, কেমন না তাদের সতীত্বধন এই দুর্জ্জয় সিংহের চরণে বিক্রয় ক'র্‌তে হয়! (চকিত ও উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে) কে—কে—কে তুমি, আমাকে কি ব'ল্‌ছ; "কুমতি পরিত্যাগ ক'র্‌ব!—দুরাশা কখনও পূর্ণ হবে না! —পাপের পরিণাম বড়ই ভীষণ!"—কে তুমি এ কথা ব'ল্‌তে এসে? তুমি সুমতি?—যাও, দূরীভব। তোমার কথা শুন্‌তে চাই না; অপ্রতিহত ভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ ক'র্‌ব! আঃ আবার কে, আমার

কে তুমি—সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হ'লে! তুমি জ্ঞান? অজ্ঞান আর কি, আমার কাছে কি ক'র্‌তে এসেছ? যাও, তুমিও দূরে যাও। যা'বে না, কেন? আমি আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি; নরকের পথ প্রশস্ত ক'রে দিছি; বল—বল জ্ঞান, তার কারণ কি? অ্যাঁ—"কৃতঘ্নতা মহাপাপ! সে পাপের প্রতিফল—অনন্তকাল নরক বাস! আমি সেই মহাপাপের অনুষ্ঠাতা! কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নাই!" সত্য, সত্য জ্ঞান, একি তোমার সত্যকথা? হায়-হায়, তবে উপায় কি! ব'লে দাও, ব'লে দাও, কোন উপায় কি আছে! উপায় আছে—তবে বল। "রাজপুত্রদের কারামোচন, তা'দের রাজ্য তা'দিকে প্রত্যর্পণ, মালাবতীর পদতলে পতিত হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা; তার পর, বিজন বনের মাঝে অনাহারে, অনিদ্রায় অনুতাপ-অশ্রুবিসর্জ্জন, পরে তপশ্চরণ!"—আমার পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত? ভাল—ভাল, তোমার কথাই রাখ্‌ব; এই অসি ফেল্‌লাম; (অসি নিক্ষেপ)। মহিষী মালাবতীর পদতলে পতিত হব; সহস্তে সত্যদাসকে সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'র্‌ব, তারপর বনবাস। যাও জ্ঞান, তুমি আমার রক্ষাকারী; তোমার আদেশ পালনে এই আমি চ'ল্‌লেম; অগ্রবর্ত্তী হইতে হইতে চকিত ভাবে দণ্ডায়মান) চমৎকার চমৎকার, সম্মুখে একি মন-মুগ্ধকারী মূর্ত্তি; নিতান্ত অনির্ব্বচনীয়া, বড়ই শোভনীয়া, স্বর্গের দেবীপ্রতিমা! কিন্তু এখানে কেন?—এখানে এসে এরূপ ভাবে আমার পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়ালে কেন! আমি জ্ঞানের আদেশ পালন ক'র্‌তে যাচ্ছি, নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য কৃতসংকল্প হ'য়েছি; তুমি তা'তে বাধা দিচ্ছ কিসের জন্য! আমি যেতে পাব না,—কা'রও কথা শুন্‌ব না,—রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হব,—জ্ঞানের মাথায় পদাঘাত ক'র্‌ব; তুমি সহায় হবে; সসাগরা পৃথিবী, পরে অমরাবতী পর্য্যন্ত জয় ক'রে দিবে! ভাল কথা, কিন্তু আগে তোমার পরিচয় জান্‌তে চাই। কি, তুমি দুরাশা? তাও ভাল কথা; কিন্তু তোমার কথা গুলো বড়ই অসম্ভব, তা কি কখনও হ'তে পারে! বল—বল, কি ব'ল্‌ছ? তুমি সহায় হ'লে অসম্ভব কিছুই থাকে না, সবই হ'তে পারে। দেখ, এই কথাই সত্য ত? তবে এই অসি গ্রহণ ক'র্‌লেম। যাও জ্ঞান; এস দেবি, এস তোমাকে আলিঙ্গন করি। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) নিকটে কে আছ; যাও এই মুহূর্ত্তে রাজপুত্রদের শিরশ্ছেদন কর।

(রক্তদন্ত ও নগরপালের প্রবেশ।)

রক্তদন্ত। অভিবাদন করি বীরবর!

দুর্জ্জয়। (তদ্গতভাবে) তোমার আদেশই শিরোধার্য্য দুরাশা! যার তুমি সহায়, তার আর অসাধ্য কি আছে। রাজচক্রবর্ত্তীত্ব দান, অমরাবতী জয়—সবই তুমি ক'রে দিবে; আমি উপলক্ষ মাত্র, কেমন দেবি?

নগরপাল। কই, কোন শব্দই যে নাই!

দুর্জ্জয়। (পূর্ব্ববৎ)

রাজচক্রবর্ত্তী হব, কাঁপিবে ত্রিলোক,
অজয় দুর্জ্জয়সিংহ এই নাম শুনি।
যত নরপতিকুলে হবে পদানত,
শত শত মণিমুক্তা, হীরা পান্না দিয়ে
তুষিবে আমারে সদা আদেশ ইঙ্গিতে!
ভ্রমিব কভু বা মর্ত্ত্যে, কভু সুরলোকে;
নন্দন কাননে গাঁথি মন্দারের মালা,
দিবে গলে পরাইয়া দেব-বালাগণে!
ষোড়শী রূপসী কত—নবীন যৌবনা—
করিবে চরণ সেবা দিবস যামিনী!
মালাবতী হইবে মহিষী,—
না,—না,——
স্বর্গে শচী, মর্ত্ত্যে মালাবতী!

নগরপাল। বড়ই গভীর চিন্তা দেখ্‌ছি যে!

রক্তদন্ত। চিন্তা, না নিদ্রা—ভাত বুকে উঠা যায় না।

নগরপাল। আর একবার ডাকুন দেখি।

রক্তদন্ত। বীরশ্রেষ্ঠ! আমরা এখানে উপস্থিত।

দুর্জ্জয়। ওঃ—কি।

রক্তদন্ত। কিসের চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন দেখ্‌ছি!

দুর্জ্জয়। এস; চিন্তা নয় একটু নিদ্রাকর্ষণ হ'য়েছিল।

রক্তদন্ত। তা' হ'তে পারে বই কি; ক'দিনের পর আজত এই বিশ্রাম।

দুর্জ্জয়। মালাবতী কোথায়?

রক্তদন্ত। অন্তঃপুরে।

দুর্জ্জয়। রাজপুত্র দু'জন?

রক্তদন্ত। তা'দিগে মশানে ল'য়ে যাবার আদেশ প্রদান ক'রে এসেছি। কোন কার্য্যেরই ক্রটী হয় নাই; যেরূপ ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, সেইরূপই সব সম্পন্ন হবে।

নগরপাল। আমার একটা নিবেদন আছে।

দুর্জ্জয়। বল।

নগরপাল। এখন আমায় সেই প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করুন।

দুর্জ্জয়। ব'ল্‌তে পার,—দেওয়াও যাবে; কিন্তু এখন নয়—কিছুদিন পরে।

নগরপাল। এত বিলম্বের কথা ব'ল্‌ছেন কেন?

দুর্জ্জয়। রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য।

নগরপাল। রাজভাণ্ডারে অর্থ নাই—এ আবার কিরূপ কথা? (রক্তদন্তকে দেখাইয়া) এই ত ভাণ্ডারের কর্ত্তাই এখানে উপস্থিত—জিজ্ঞাসা করুন।

দুর্জ্জয়। জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার প্রয়োজন কিছুই দেখি না; আমি যা বলি, তাই শুন্‌তে বাধ্য হও।

নগরপাল। সম্পূর্ণ ই ভাবান্তর উপস্থিত দে'খ্‌ছি যে!

দুর্জ্জয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়া—নূতন বা বিচিত্র কথা নয়।

নগরপাল। আপনার মনের ভাব কি—তাই এখন শুন্‌তে চাই।

দুর্জ্জয়। স্পষ্ট কথা না ব'ল্‌লে বুঝি বুঝ্‌তে পার না? একজন সামান্য নগরপালের দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রার আশা—এ স্বপ্ন কি কখনও সফল হ'য়ে থাকে?

নগরপাল। তোমার মত মহাত্মার কাছে এ অপেক্ষা আর অধিক আশা কি করা যায়! কিন্তু তখন অঙ্গীকার ক'রেছিলে কেন?

দুর্জ্জয়। কার্য্যোদ্ধারের জন্ত। নীচকে লোভে বশীভূত না ক'রলে কাজ পাওয়া যায় কই।

নগরপাল। তোমার মত নরকের কীট যে আজ আমাকে নীচ ব'লে উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রবে,—সেটা কিছু অসম্ভব কথা নয়।

দুর্জ্জয়। এখনই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও।

নগরপাল। তোর মত পামরের মুখ দর্শনেও মহাপাপ। হায় পিশাচ! তোর পাপ-প্রলোভনে পতিত হ'য়ে কি সর্ব্বনাশই না সংসাধন ক'রেছি! সে অনুতাপ, সে অনুযোগ—এখন সবই বৃথা! তবে এ কথাটা নিশ্চয় জেনে রাখিস্, যে আমার দ্বারাই তুই অচিরে নিজ কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হ'বি; জেনে রাখিস্, আমি তোর পাপের যথাসাধ্য শাস্তি বিধান ক'রে নিজ দুষ্কৃতির কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত সমাধা ক'রব! মনে রাখিস্, আমিই তোর পাশব জীবনের অন্তকারী মহাকাল।

[প্রস্থান।

রক্তদন্ত। এখন আমাদের একটা স্থির নিশ্চয় ক'রে লেণা কর্ত্তব্য।

দুর্জ্জয়। কিসের স্থির নিশ্চয়?

রক্তদন্ত। পুষ্পকনগরীর রাজসিংহাসন সম্বন্ধে।

দুর্জ্জয়। সে সম্বন্ধে আর স্থির নিশ্চয় কি আছে?

রক্তদন্ত। কে সিংহাসনে উপবিষ্ট হবে?

দুর্জ্জয়। সে স্থির ত পূর্ব্বে হ'তেই হ'য়ে আছে।

রক্তদন্ত। আর একবার শুনে রাখায় ক্ষতি কি?

দুর্জ্জয়। যে সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র, সেই তা'তে উপবিষ্ট হবে।

রক্তদন্ত। কে উপযুক্ত পাত্র—তা'ও ত স্থির করা চাই?

দুর্জ্জয়। যা'র বাহুবলে সিংহাসন অধিকৃত হ'য়েছে।

রক্তদন্ত। কা'রও বাহুবলে হয় নাই; তবে কপটতা বা বিশ্বাসঘাতকতায় পুষ্পকনগরীর রাজাসন অধিকৃত হ'য়েছে বটে।

দুর্জ্জয়। তাই স্বীকার করি; কিন্তু তা' হ'লেও দুর্জ্জয়সিংহ তা'র প্রধান উদ্যোগী!

রক্তদন্ত। আমিও স্বীকার করি, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় দুর্জ্জ-

সিংহ যে বিশেষ পারদর্শী তা'তে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে অর্থে লোকে আপনার বশীভূত হ'য়েছে, সেই অর্থ পেলেন কোথায় ?

দুর্জ্জয়। সত্য ; কিন্তু যখন রাজভাণ্ডার আমার অধিকারে ; তখন যেখানেই পাই বা যার দ্বারাই পাই সে অর্থ আমারই—এ বিচারের এই সিদ্ধান্ত।

রক্তদন্ত। তবে আমাকে সিংহাসনে অধিকার দানে আপনি সম্মত নন।

দুর্জ্জয়। একরাজ্যে কখনও দু'জন রাজা হ'তে পারে না।

(সত্যবতীর প্রবেশ।)

সত্যবতী। সত্যই ত, এক রাজ্যে দু'জন রাজা, এক রমণীর দু'জন স্বামী—তাও কি কখনও হ'তে পারে ?

দুর্জ্জয়। তুমি কে ?

সত্যবতী। ছি-ছি, সেনাপতি, আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না ? রাজ-সিংহাসন লাভ ক'রে দৃষ্টিভ্রম হ'লো নাকি !

দুর্জ্জয়। কে সত্যবতী ? এস—এস।

সত্যবতী। শুন্‌লেম, তোমরা নাকি এ রাজ্যের অধীশ্বর হ'য়েছ ; কিন্তু তোমাদের রাণী হ'লো কে ?

দুর্জ্জয়। রাজমহিষী মালাবতীই এই নবীন ভূপতির বাম অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন ক'র্‌বে।

সত্যবতী। হায় অদৃষ্ট ! তবে কি এত কষ্ট করাই বৃথা হ'লো !

দুর্জ্জয়। কেন সত্যবতী ?

সত্যবতী। কি আর ব'ল্‌ব, একবারেই যে নিরাশ হ'য়ে প'ড়্‌লেম,—আমার কোন কাজই হ'লো না !

দুর্জ্জয়। বল [illegible] ! তুমি কি দুর্জ্জয়সিংহকে অনুগ্রহ ক'র্‌বে ?

সত্যবতী। এমন অদৃষ্ট আমার হ'বে যে তোমার বামে উপবিষ্টা হ'ব[illegible] ?

দুর্জ্জয়। সে কি চারুহাসিনী, তোমার মত সুন্দরী যোড়শীর অনুগ্রহ কে না অভিলাষ ক'রে থাকে ! তুমিই অভিষিক্তা মহিষী হ'য়ে দুর্জ্জয়সিংহের বামে উপবিষ্টা হ'বে ; মালাবতী দাসীরূপে তোমার পরিচর্য্যা ক'র্‌বে। এই বিপুল সাম্রাজ্যের তুমিই অধীশ্বরী ; ধন জন, সিংহাসন সকলই তোমার !

তুমি আমার প্রেম-রাজ্যের পূজনীয়া প্রতিমা ; প্রাণ দিয়েও তোমার মনতুষ্টি সম্পাদন ক'র্‌ব।

সত্যবতী। ভাল হ'লো ; কিন্তু একটা যে বিষম কথা হ'য়ে র'য়েছে। তোমরা দুইজনে এ রাজ্যের অধিপতি, আমি একা,—কেমন ক'রে দুই স্বামীর স্ত্রী হব !

দুর্জ্জয়। দু'জন আবার কে আছে ; এই দুর্জ্জয়সিংহই এ রাজ্যের একমাত্র অধিপতি !

সত্যবতী। (রক্তদন্তের প্রতি) কি,—শুন্‌লে ত ? তুমি এখন কি ব'ল্‌তে চাও ?

রক্তদন্ত। এ রাজ-ঐশ্বর্য্য সকলই আমার, এবং তুমিও আমার।

দুর্জ্জয়। কি——

সত্যবতী। তোমরা দু'জনেই শোন। যে বীরশ্রেষ্ঠ, যা'র এই রাজ্যধন, আমি তারই ; এখন আমায় কে নিতে পার—নাও।

দুর্জ্জয়। তোমার সম্মুখেই আমাদের বীরত্বের পরীক্ষা হোক্। শোন্ রক্তদন্ত ! একদিকে সত্যবতী ও সিংহাসন, অন্যদিকে তোর ঐ অতি তুচ্ছ ঘৃণিত জীবন। হয়, সকল আশায় জলাঞ্জলী দিয়ে এখনই এখান হ'তে চ'লে যা ; নয়, দুর্জ্জয়সিংহের এই তীক্ষ্ণ অসিতে জীবন বলি প্রদান কর্।

রক্তদন্ত। বীরত্বের পরিচয়-দানে অসমর্থ নই ; এবং যে রাজ্য-লাভ-আশায় ধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়েছি, জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়েছি, মনুষ্যত্ব পদদলিত ক'রেছি সেই অভিলষিত রাজ্যের জন্য জীবন পণ—তা'তেও বিমুখ নই। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কা'র অপমানের প্রতিশোধ জন্য এ পাপ-লীলার অবতারণা ? কা'র প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত পিতৃসম প্রতিপালকের সর্ব্বনাশ সংসাধন ? বল্ [illegible] পিশাচ, কা'র মনস্তুষ্টি-সম্পাদনের কারণ রাজরাজেশ্বরীকে কারাবন্দিনী ক'রে জন সমাজে আজ বিপুল কীর্ত্তি স্থাপন ক'রেছি ?

দুর্জ্জয়। আমারই পরামর্শে ; [illegible] আমারই মন আশা পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য, আমারই প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তির কারণ, এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, এত চেষ্টা।

রক্তদন্ত। তারই বুঝি এই পুরস্কার! সেই উপকারের বুঝি এই প্রত্যুপকার!

দুর্জ্জয়। এ অপেক্ষা আর কি সুব্যবহারের প্রত্যাশা ক'রিস? যখন আমারই জন্ত সকলই, তখন আমারই যে সমগ্র রাজ্যের অধিকার তা'তে আর প্রতিবাদ করবার কি আছে, এবং তার অন্যথাই বা কে ক'রতে পারে? তুই বা কোন্ সাহসে উৎসাহিত হ'য়ে এরূপ অসম্ভব দুরাশা হৃদয়ে পোষণ ক'রে রেখেছিস্! যদি জীবনের মমতা থাকে, যদি মৃত্যু একান্ত বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে এখনও অবনত শিরে দুর্জ্জয় সিংহের দাসত্ব স্বীকার কর্।

রক্তদন্ত। তোর দাসত্ব? তোর মত রাক্ষসের, তোর মত দানবের, তোর মত নরকের কীট পিশাচ, পশু, দস্যুর অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর! কিন্তু রক্তদন্ত জীবিত থাক্‌তে, তুইও যে মুহূর্ত্তের জন্ত নিরাপদে রাজ্য-ভোগে সমর্থ হ'বি,—স্বপ্নেও তা মনে স্থান দিস্ না!

দুর্জ্জয়। জীবিত থাক্‌লে ত?

রক্তদন্ত। তা'তেও দুঃখ নাই; বাহুবলের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের উভয়ের মধ্যে যা'র হোক একজনেরও মৃত্যু হ'লে এ জগৎ হ'তে একটা মহাপাপীর অন্তর্দ্ধান হবে! যেমন কাজ সেইরূপ প্রতিফল, যেমন পাপ সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত! আমার মত কৃতঘ্ন অধম জীবের জীবন গেলেও কলঙ্ক বিমোচন হ'বে না!

গান।

মহাপাপী আমার মত ভুবনে কে আছে বল।
ফলিলরে কর্ম্মফল, মর্ম্মের জ্বলিল অনল।
রাজরাজেশ্বরী যিনি ক'রেছি তারে বন্দিনী;
কাঁদিছে দিবারজনী, দুনয়নে বহে জল।
যত দিন প্রাণ রবে, মনস্তাপ নাহি যাবে,
এ কলঙ্ক না ঘুচিবে; মরণ হ'লে মঙ্গল।

দুর্জ্জয়। এতই যদি জ্ঞানোদয় হ'য়ে থাকে, তবে অগ্রসর হও।

রক্তদন্ত। তাই অগ্রসর হ'চ্ছি ;—

দেখুক, জগৎবাসী বিশ্ব-রঙ্গালয়ে
পাপময় জীবনের শেষ অভিনয় !
দেখুক, ত্রিলোক-জীব মহাপাতকীর
পাপ-ব্রত কেমনেতে হয় উদ্‌যাপিত !
রাজদ্রোহী দুরাচারী বিশ্বাসঘাতক,
দেখুক, তা'দের আজ্ পরিণাম কিবা !
শিখুক সকলে আজ এ দৃষ্টান্ত দেখে,
পাপের কুহকে প'ড়ে মুগ্ধ প্রলোভনে,—
ধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত সেই নরাধম
অসতের সঙ্গে করে প্রণয়-স্থাপন ;
কিবা ফল হয় শেষ সেই মিত্রতায় !
আয় তবে, [illegible], আয় কুলাঙ্গার !
জীবন ধিক্কারময় আমার এখন ;
তোর করে হোক্ আজ্ এর পরিশেষ !
অথবা, বিদীর্ণ করি তোর বক্ষস্থল
মনানন্দে করি পান উত্তপ্ত শোণিত,
জীবনের গুরুভার করি বিমোচন !—
আয়-আয় রে পিশাচ, অগ্রসর হ'য়ে।

সত্যবতী। (দুর্জ্জয় সিংহের প্রতি) কি ভয় পেলে নাকি ?

দুর্জ্জয়। ভয় !—দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ে কখনও ভয়ের অধিকার নাই। তুমি নিশ্চিন্ত ভাবে দণ্ডায়মান হ'য়ে দে'খ্‌তে থাক। (রক্তদন্তের প্রতি)—

[illegible], কর্ রক্ষা দেখি এইবার !

রক্তদন্ত। ([illegible])

মুণ্ডপাত করি সদ্য তোরে দুরাচার !

(উভয়ের যুদ্ধারম্ভ ও রক্তদন্তের পতন।)

দুর্জ্জয় সিংহ। (রক্তদন্তের বক্ষস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক) দুরাশয় !

এইবার মন-সাধ পূর্ণ হ'য়েছে ত? এখন যমালয়ে গমন কর্! (রক্তদণ্ডের শিরশ্ছেদন)।

(বেগে নগরপালের প্রবেশ।)

নগরপাল। তুইও ঐ সঙ্গের সাথী হ।

(দুর্জ্জয় সিংহকে অসির আঘাত।)

দুর্জ্জয় সিংহ। (নগরপালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) কি—তুই! (উত্থান-চেষ্টা)।

নগরপাল। (পুনর্ব্বার অসির আঘাত করিয়া) এ,—আমিই—তোর এই দানব-জীবনের দুর্ব্বার কৃতান্ত।

দুর্জ্জয়। (ধরাতলে পতিত হইয়া) উঃ—সত্যবতী, একি হ'লো!

সত্যবতী। কি হ'লো সেনাপতি!

দুর্জ্জয়। এ খেলার কি এই পরিণাম!

সত্যবতী। এ খেলার এই পরিণাম। ঐ দেখ্ নরকের দ্বার উন্মুক্ত, তোমাকে অনন্ত নরক বাসে পাঠাবার জন্যই সত্যবতী এরূপ ভাবে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল!

দুর্জ্জয়। (বিকট হাস্য করিয়া) কি দুরাশা! আবার তুমি এসেছ? কিন্তু এবার তোমার সঙ্গে ওরা কে?—ঐ যে—ঐ যে তোমার পশ্চাতে সারি দিয়ে দণ্ডায়মান র'য়েছে? পাপ, ধ্বংস, নরক! কি, দুরাশার পশ্চাতে পাপ, পাপের পশ্চাতে ধ্বংস, ধ্বংসের পর নরক! ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর, নরকের মূর্ত্তি কি বিভৎস, কি বিকটাকার! কিন্তু এরা তোমার সঙ্গে কেন? কি—কি ব'লছ, এরা তোমার চির-সঙ্গী,—পাপ, ধ্বংস নরক—এরা তোমার চির অনুগামী? হায় পাপিষ্ঠে, হায় মায়াবিনী। তোমার অঙ্গীকার-বাক্যের কি হ'লো?—রাজ্য কই, অমরাবতীর অধিকার কোথায়? তোমার সাহায্যে সে সব কিছুই হয় না! তবে কি হয়? অনন্ত যুগ নরক ভোগ! আচ্ছা, তাই হোক্, সেই নরকের পথই দেখ্‌য়ে যাও (কম্পিত হইয়া)—

বিশ্ব যুড়ে কাল রাত্রি; তা'র মাঝে মাঝে
নাচিতেছে কঙ্কাল পিশাচী, ভৈরবী—
নর রক্তে বিভূষিতা দেহ,

স্বকণ্ বহিয়া পড়ে রুধিরের ধারা ;
বিকট রবেতে করে কিবা হুহুঙ্কার !
ওকি ওকি, শবোপরে সমাসীনা কেহ,—
বিদীর্ণ করিছে ওই শবের উদর,—
অন্ত্র, নাড়ী ছিন্ন করি, মনের উল্লাসে
মালা গাঁথি পরিছে গলায় !
ছি ছি, ছি ছি, কি বিভৎস কুৎসিৎ ব্যাপার !
কি দুর্গন্ধ—কি দুর্গন্ধ, [illegible], প্রাণ যায় !

(চকিত ভাবে অন্য দিকে চাহিয়া)

ওকি-ওকি-ওদিকে আবার ;—
উঠিয়াছে কাল মেঘ বিশ্ব বিস্তারিয়া,—
ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি-ধারা ভাসায় ধরণী ;
কড় কড় নাদিছে কড়কা,
তর—তর চপলা খেলিছে,
প্রলয়ে প্রাসিল ধরা, যাক্ সব গেল !
ঘন ঘন উল্কাপাৎ, পড়ে তারা খসি,
রবি-তেজ নির্বাপিত, কক্ষচ্যুত গ্রহ !
বিপর্য্যস্ত বিশ্ব-সৃষ্টি,—গেল রসাতলে !

(অন্যদিকে ফিরিয়া)

ওদিকে আবার———
সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ, কি দৃশ্য ভীষণ !—
নরকের দ্বার ওই হ'লো উদঘাটিত ;
লক্ লক্ বহ্নি-রাশি জ্বলিছে প্রবল ;
ধক্ ধক্ উঠে শিখা গগন মণ্ডলে !
তার মাঝে কে উহারা করে হাহাকার !—
বিকট ক্রন্দন রোল !
কাঁদিছে অনল মাঝে,
খাইছে অনল মাঝে,

পুনর্ব্বার পশিতেছে অনল মাঝারে!—
কে—কে উহারা—পাপীগণ?—
পায় শাস্তি অগ্নিময় নরক মাঝারে!
ঐখানে আশ্রয় আমার?
ওই পাপীদের সনে হইবে বসতি?
না—না, না—না, পারিবনা পারিবনা হায়!
ওই আসে ওই আসে, ওই যে গ্রাসিল;
মরিলাম মরিলাম, নাহিক নিস্তার;
ঘেরিলরে বহ্নি-রাশি আসি চারিদিকে;
স্বকার্য্যের প্রতিফল————

(পতন ও মৃত্যু।)

নগরপাল। (সত্যবতীকে) জননি, তুমি দেবী-রূপিনী; এখন আমার উপায় কি?

সত্যবতী। কেন নগরপাল?

নগরপাল। আমি মহাপাপী, আমিও এই পাপ-কার্য্যের সাহায্যকারী। এখন দয়া ক'রে আমার দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'রে দাও মা!

সত্যবতী। নগরপাল! যখন অন্তরে অনুতাপের উদয় হ'য়েছে, তখন তাই তোমার প্রায়শ্চিত্ত। এখন রাজ্যরক্ষার উপায় কর, বিদ্রোহীগণকে বশীভূত ক'র্‌তে প্রাণ-পণে যত্নবান হও; তা হ'লেই ধর্ম্মের কাছে পরিত্রাণ পাবে।

নগরপাল। তা হ'লেই কি পরলোকে নিস্তার পাব মা?

সত্যবতী। দয়াময় দীনবন্ধু অবশ্যই তোমাকে দয়া ক'র্‌বেন।

নগরপাল। তোমার আদেশেই পালন ক'র্‌ব। তোমার মত সতী লক্ষীর বাক্য কখনই বিফল হ'বে না।

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ)।

২য় প্রহরী। জয়—ধর্ম্মের জয়, জয় মহারাণী মালাবতীর জয়!

সত্যবতী। তুমি কে?

২য় প্রহরী। আমি তোমাদের ঘরে প্রতিপালিত মা! পাপীগণের

কথার তখন ভুলেছিলেম, পরে কিন্তু বুঝেছিলেম ; তখনই এদেশ ছেড়ে চ'লে যেতেম ; কিন্তু তা' যাই নাই ;—যারা যার খায় তা'রই পাল মজায়, তা'দের পালাটা কেমন ক'রে সাঙ্গ হয়—তাই দেখ্‌বার জন্য এখনও এখানে আছি মা ! এখন তাই দেখ্‌তে এলেম ;——

খেলেছ আচ্ছা খেলা,
ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গলে ঢেলা,
কাঁটা দিয়ে তুল্‌লে কাঁটা ;

(দুর্জ্জয় সিংহের নিকটে যাইয়া)

মার ঝাঁটা—একশ ঝাঁটা !
রাজা হ'বে, মজা লুট্‌বে, ব'সবে সিংহাসনে ;—
স্বপ্ন দেখে, চমকে উঠে, ভাব্‌লে মনে মনে !
এখন সব—কোথা গেল, একি হ'লো, যাচ্ছ গড়াগড়ি ;
নরক মাঝে জ্বল্‌ছে আগুন যাওরে গুড়িগুড়ি !

(প্রস্থান।)

সত্যবতী। নগরপাল ! যতদিন না আমরা ফিরে আসি, ততদিন সকল ভার তোমার উপর প্রদান ক'রে চ'লেম। দে'খ, সাবধান।

নগরপাল। কোথায় যা'বে মা ?

সত্যবতী। এখন কারাগারে, পরে আর্য্য বশিষ্ঠের আশ্রমে।

নগরপাল। আমিও তোমার সঙ্গে যাই চল মা ! সেখানে মহাত্মাদের চরণ-ধূলা গ্রহণ ক'রে এ পাপ দেহ পবিত্র ক'রব !

(সত্যবতী ও নগরপালের প্রস্থান।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

গোলকধাম।

বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা ও রাধিকা।

রাধিকা। কি কথা ভাই, বলনা?

শ্যামা। কেন, এত ব'লেও কি হয় না?

রাধিকা। কই শ্যামা, কখন কি ব'লেছ তা'ত মনে পড়ে না।

শ্যামা। তবে আর শুন্‌তেও হ'বে না।

রাধিকা। কেন সখি, রাগ ক'র্‌ছ কেন?

ললিতা। তোমাদের উপর আবার রাগ! আমাদের কপালের দোষ, তা'তেই বোধ হয় এমন কথা ব'ল্‌ছ।

বৃন্দা। ছি, কপালের দোষ দিচ্ছ কেন ললিতে! হেঁ ভাই যাঁদিকে একবার দেখ্‌বার জন্য সংসার বাসী গৃহ ছেড়ে বনবাসী হ'চ্ছে—তাতেও দেখা পায় কি না; সেই ত্রিলোকের উপাস্যনিধিদিকে আমরা দিবানিশি দর্শন ক'র্‌ছি। আমাদের আবার কপালের দোষ! ব্রহ্মাই বল, শিবই বল, আর ইন্দ্রই বল, চন্দ্রই বল, আমাদের মত এমন কপাল কা'র আছে সখি!

ললিতা। সাধে কি ব'ল্‌তে হয় ভাই! ত্রিলোকবাসীর সকল সময়ের সকল কথা যাঁরা মনে রাখে, আমাদের একটা সামান্য কথা আর তা'দের মনে থাকে না?

বিশাখা। চুপ কর ললিতে! মনের কথা মনেই থাকুক।

রাধিকা। না বিশাখা, অত কিছু ভেব না ভাই! আমার মনটা একটু চঞ্চল আছে।

বিশাখা। অচঞ্চলই কথন বল; সাধে কি আর জগৎবাসীর কাছে চঞ্চলা নাম পেয়েছ?

রাধিকা। বিশাখা, সে দোষ আমার নয়; যা'দের মন চঞ্চল, বিশ্বাস চঞ্চল, হৃদয়ের ভক্তি চঞ্চল, তা'দের কাছেই আমি চঞ্চলা। কিন্তু আমার প্রতি যা'দের ভক্তি অচল, আমিও তা'দের কাছে অচল অটল হ'য়ে থাকি, যা'ক্ সে কথায় কাজ নাই; এখন মনের কথা কি তাই বল ভাই!

শ্যামা। আজকের কথা—সেই বৃন্দাবনের কথা!

রাধিকা। হাস্‌বার কথা বটে, কোথায় সেই বৃন্দাবন, আর কোথায় এই গোলক! শ্যামা তোমরা পাগল হ'লে না কি?

শ্যামা। পাগল আমরা হই নাই; তবে তোমরা ক'রে তুলেছ! কেন, যা'দের সুদৃষ্টি পড়্‌লে মরুভূমিতে কুসুম উদ্যান শোভাপায়; অথবা কুদৃষ্টির বশে পলকে বিশ্ব-সৃষ্টির ধ্বংস হয়; তা'দের ইচ্ছায় গোলক বৃন্দাবনে পরিণত হ'তেই বা কতক্ষণ?

রাধিকা। শ্যামা, এ যে সত্যযুগ, এখন দ্বাপরের খেলা সাজ্‌বে কেন?

বৃন্দা। কেন, যখন বৃন্দাবনে রাধারূপে আয়ানের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'র্‌বার জন্য অসিধারিণী মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছিলে, তখন ত সেই দ্বাপরে সত্যযুগের খেলা সেজে ছিল, তবে এখন এই সত্যে সেই দ্বাপরের খেলা না সাজবার কারণ কি?

বিশাখা। বৃন্দাবনের সেই যমুনা, আর গোলকের এই বিরজা; বৃন্দাবনের সেই বংশীবট, আর গোলকের এই কল্পতরু; আমরাও সেই বৃন্দা বিশাখা শ্যামা ললিতা সখি বৃন্দ; বৃন্দাবনের আর বাকী কি আছে কমলে?

রাধিকা। বাকী আছে বই কি ভাই।—সেই ডাকিনী খাণ্ডরী, আর বাঘিনী ননদী—জটিলা, কুটিলা কই?

বৃন্দা। সে সাধে আর কাজ নাই। এখন মলয় সমীর-সঙ্গিনীগণ, কোকিল-কুজিত-কুহু-কুহুরবে একবার কালার সঙ্গে মদনের মান ভঙ্গ কর; আমরা প্রেমের সেই পূর্ণ ভাব নয়ন ভ'রে দর্শন করি।

রাধি। কিন্তু সখি! কৃষ্ণ কই?

ঐ যে গোহাল নিশি, কালশশী এল কই?
যে গো বৃন্দে, প্রাণ গোবিন্দে, বিরহে মরে যে রই।

বৃন্দা। এত বা অধৈর্য্য কেন ওগো কমলিনী,
আস্বে কালা, মনের জ্বালা, না রহিবে ধনি!

বিশাখা। আস্বে সখি, প্রাণের পাখী
ব'স্বে হৃদয় মাঝে।
মনের সাধে ছোলা খাবে
ডাক্বে রাধা ব'লে!

ললিতা। দূর্—দূর্, মিল হ'লো কই?

শ্যামা। উৎকট পীড়িতের বিকট করে মনের খিল খুলে গেছে;—উহ মরি-মরি, আর কি মিল রাখ্তে পারি!

শ্যামা। তুমি যে ভাই, প্রেমের পসরা খুলে দিলে!

বিশাখা। মাখন-চোরা আস্বে বলে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। জয় রাধে—জয় বৃন্দাবন বিনোদিনী শ্রীমতী রাধে।

বৃন্দা! নিঠুর, লম্পট! এ সময় কোথা হ'তে এলে?

কৃষ্ণ। কেন সখি, সময় বুঝেই ত এসেছি!

বিশাখা। কিন্তু গোলকেশ! গোকুলের এ গোপাল বেশে সাজ্লে কেমন ক'রে?

কৃষ্ণ। কেন বিশাখা, তোমাদের মনের ভাব জান্তে পেরে!

বৃন্দা। কিন্তু বাঞ্ছাকল্পতরু, এরূপ সিং ভাঙ্গা রামের সাজে সেজে এলে কেন?

কৃষ্ণ। কেন বৃন্দে?

বৃন্দা। মরি মরি মনোচোরা, তাকি বুঝ্তে পার নাই? মাথায় সে মোহন চূড়া কই?

কৃষ্ণ। সে কথায় আর কায নাই সখি! এখানে কি ব্রজের মা সেই মাসীমা আছে; যে ভেরি ভাবে বাঁকা ক'রে মোহন চূড়া বেঁধে দিবে! পায়ে নূপুর দিলাম, ধড়া আঁটলেম, বনমালা প'র্লেম, কিন্তু তেমন ক'রে চূড়া বাঁধ্তে পারলেম কই! মা নইলে কি কেউ মনের মত সাজাতে পারে।

(কৃষ্ণ রাধিকার যুগল ভাবে দণ্ডায়মান)।

রাধিকা। এইবার তোমাদের সাধ মিটেছে ত?

বৃন্দা। আমাদের এ সাধ কখনও কি মিটে থাকে? তোমাদের ঐ অপরূপ রূপ যেমন নিত্যই নূতন, আমাদের সাধও তেমি নিত্যই নূতন! শ্রীকান্ত! সে সাধ পূর্ণ হ'বার যে এখনও অনেক বাকী। কমলাখি, বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সেই দুরন্ত মানের কথা মনে আছে ত? বনের মাঝে বিনোদিনীর পায়ে ধ'রে কত তুমি কেঁদেছ; আমরা দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে তাই দেখেছি, আর কতই না হেসেছি। আজ তেমি তুমি দুর্জ্জয় মান্ ভরে উপবিষ্ট হও, আমাদের এই গরবিণী কমলিনী তোমার পায়ে ধ'রে সাধ্‌তে থাকুক; আমরা দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে দেখি, আর প্রাণ ভ'রে হাসি!

কৃষ্ণ। কিন্তু সখি! আমার মান শোভা পা'বে কেন; পুরুষের মান ত কেবল অপমান হ'বার জন্য!

বিশাখা। তবে রাধে, তুমি কানাই সাজ। তোমার বেশভূষা শ্যামকে দাও; কৃষ্ণ আমাদের কমলিনী হোক্। তুমি পীতধড়া পর, মোহন বাঁশি করে ধর, এবং তেমি নয়ন-জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে শ্যামের মান ভঙ্গ কর।

গান।

ওগো কমলিনী সত্যসনাতনী
ধর অপরূপ কৃষ্ণরূপ আজ রাসেশ্বরী।
পর কটিতে পীতধড়া,　　শিরে সেই মোহন চূড়া,
দাঁড়াও বাম অঙ্গে হেলে হ'য়ে বাঁকা বংশীধারী।
ওগো গোলকের আলোক শশী, করে লও মোহন বাঁশী,
কর জয় শ্রীরাধে ধ্বনি;—করিগো শ্রবণ,
যা'তে বৃন্দাবন,　　প্রেম আবেশে মগন,
মাতে কুলের অঙ্গনাগণ;
দাও গলে বন ফুলের মালা, আজ খেলুব গো ব্রজের খেলা,
(যেমন নিকুঞ্জে খেল্‌তে রাধে),
নীরদ-বরণ হও ক্ষীরোদ বালা,—হেরি কিশোরী।

ঢাকি বসনে বদন-শশী, শ্যাম সাজুক রাইরূপসী—
গরবে হ'য়ে মানিনী ;
করি গো স্তুতি, আমরা সম্প্রতি,
শোন গো শ্রীমতী, রাখ আজ এই মিনতি ;
তেমনি পীতবাস দিয়ে গলে, ভাসি দু'নয়ন-জলে
(রাই রাখ-রাই রাখ ব'লে)
(ধড়া চূড়া ধরাতে ফেলে),
দেহি পদ-পল্লব ব'লে সাধ শ্যামের পায়ে ধরি।

রাধা। তাই না হয় হোক্ ; কিন্তু সখি, এখানে যে সুবল সখা নাই।

বিশাখা। কেন রাই ?

শ্যামা। এইবার তুই ঠক্‌লি ভাই! সুবল নইলে গোষ্ঠ হ'তে বাছুর এনে দিবে কে,—ঐ করী-কুম্ভ পয়োধর ঢাক্‌বে কিসে ?

বৃন্দা। এখন আর বাছুরে কুলোবেনা ভাই, একটা ষাঁড় চাই—

ললিতা। তবে না হয় কৈলাসে লোক পাঠাই।

শ্যামা। আর বিলম্ব কেন ; আমরা সবাই মিলে সাজায়ে দিই এস।

বৃন্দা (রাধিকাকে কৃষ্ণ-বেশে সজ্জিত করিয়া দিয়া) নটবর, এইবার দেখ দেখি ; তুমি গোকুলে কেবল গোপীদেরই মন হরণ ক'রেছিলে, কিন্তু এরূপ অপরূপ রূপ দে'খ্‌লে গোপকুলও মন হারা হ'তো!

কৃষ্ণ। সখি, যা'র নাম শ্রী, তা'র সৌন্দর্য্যে যে জগৎ বিমোহিত হ'বে, সেটা আর বেশী কথা কি! কিন্তু এই কালরূপে যদি সৌন্দর্য্যের আলো বাহির ক'র্‌তে পার তবে জানব গুণপনা!

বৃন্দা। যা'র স্মৃতিতে প'ড়ে কুৎসিতা কুব্জা স্বরূপা সুন্দরী হ'য়েছিল, সেই কালার গুণ থাকে ত অবশ্যই তা' হ'বে। এখন রূপরাজ! রাধিকার সাজ পরিধান কর।

(নেপথ্যে বাদ্যের হরিধ্বনি।)

বৃন্দা। ও আবার কা'র শব!

(নেপথ্যে নারদের হরিধ্বনি।)

ললিতা। ও ভাই, নারদ আস্‌ছে!

বিশাখা। নারদ।

ললিতা। তা' নইলে আর এত হরিনামের ধুম কার! ঢেঁকির অত কোনও কাজ নাই; একটা বাণে বুকে দিয়ে কেবল ঘুরে ঘুরে ম'র্‌ছে!

রাধিকা। (কৃষ্ণকে) নারদ আস্‌ছে যে!

কৃষ্ণ। এলেই বা কমলে!

রাধিকা। সেকি কান্ত! নারদ আমাদের সন্তানের সমান; সে আমায় এই বেশ দেখ্‌লে মনে ক'রবে কি!

কৃষ্ণ। ভয় নাই; লজ্জা যদি হয়, তবে তা' নিবারণ হ'য়ে যাবে। (স্বগত) রাধিকার লজ্জা নিবারণ ছলে নারদের ভ্রান্তি বিমোচন ক'র্‌ব। নারদ আজ্‌ মহাভ্রান্তি জালে বিজড়িত, তা' না হ'লে ভক্তের দুঃখকাহিনী আমাকে আবার বল্‌'তে আস্‌বে কেন! আমি সকল স্থানেই থাকি, সকল ঘটনাই দেখ্‌তে পাই,—নারদ আজ্‌ তা' ভুলে গেছে!

শ্যামা। লজ্জা নিবারণ! বল, এখন আমরা কি করি?

কৃষ্ণ। যেমন আছ, সেইরূপই থাক!

শ্যামা। তা'হ'লে আর বাঁচ্‌ব কি! একেত শুধুতেই কত কথা কয় তা'র উপর এই রঙ্গ দেখ্‌লে আর কি বাকি রাখ্‌বে!

কৃষ্ণ। তবে অন্তরালে দাঁড়াও।

(সখীগণের অন্তরালে গমন, কৃষ্ণ-রাধিকার যুগলরূপে দণ্ডায়মান।)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। হরি—হরি, একি হেরি, এ যে একাধারে যুগল কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। শুধু যুগল নয়; নারদ আরও দেখ।

(কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া সখীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান।)

নারদ। হরি—হরি, এ আবার কি! গোলক যে আজ্‌ কৃষ্ণময়! পূর্ণ-ব্রহ্ম, নারদের চক্ষে আজ্‌ এ ইন্দ্রজাল বিস্তার কিসের জন্য! যাঁর ইন্দ্রজালে জগৎ বিমুগ্ধ, ব্রহ্মা শিব সকলেই পরাভূত, তাঁর কি আর নারদের সঙ্গে এরূপ খেলাটা ভাল দেখায়! নারদ ত অনুক্ষণই ভ্রান্তি-সাগরে ভাসমান। নিত্য-

নিরঞ্জন, একদিন গোকুলে ষোলশত অষ্টকৃষ্ণ দর্শন ক'রেছিলেম, আজ্ যে গোলকে ছয়টী কৃষ্ণ দেখ্‌ব,—সেটা আর বিচিত্র কথা কি? কিন্তু ছলনাময়! এ ছলনার রহস্য যে বুঝ্‌তে পারি না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—না হয় এই পাঁচই—এই পাঁচটি; কিন্তু তা' হ'লে আর একটি কে? না-না,বোধ হয় বুঝেছি, যিনি গোকুলে প্রেমময়ী, গোলকে জ্ঞানময়ী, বৈকুণ্ঠে চৈতন্যময়ী—ইনি নিশ্চয়ই সেই মানময়ী রাধিকা! কিন্তু মা———

নিত্য লীলাময়ী, কেন গো এ ভাবে,
তব তত্ত্ব কথা বল কে জানিবে!
আমি পুত্র তব, কেন এ ছলনা,
বল মা, রাখ মা, কর মা করুণা!

বৃন্দা। নারদ, কে তোমার মা—তা'কি চিন্‌তে পেরেছ?

নারদ। চিন্‌তে যদি পা'র্‌ব, তা'হলে এতক্ষণ মায়ের কোলেই যেতেম। মা মা ব'লে কাঁদ্‌ব কেন?

বিশাখা। তবে আর মা মা ব'লে এত সোহাগ কেন? যে মাকে চিন্‌তে পারে না, তা'র মা ব'লে ডাকাও শোভা পায় না! সংসারে জন্ম গ্রহণ ক'রে জীবে প্রথমেই মাকে চিনে থাকে; তুমি যে সংসার ছাড়া দেখ্‌ছি!

নারদ। আমি সংসার ছাড়া! মা হ'য়ে আর কে কোথায় পুত্রের সঙ্গে ছলনার খেলা খেলে বল দেখি?

শ্যামা। যাই বল নারদ, তোমার আজ পরাজয়।

নারদ। আমার পরাজয় আজ্ কি নূতন? আমার মায়ের ছলনায় অনেকেই একদিন পরাজিত হ'য়েছে। মা একদিন বৃন্দাবনে মায়া ক'রে মানের খেলা খেলে ছিলেন, স্বয়ং মায়াময় তা'তে প'ড়ে আকুল হ'য়ে উঠ্‌ছেন, তবে আর নারদকে ব'লছ কি? (স্বগত) আমিও যদি মায়ের সন্তান হই, তবে ছলনায় যাবায় আজ্ ছলনাময়ীকে নিশ্চয়ই পরাজিত ক'র্‌ব। (প্রকাশ্যে) তোমাদের খেলা তোমাদিগে সাজে, কিন্তু আমার যে প্রাণ যায়! আজ কয়দিন অনশন; ভেবেছিলেম, গোলকে গিয়ে মায়ের কোলে ব'সে মনের সাধে ভোজন ক'র্‌ব, এখন দেখ্‌ছি যে

আশাতেও নিরাশ হ'লেম! হায় অদৃষ্ট! মায়ের সম্মুখে সন্তান মরে, মা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে,—এমন কথা যে কেউ কখনও শোনে নাই!

রাধিকা। কি নারদ, তুমি ক্ষুধায় কাতর! (নারদের নিকটে আসিয়া) চল বাপ আমার, আজ্ তোমাকে মনের সাধে ভোজন করাব।

নারদ। তবে আর মায়ের স্নেহ কি! তা' নইলে আর মা শব্দের এত মাহাত্ম্য কিসের জন্য? এমন মায়ের যে যত্ন জানে না, এমন মাকে ভক্তি করে না, তা'র মত মহাপাতকী ত্রিজগতে কেউ নাই! জগৎবাসী, আর কিছু পার আর না পার, দিনান্তে একবার জননীর চরণ যুগল পূজা ক'র; তা'তে স্বর্গ-ভোগ সুলভ হ'বে, মুক্তি-লাভের সন্দেহ থাক্‌বে না!

রাধিকা। চল—নারদ, ভোজন ক'র্‌বে চল বাপ্!

নারদ। আর কি ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে মা! তোমার বাক্য-সুধা পান ক'রে, নারদের প্রাণ সুশীতল হ'য়ে গেছে! কিন্তু একটা কথা বল মা, পুত্রের সঙ্গে আজ্ এরূপ ছলনার কারণ কি?

রাধিকা। এ ছলনা যে কেন ক'রেছিলেম, তার তুমি যতদূর জান, তা' অপেক্ষা আমি অধিক জানি না বাপ্! ভেক্ষি দিয়ে খেল্‌য়ে নিয়ে'বেড়াচ্ছে, সেই খেলায় কেবল খেলা ক'রেছি মাত্র! তুমি এস বৎস, আমি গিয়ে তোমার ভোজনের উদ্যোগ করি।

রাধিকার প্রস্থান।

নারদ। (স্বগত) এইবার তোমাকেও দে'খ্‌ব; দে'খ্‌ব হে ভক্ত-বৎসল ভগবান, ভক্তের কাছে কতক্ষণ আত্ম-গোপন ক'রে থাকতে পার। (প্রকাশ্যে) তোমরা পাঁচজনে একবার রাধা ব'লে বাঁশী বাজাও দেখি;—দেখি, কা'র বাঁশীতে তেমি ক'রে মধুর স্বরে রাধা ব'লে ডাক্‌তে পারে!

গান।

তেমি মধুরহাসি কালশশী, বাজাও বাঁশী রাধা স্বরে।
যে বাঁশী শ্রবণে পশি ষোড়শী-মন উদাসী করে।
শুনিয়ে যে বেণুর রব, গোষ্ঠে ধেনু হ'তো নীরব,
কোকিল-রব পায় পরাভব, গোকুলবাসী আকুল সব,

গোপীকুল ত্যজিয়ে কুল ধায়িত যমুনার তীরে।
(যমুনা উজান বহিত হে) ॥
আজ্ দেখিব তোমায় ত্রিভঙ্গ, রাস-রস-রসিক-ভৃঙ্গ,
মুরলীধর, মুরলীধর ছার এ ছলনা-রঙ্গ,—
বহিবে প্রেমের তরঙ্গ সদা অন্তরে বাহিরে।
(সে রব অনেক দিন আজ্ শুনি নাই হে) ॥

[সখিগণের প্রস্থান।]

কৃষ্ণ। বাঁশী বাজাব কি নারদ, আজ্ রাধা ব'লে ডাক্‌তে গিয়ে বাঁশী যে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে!

নারদ। কেন বংশীধারী।

কৃষ্ণ। সময়ে একথার উত্তর শুন্‌তে পাবে। এখন বল, কি মানসে গোলকে এসেছ?

নারদ। তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে হৃদয়ে কঠিন আঘাত পেয়ে সেই ব্যথার কথা তোমায় জানাতে এসেছি!

কৃষ্ণ। সবই জানি নারদ; কিন্তু কি ক'র্‌ব, আমি যে কর্ম্মের বাধ্য।

নারদ। তুমি কর্ম্মের বাধ্য!

কৃষ্ণ। নিতান্তই; নইলে ক্ষীরোদ নীরে অনন্ত-আধারে যোগে নিমগ্ন থাক্‌ব কেন;—সে কেবল সেই কর্ম্মের সাধনা জন্য।

নারদ। তবে তোমার ভক্তের উপায় কি?

কৃষ্ণ। আমার দ্বারায় উপায় হ'বার কোন সম্ভবই দেখি না।

নারদ। সে কি সর্ব্বশক্তিমান, যাঁ'র নামের বলে জগৎ সংসারে স[illegible] অনুপায়েরই উপায় হয়, সেই হরি আজ তাঁর ভক্তকে রক্ষার কোন উপায়ই পেলেন না! যিনি ভক্তের উপায় বিধান জন্য একদিন স্ফটিক স্তম্ভ হ'[illegible] আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, তিনি আজ্ সেই ভক্তের জন্য উপায় হারা হ'[illegible] প'ড়্‌লেন! হায়—হায়, এ কথাও আজ [illegible] মুখে নারদকে শুন্‌তে হ'লো! [illegible] ভক্তবৎসল [illegible] এই ভয়-বারণ চরণ যুগলে শরণ ল'বার [illegible] ফল কি?

কৃষ্ণ। আমাকে তিরস্কার ক'রছ সত্য; কিন্তু নারদ, মালাবতীর দুঃখে তুমি যতদূর দুঃখিত,—আমি তা' অপেক্ষা অধিক দুঃখ অনুভব ক'রছি। কিন্তু কি ক'রব বল। ব্রহ্মার বাক্য লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার!

নারদ। সে কি ইচ্ছাময়, যাঁর ইচ্ছার বশে এ জগতে সকলই সম্ভব হয়,—তাঁর কাছে আজ এই সামান্ত ব্যাপারটা অসম্ভব মধ্যে পরিগণিত হ'লো! না, এই কথা ব'লে নারদকে আজ্ ভুলুয়ে দিচ্ছেন।

কৃষ্ণ। তোমাকে ভুলাই নাই, এই সত্যকথা। সতীমালাবতীর মৃত পতির পুনর্জ্জীবন দান করা নিতান্তই আমার ক্ষমতার বহির্ভূত।

নারদ। তবে কি অগতির গতি শ্রীপতি হ'তে আজ্ তাঁর ভক্তের উপায় হ'বেনা। তবে আজ্ কি অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরি তাঁর ভক্তকে অকূল পাথারে কূল দিতে পার্‌লেন না! , এ যে বড় নিদারুণ মন কষ্ট, যাঁ'র নামের গুণে জীবের সকল মন-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সেই বাঞ্ছা কল্পতরু-শ্রীচরণে আশ্রয় ল'য়ে মালাবতীকে আজ মন দুঃখ নিবারণের জন্য চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হ'লো! ভাল সুখ্যাতি থাক্‌বে, যশে জগৎ পূর্ণ হ'বে, তোমার ঐ গুণের কথা শ্রবণ ক'রে এখন হ'তে ভক্তের মন নিদারুণ নিরাশায় শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌বে! কালার মুখচেয়ে আর কখনও কেউ থাক্‌তে পার্‌বে না! তবে যাবার সময় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাই,—বল বল দীননাথ, অকলঙ্ক হরিনামের তরণী কি চিরদিনের জন্য অতল কলঙ্ক-সাগরে ডুবে যাবে!

গান।

তবে ডুব্‌বে কি নামের তরি কলঙ্ক-সাগরে।
(তাই তোমারে সুধাই হরি,) (এত নিদয় হৃদয় তোমার-সুধাই হরি,) শুনে তোমার কথা, মনের ব্যথা জানাব সবারে।
এত যদি জান মনে, কাঁদাবে আশ্রিত জনে,
বল, ভক্তবৎসল নাম ধর কেন হে; (কেন মজাও ভক্তগণে)
(হরিনামের ভেল্কি দিয়ে, কেন মজাও ভক্তগণে;) যে একবার মজে,
জীবন গেলে আর যে ভুল্‌তে নারে; (এমি হরিনামের কুহক।)

কে বলে তোমায় দয়াময়,জানে না যে সেই বলে তোমায় দয়াময় ;
(দয়া নাই হে) (তোমার পাষাণ সমান কঠিন প্রাণে দয়া নাই হে) দয়া থাক্‌লে কি আর থাক্‌তে পার, (ভক্তে কাঁদাইয়ে আর কি ভুলে থাক্‌তে পার ;)
অকূলে পড়িয়ে, আকুল হইয়ে, যে ডাকে তোমারে হরি, সেই অসহায়ে কুল, কই দাও বল, হও প্রতিকূল তারই ; (তুমি গোকুলের সেই কপট কানাই) (কুল মজায়ে অকূলে ভাসাও)
রবে সুখ্যাতি শ্রীপতি ভাল এ ভব সংসারে।

কৃষ্ণ। নারদ,———

নারদ। না—আর কোন কথার প্রয়োজন নাই। নারদের সে চমক ভেঙ্গে গেছে ; যে ভেল্কিতে ভুলয়ে রেখে ছিলে, সে কুহক চ'লে গেছে ; আর চাতুরালীতে প্রয়োজন নাই। এখন শোন হরি, যদি এই হরিনামের মালা শুধু তুলসীর মালা না হয়, যদি হরিনাম শুধু নাম মাত্রই না হয় ; যদি এই নামের মহিমাতেই জীবে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে ; তবে নিশ্চয় ব'লছি, তুমি কখনই এরূপ উদাসীন হ'য়ে থাক্‌তে পা'রবে না ; যেখানে তোমার ভক্ত কাঁদছে, নিশ্চয়ই তোমাকে সেখানে যেতে হ'বে ; মালাবতীর মন-বাঞ্ছা পূর্ণ হ'বেই হ'বে। তুমি যেমন নিশ্চয়, তোমার নামের মহিমা যেমন নিশ্চয়, তা'দের হরিভক্তি যেমন নিশ্চয়, তেমি নিশ্চয়ই তোমাকে ভক্তের নয়ন জল মুছ্‌য়ে দিতেই হ'বে। (প্রস্থান উদ্যম)।

(রাধিকার পুনঃ প্রবেশ।)

রাধিকা। একি নারদ তোমার চক্ষে জল কেন ?

নারদ। তোমাদিগে ডাকার ফল স্বরূপ এই চক্ষের জল মা !

রাধিকা। কেন বাছা, এত অভিমান কিসের জন্য ?

নারদ। আর কি ব'লব মা ! তোমাদের অজানা বা কি আছে। মালাবতী পতি পুত্রের সহিত তোমাদের চরণে চিরদিন বিক্রীতা। সে অ ব্রহ্মার অভিশাপে অকালে পতিহীনে বঞ্চিতা ! সেই সাধ্বী সতী আ

পরলোক গত প্রাণপতির প্রাণদানের জন্ত তোমাদের কৃপা ভিখারিণী হ'য়ে হরিহে হরিহে ব'লে দিবা রজনী অনিদ্রা, অনাহারে রোদন ক'র্‌ছে। কিন্তু কৃপাময় আজ কৃপা বিতরণে কৃপণ হ'য়েছেন; তা'তেই তোমাদের এই ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পেয়ে চক্ষের জল নিক্ষেপ করছি!

রাধি। তা'র জন্ত কাঁদ্‌ছ কেন বাপ্‌!

নারদ। পরকে কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে এ চক্ষে জল যে আপনিই আসে মা!

রাধিকা। সেজন্ত ভয় নাই। পিতা যদি পুত্রকন্তার অযত্ন করে, তা'দের প্রতি স্নেহ বাৎসল্য ভুলে যায়, তবে তা'রা ত মায়ের কোলে স্থান পায়, তা'দের মা কখনও তা'দিগে ভুল্‌তে পারে না! হাঁরে নারদ, আমিও ত ভক্তের সেই মা! আমি গিয়ে তা'দের দুঃখ দূর ক'রব। চক্ষের জল মুছায়ে দিব। আমি গিয়ে ব্রহ্মলোকে পদ্মযোনীর করে ধ'রে সেই সাধ্বী সতীর প্রাণপতির প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা ক'রব। ব্রহ্মা যদি কথা না রাখেন, তবে অমনি তখনই:——

হুহুঙ্কারে কাঁপিবে মেদিনী;
এই যে সুবর্ণ জিনি চম্পক বরণ,
অমাবস্যা নিশাসম ঘোর কৃষ্ণ রূপে
হইবে রে পরিণত!
উলঙ্গিনী এলোকেশী, অট্টহাসি মুখে
প্রলয়কারিণী মূর্ত্তি ধরিব তখন!
চক্ চক্ তীক্ষ্ণ অসি সাজিবে করেতে,
ধক্ ধক্ বহ্নি-শিখা জ্বলিবে নয়নে।
কোটী ব্রহ্মা হ'বে ভস্মীভূত,
ব্রহ্মলোক যা'বে ছারখারে!
ভয় কিরে বাছুমণি তোর,
সতীকে দিবরে পতি—ঘুচাইব দুঃখ।
হরি বিলাসিনী আমি, থাকিতে এ দাসী,
হরিনামে হইবে কলঙ্ক!

নারদ। দয়াময়ী, করুণা অপার, কে জানে মা মহিমা তোমার!

রাধিকা। চল বাছাধন, করিবে ভোজন ;
মন-দুঃখ করিব বারণ, ভক্ত-বাঞ্ছা করিব পূরণ।

(রাধিকার ও নায়কের প্রস্থান।)

কৃষ্ণ। আমিই বা কতক্ষণ থাক্‌ব! হরিভক্তকে অভিশাপ দিয়ে চতুর্ম্মুখ ভই অবিবেকীর কাজ ক'রেছেন। তাঁ'র দর্প চূর্ণ হ'বে, মালাবতীর মৃত তির প্রাণ দান পাবে, তা'র সতীত্বমহিমায় ত্রিলোক বাসী চমৎকৃত হ'বে! ব্রহ্মাকে দেখাব, যে হরিনামে পাপ যায়, হরিনামে তাপ যায়, হরিনামে মৃত-দেহে প্রাণ পায়!

(প্রস্থান)।